দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৫১ ॥ ১৮ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ৫ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৮ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ : অর্থমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বাংলাদেশ বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফের বসন্তকালীন বৈঠকে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ সব কথা বলেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) আউটলুকে এক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মুল্যস্ফীতি খানিকটা কমবে। আর মোট দেশজ সম্পদ বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ছয় শতাংশ। একই সঙ্গে আইএমএফ জানায়, সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের শক্ত উদ্যোগে মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী বলেন, মূল্যস্ফীতি কমায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে। তবে আইএমএফের এমন পূর্বাভাসে চিন্তার কিছু নেই জানিয়ে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সংস্কারে সরকারের নেওয়া উদ্যোগগুলো কাজে লাগছে।

কৃষি গুচ্ছের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ আবেদন শুরু ২২ এপ্রিল

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুচ্ছ পদ্ধতিতে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির তথ্যানুযায়ী-আবেদন শুরু হবে ২২ এপ্রিল, যা চলবে ৩০ মে পর্যন্ত। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ২০০ টাকা। আগামী ২০ জুলাই ৮টি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বুধবার কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম লুৎফুল আহসানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ২০১৯/২০২০/২০২১ সালে এসএসসি/সমমান এবং ২০২২/২০২৩ সালে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় যারা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিষয়সহ উত্তীর্ণ হয়েছেন, কেবল তারাই আবেদন করতে পারবেন। ২০২২ সালে এসএসসি/সমমান মানোন্নয়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

২-এর পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা প্রবাহে নজর রেখে প্রস্তুতি নিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সভায় সভাপতিত্ব করে -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতির ঘটনা প্রবাহের দিকে সংশ্লিষ্টদের নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গতকাল বুধবার মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনির্ধারিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার নির্দেশসচিবালয়ে ব্রিফিং করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন সভা শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মধ্যপ্রাচ্যে এখন যে বাস্তবতা তৈরি হচ্ছে, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নজর রাখতে হবে। মন্ত্রিসভার সব সদস্য ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বলেছেন ঘটনা প্রবাহের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য। সম্ভাব্য রিঅ্যাকশন কী হতে পারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন।' মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'কনফ্লিক্ট (যুদ্ধ) যদি দীর্ঘমেয়াদি হয়, সেটি কীভাবে আমরা মোকাবিলা করবো, সেগুলো মোকাবিলা করার জন্য আমরা কী করতে পারি- এসব প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। ঘটনা প্রবাহের দিকে নজর রাখতে বলেছেন, যদি দীর্ঘমেয়াদি হয় তখন বিভিন্ন সেক্টরে যে প্রভাব পড়তে পারে, সেটি যেন সংশ্লিষ্ট সেক্টর থেকে পর্যালোচনা করে প্রস্তুত করে, তা মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলেছেন।' কোন কোন খাতে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে- জানতে চাইলে মাহবুব হোসেন বলেন, 'সবাইকে বলেছেন, যার যার সেক্টরে সবাই যেন প্রস্তুতি নেয়। ক্রাইসিস তৈরি হলে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যেতে পারে, তখন কী করা যায়, সেসব বিষয়ে পরিকল্পনা রাখতে বলেছেন।'

বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে -পিআইডি

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। গতকাল বুধবার সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। পরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। এরপর ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সহযোগী ও ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বুধবার ভোর ৬টায় বঙ্গবন্ধু ভবন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং সারা দেশে সংগঠনের সব কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া মুজিবনগরে বুধবার ভোর ৬টায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন, সকাল পৌনে ১০টায় গার্ড অব

২-এর পাতায় দেখুন

সংসদ এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেলেন সাবেক এমপিপুত্র

স্টাফ রিপোর্টার : সংসদ ভবন, পুরাতন বিমানবন্দর, চন্দ্রিমা উদ্যান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণভবন এবং বঙ্গভবনসহ রাজধানীর ভিভিআইপি ও স্পর্শকাতর এলাকায় ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ। নববর্ষ উপলক্ষে মানিক অ্যাভিনিউ সড়কে আঁকা আল্পনার ছবি ও ভিডিও করতে গত ১৫ এপ্রিল স্পর্শকাতর এই এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে বিপাকে পড়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য এইচএম গোলাম রেজার ছেলে হোসেন মোহাম্মদ মায়াজ (২৮)। শেরেবাংলা থানা পুলিশ তাকে আটক করে। পরে অবশ্য এ ঘটনায় মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। ড্রোন ওড়ানো প্রসঙ্গে মায়াজ বলেন, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে আঁকা আলপনার একটি ভিডিওগ্রাফি ও ছবি তোলার জন্য তিনি পূর্ব অনুমতি

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় এখন কয়েকটি জায়গা ছাড়া তেমন জলাবদ্ধতা থাকে না : তাপস

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটি জায়গা ছাড়া তেমন কোনো জায়গায় এখন দীর্ঘ সময় জলাবদ্ধতা থাকে না বলে দাবি করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। তিনি বলেছেন, প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমের আগে সূচি অনুযায়ী বক্স কালভার্ট, খাল ও নর্দমাগুলো পরিষ্কার করে থাকি। কারণ যাতে করে বর্ষার সময় পানি প্রবাহ স্বাভাবিক থাকে। এছাড়া ঢাকা শহরে আমরা ব্যাপকভাবে নর্দমা অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান রেখেছি। গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে পান্থকুঞ্জ পার্কের ভেতর পান্থপথ বক্স কালভার্টের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। মেয়র বলেন, পান্থকুঞ্জ উদ্যান এই এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যান। এর উন্নয়নের জন্য ২০১৭ সালে মেগা প্রকল্পে আওতায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কারণে ঢাকা লিমিটেড এক্সপ্রেসওয়ে এদিক দিয়ে নেওয়ার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে এই পার্কের উন্নয়ন কাজটা বন্ধ হয়ে যায়। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে তাদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছি, যদিও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজের কারণে উদ্যানে বড় একটা অংশ তাদের কাছে চলে যাবে। তারপরও যতটুকু রক্ষা করতে পেরেছি তা ঢাকাবাসীর জন্য অচিরেই উন্মুক্ত করে দিতে পারব। শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি ২০২০ সালের আগে যেখানে অল্প বৃষ্টিতে ৭০ ভাগ ঢাকা প্লাবিত হয়ে যেত, এখন সেটা কমে এসেছে। আমরা পানি প্রবাহ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারেছি। আমরা আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে বাহিনী রেডি রাখি, যাতে করে কোথাও পানি জমে থাকলে দ্রুত সেটি সরানো যায়। সেই হিসেবে আজকে আমরা পান্থপথের বক্স কালভার্ট পরিষ্কার করার কাজ শুরু করলাম। মেয়র আরও বলেন, গত বছর যেসব জায়গায় জলাবদ্ধতা হয়েছে বিশেষ করে নিউমার্কেটের সামনে ও শান্তিনগরে। যেসব কারণে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আমরা সেগুলো

২-এর পাতায় দেখুন

কৃষিজমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন দ্রুত পাস করতে সংসদকে হাইকোর্টের পরামর্শ

স্টাফ রিপোর্টার : কৃষিজমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন ২০১৬' দ্রুত আইন আকারে পাস করতে জাতীয় সংসদকে পরামর্শ দিয়ে রায় ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। গতকাল বুধবার সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে ১৫ পৃষ্ঠার এই পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের স্বাক্ষরের পর এ রায় প্রকাশিত হয়। নওগাঁর মিজানুর রহমানকে পুকুর খনন বন্ধ করতে ভূমি অফিসের নোটিশ অবৈধ ঘোষণার এই রায়ে আদালত বলেছেন, ফসলি জমিতে পুকুর খননের বিধিনিষেধ আরোপ করে কৃষিজমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন, ২০১৬-এর খসড়া প্রণয়ন করা হলেও কোনও এক অজানা কারণে এটি এখনও আলোর মুখ দেখেনি। বাংলাদেশের কৃষিজমি, বনভূমি,

২-এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠিতে ট্রাক-প্রাইভেটকার অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ১৪

ঝালকাঠি প্রতিনিধি: ঝালকাঠির সদর উপজেলায় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনটি অটোরিকশা ও একটি মাইক্রোবাসকে চাপা দিলে অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। আজ বুধবার দুপুরে বরিশাল-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ঝালকাঠি জেলার গাবখান সেতু এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। ঝালকাঠির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. মহিতুল ইসলাম দ্য ডেইলি স্টারকে এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম ডেইলি স্টারকে জানান, আজ দুপুর ২টার দিকে

২-এর পাতায় দেখুন

তৃতীয় ধাপের উপজেলা ভোট ২৯ মে

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তৃতীয় ধাপের ভোট আগামী ২৯ মে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাংগীর আলম। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে কমিশনের ৩১তম সভা শেষে গণমাধ্যমকে তিনি এই কথা বলেন। ইসি সচিব জাহাংগীর আলম বলেন, ইতোমধ্যে উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের তফসিল ঘোষণা হয়েছে। আজকে কমিশন সভায় তৃতীয় ধাপের তফসিল ঘোষণার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ২ মে। মনোনয়নপত্র বাছাই ৫ মে। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল ৬ থেকে ৮ মে। আপিল নিষ্পত্তি ৯ থেকে ১১ মে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১২ মে। ভোটগ্রহণ ২৯ মে। তিনি আরও বলেন, তৃতীয় ধাপে ভোটগ্রহণ হবে ১১২ উপজেলায়। তার মধ্যে ২১

২-এর পাতায় দেখুন

বঙ্গবাজারের সামনের অংশে গতকাল বুধবার দুপুরে একটি ভেকু দিয়ে বাঁশের কাঠামো গুড়িয়ে দিচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন।

মাদক কারবারে বদির দুই ভাইয়ের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে সিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : মাদক ব্যবসার সঙ্গে টেকনাফের সাবেক এমপি আব্দুর রহমান বদির দুই ভাই আমিনুর রহমান ও আব্দুর শুক্কুরের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। 'সিআইডির জালে মাদকের গডফাদাররা : বিপুল পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সিআইডি প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আলী মিয়া। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর মালিবাগের সিআইডির মিডিয়া সেন্টারে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সিআইডি প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আলী মিয়া বলেন, প্রাথমিকভাবে সিআইডি ৩৫টি মামলা তদন্ত করে মাদক মামলার মূল হোতা তথা গডফাদারদের মাদক ব্যবসা থেকে অবৈধভাবে

২-এর পাতায় দেখুন

ই-রিটার্ন প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ইইউ, প্রশ্নবিদ্ধ এনবিআর!

২০১৬ সালে ই-রিটার্ন চালু হলেও বন্ধ হয়ে যায়

জলে যায় ওই প্রকল্পের ৫১ কোটি টাকা

২০২০ সালে ইইউ'র সহায়তায় ফের চালু হয় ই-রিটার্ন

২ কোটি টাকার এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩০ জুন

নতুন ফান্ড না পাওয়ায় প্রকল্প থেকে সরে যাচ্ছে ইইউ

স্টাফ রিপোর্টার : মাত্র দুই কোটি টাকা খরচ করে ১০ মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সহায়তায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) একটি বিশেষ টিম অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করার জন্য 'ই-রিটার্ন' সিস্টেম চালু করে। বর্তমান ই-রিটার্ন ব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক সহজ ও করদাতাবান্ধব হওয়ায় এটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করা করদাতার সংখ্যা সাড়ে চার লাখ ছাড়িয়েছে। ই-রিটার্ন সিস্টেমটি মেইনটেন্যান্স, নিরাপত্তা ও আপডেটসহ ই-ট্যাক্স সার্ভিস সেন্টার পরিচালনা এবং আর্থিক-প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তাদের (ইইউ) সেই কারিগরি সহায়তার মেয়াদ চলতি বছরের জুন মাসে শেষ হচ্ছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে মেয়াদ ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। বরং এনবিআর থেকে প্রকল্পের ব্যয় না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত আসে। ফলে প্রকল্পটি থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে ইইউ। এ কারণে সব দায়দায়িত্ব নিতে হচ্ছে এনবিআরকেই। এনবিআরের নথিপত্র সূত্রে এমন তথ্য জানা গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখন আশঙ্কার জায়গা হলো ই-রিটার্ন সিস্টেমের পুরো দায়িত্ব নিতে এনবিআর কতটুকু প্রস্তুত কিংবা করসেবা আগের মতো পাওয়া যাবে কি নাড় ইত্যাদি বিষয়ে করদাতাদের মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করছে।

২-এর পাতায় দেখুন

গরমের আরাম শরবতে কিন্তু কতটা স্বাস্থ্যকর?

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীসহ দেশের বেশিরভাগ জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র ও মাঝারি তাপপ্রবাহ। প্রতিদিন তাপমাত্রার নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। কাঠফাটা রোদ আর তীব্র দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরমে কাহিল রাজধানীর নানা শ্রেণিপেশার মানুষের কাছে ফুটপাতে বিক্রি হওয়া ঠান্ডা শরবত এখন অমৃতের মতো। রং-বেরঙের এসব শরবত বিক্রি হচ্ছে ঢাকার দুই সিটির প্রায় সব সড়কের ফুটপাতে। বিশেষ করে বাস স্টপেজের পাশে কিংবা মার্কেটের সামনে এসব ভ্রাম্যমাণ দোকান বেশি। দলে দলে মানুষ শরবত খাচ্ছেন সেখানে। কিন্তু রঙিন এসব শরবত কতটা স্বাস্থ্যকর? বিভিন্ন সময় চিকিৎসকরা বলে আসছেন ফুটপাতের এসব শরবত স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ, এই শরবতে ব্যবহৃত পানি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নয়। গতকাল বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত রাজধানীর পল্টন ও গুলিস্তানের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে শরবত বিক্রির ধুম চোখে পড়েছে। বিক্রেতারা বলছেন, গরমে মানুষের চাহিদা বাড়ায় শরবতের দোকান আগের

২-এর পাতায় দেখুন

দাবদাহে পুড়ছে দেশ ছুঁয়েছে ৪০ ডিগ্রির পারদ

স্টাফ রিপোর্টার : তীব্র দাবদাহে পুড়ছে দেশ-ছুঁয়েছে ৪০ ডিগ্রির পারদ। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা সবার। এর প্রভাব পড়েছে শ্রমজীবী মানুষের উপর। বিশেষ করে রাজপথে রোদ মাথায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে রিকশাচালকরা। আগের চেয়ে কম ট্রিপের কারণে আয় কমেছে তাদের। এদিকে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহ কিছুটা প্রশমিত হতে পারে। অপরদিকে তীব্র গরমে খেটে খাওয়া এসব মানুষের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অসহনীয় গরমে অল্পতেই শরীর ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন রিকশাচালকরা। এতে যাত্রী নেওয়া কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন তারাফলে রোজগারও কমেছে তাদের। রাজধানীর মগবাজার ও মৌচাক এলাকায় বেশ কয়েকজন রিকশাচালকের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা যায়। শাহজাহান নামে এক রিকশাচালক বলেন, যে গরম, রিকশা চালাতে খুব কষ্ট হয়। একটানা চালাতে পারি না, শরীর দুর্বল হয়ে যায়। থেমে থেমে বিশ্রাম নেওয়া লাগে। গরমে বেশি চালাতে পারি না বলে রোজগারটাও কমে গেছে। আগে হয়তো সকাল থেকে ২০ জন যাত্রী নিতাম, এখন ১০ জনের বেশি পারি না, শরীর কুলায় না। তিনি বলেন, গরমে দুর্বল লাগলে পানি খাই, স্যালাইন খাই। ভালো হয় ডাব খাইলে কিন্তু ডাবের যে দাম তাতে তো পোষাবে না। রিকশাচালক শাহাবুদ্দিন-পরিবারসহ থাকেন পেয়ারাবাগে। তিনি বলেন, এই গরমে রিকশা চালানো আমাদের জন্য খুব কষ্ট হয়ে যায়। শরীরে বল পাই না, মাঝেমধ্যে মাথা চক্কর দেয়। এখন রিকশা না চালিয়েও তো উপায় নাই। না হলে নিজে খাবো কি আর পরিবারই বা চালাবো কিভাবে। তিনি বলেন, গাড়িতে পানি রাখি। একটু পর পর পানি খাই। বেশি খারাপ লাগলে স্যালাইন কিনে খাই, তারপর একটু জিরাই আবার চালাই। একই গল্প শোনালেন আরেক রিকশাচালক সাত্তার হোসেন। পরিবারসহ রাজধানীর মাদারটেকের ছোট্ট এক বাসায় বসবাস করেন। তিনি বলেন, বাইরেও যেমন গরম, ঘরেও তেমন গরম। আমাদের কোথাও স্বস্তি নেই। রাস্তার পাশে মাঝেমধ্যে পানির কল পেলে মাথাটা ভিজিয়ে নেই। বেশি খারাপ লাগলে রিকশায় শুয়ে থাকি, চাইলেও প্যাসেঞ্জার নিতে পারি না। তিনি বলেন, বিকেলে রোদটা একটু কমলে বা সন্ধ্যার পর রিকশা টানা যায়।

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা সবার এর প্রভাব পড়েছে শ্রমজীবী মানুষের উপর

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ১৮ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ৫ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

বস্তায় মিলগেটের দাম লেখায় আপত্তি লিখিত খুচরামূল্য চান ক্রেতা

স্টাফ রিপোর্টার : চালের বাজারমূল্য সহনশীল ও ইচ্ছামতো ধানের জাত লিখে বিক্রিতে নিয়ন্ত্রণ আনতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নতুন আইনে, মিল মালিকদের গুদাম থেকে চাল বের করার আগে বস্তার ওপর উৎপাদনকারী মিলের নাম, জেলা-উপজেলার নাম, উৎপাদনের তারিখ, ধান বা চালের জাত এবং মিলগেটের দাম উল্লেখ করতে হবে। এসব তথ্য চালের বস্তার ওপর থাকবে মুদ্রিত অবস্থায়। বিষয়টি নিয়ে মোটেও খুশি নন মিল মালিকরা। এটি বাস্তবায়ন করা রীতিমতো অসম্ভব বলছেন কেউ কেউ। অন্যদিকে, ভোক্তারও তেমন কোনো সুবিধা থাকছে না এতে। এসব চাল ভোক্তা পর্যায়ে কত দামে (সর্বোচ্চ খুচরামূল্য) বিক্রি হবে সেটি লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠান চাইলে সর্বোচ্চ খুচরামূল্য উল্লেখ করতে পারবে, না করলেও সমস্যা নেই। এতে খুশি নন সাধারণ ভোক্তারা। তারা বলছেন, মিলগেটের দামের চেয়ে জরুরি সর্বোচ্চ খুচরামূল্য উল্লেখ থাকা, যে দামে চাল বিক্রি হবে। যেহেতু মিলগেটের দামে খুচরা দোকানে চাল কেনা যাবে না, সে কারণে ওই দাম ভোক্তার জন্য খুব বেশি কাজে আসবে না। ভোক্তারা বস্তার গায়ে সর্বোচ্চ খুচরামূল্য বাধ্যতামূলক চান। মিল মালিকরাও মিলগেটের দাম উল্লেখ করার বিষয়ে আপত্তি জানান। তাদের বক্তব্য, ধানের দাম সব সময় কমবেশি হয়। ফলে একটি নির্ধারিত দামে মিল থেকে চাল সরবরাহ করা কঠিন। আবার প্রতিনিয়ত বস্তার দাম পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়। মিল থেকে চাল বের করার পরে স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ, বিপণনের ক্ষেত্রেও অনেক খরচ বাড়ে। যে কারণে মিলের দামের সঙ্গে

বাজারের দামের বড় পার্থক্য থেকে যায়। বস্তায় মিলগেটের দাম উল্লেখ বাধ্যতামূলক করা প্রায় অসম্ভব। এ বিষয়ে এসিআই ফুড অ্যান্ড কমোডিটি ব্র্যান্ডসের বিজনেস ডিরেক্টর ফারিয়া ইয়াসমিন বলেন, 'বস্তার ওপর মিলগেটের দাম উল্লেখ করার বিষয়টি আরও বিবেচনা করা উচিত। কারণ ধানের দাম নির্ধারিত নয়, ওঠা-নামা করে। সেভাবে চালের দামও দ্রুত পরিবর্তন হয়। এটা নিয়ে (মিলগেটের দাম লেখা) আমরা কীভাবে প্রস্তুতি নেবো, বুঝতে পারছি না। আমরা অসুবিধায় পড়ে গেছি।' তিনি বলেন, 'আমাদের চালের বস্তা/প্যাকেটে কিন্তু সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য দেওয়া থাকে। এখন মিলগেটের দাম দেওয়া হলে সেটার ৭-এর পাতায় দেখুন

হজ নিয়ে শঙ্কা, ধর্ম মন্ত্রণালয়কে দুষছে হাব

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে হজ হতে পারে ১৬ জুন। অথচ এখন হাজিদের বাড়ি ভাড়াসহ অনেক আনুষ্ঠানিকতাই বাকি। এ কারণে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অব্যবস্থাপনাকে দুষছেন হজ এজেন্সির মালিকদের সংগঠন হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব)। সংগঠনটির সভাপতি এম শাহাদাত হোসাইন তসলিম বলেছেন, অব্যবস্থাপনার কারণে আমরা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছি। কোনও হাজি যেন হজে গিয়ে কষ্ট না পান, সে জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। গত মঙ্গলবার রাতে হজ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা করে হাব। রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারস ইনস্টিটিউটে এই আলোচনা সভায় সারা দেশের হজ এজেন্সির প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সভায় হাব সভাপতি এম শাহাদাত হোসাইন তসলিম বলেন, হজ ব্যবস্থাপনায় অনেক অনিয়ম, দুর্নীতি ছিল। আমরা অন্যায় করবো না, করতে দেবো না এই শ্লোগানে কাজ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাবের ৭-এর পাতায় দেখুন

ভুয়া ৮ হাজার জনকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তালিকা প্রণয়ন ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, দেশের প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটি রয়েছে। তারা স্থানীয়ভাবে যাচাই বাছাই শেষে মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় কাউন্সিলে পাঠান। তারপর মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট প্রকাশ করা হয়। যদি কোনও ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে থাকে সেটা কেউ অভিযোগ করলে বা মন্ত্রণালয়ের নজরে এলে সেগুলো বাতিল করা হবে। প্রমাণ হওয়ায় ভুয়া আট হাজার জনকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভুয়া তথ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সুযোগ নেই। বর্তমান যুগে প্রতারণা করা সহজ। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য থাকলে সেগুলো যাচাই ৭-এর পাতায় দেখুন

চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হবে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ: আইএমএফ

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি ২০২৩-২৪ বছর মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কমার পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটি বলছে, অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৭ শতাংশ হতে পারে। গত মঙ্গলবার বৈশ্বিক ঋণদাতাটি তাদের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রতিবেদনের সর্বশেষ সংস্করণে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। গত বছরে আইএমএফ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ হওয়ার প্রক্ষেপণ করেছিল, যা সংশোধন করে ৫ দশমিক ৭ শতাংশে নামানো হয়। তবে আগামী অর্থবছরে তা কিছুটা বেড়ে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে। আইএমএফ ইতোপূর্বে ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে পরিবেশবান্ধব সনদপ্রাপ্ত পোশাক কারখানা ২১৫

স্টাফ রিপোর্টার : তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ অর্জনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এবার দেশের আরও একটি তৈরি পোশাকশিল্প কারখানা পেলো পরিবেশবান্ধব সনদ। প্রতিষ্ঠানটি হলো-গাজীপুর শ্রীপুর এলাকার ফ্যাশন মেকার লিমিটেড। এ নিয়ে দেশে মোট পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৫টিতে। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কারখানাটি

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) থেকে পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে। সনদ পাওয়ার ৯টি শর্ত পরিপালনে মোট ১১০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০এর বেশি পেলে 'লিড প্লাটিনাম', ৬০-৭৯ পেলে 'লিড গোল্ড', ৫০-৫৯ নম্বর পেলে 'লিড সিলভার' এবং ৪০-৪৯ নম্বর পেলে 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ দেওয়া হয়। আর ১১০ নম্বরের মধ্যে ফ্যাশন মেকার ৮৭ নম্বর পেয়ে 'প্লাটিনাম' সনদ পেয়েছে। বিজিএমইএ তথ্যানুযায়ী, তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে বর্তমানে লিড সনদ পাওয়া পরিবেশবান্ধব কারখানা বেড়ে হয়েছে ২১৫। তার মধ্যে ৮১টিই লিড প্লাটিনাম সনদধারী। এছাড়া ৭-এর পাতায় দেখুন

গুলশানে বারের সামনে হাতাহাতি ৩ নারী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর গুলশান-২ নম্বরের ক্যাফে সেলেব্রিটা বারের সামনে কয়েকজন নারীর মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত তিন নারীকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল বুধবার দুপুরে ডিবিপ্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সম্প্রতি গুলশান-২ নম্বরের ক্যাফে সেলেব্রিটা বারের সামনে কয়েকজন নারীর মধ্যে হাতাহাতির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মামলা করেন। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ৭-এর পাতায় দেখুন

আইনি জটিলতায় ফেরত আনা যাচ্ছে না পিকে হালদারকে

স্টাফ রিপোর্টার : আলোচিত অর্থপাচারকারী প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত মামলা হয়েছে ৩৮টি। সর্বশেষ গত ৪ এপ্রিল দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ আরেকটি মামলা দায়ের করা হয় ৪১ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে। কয়েকটি মামলায় চার্জশিট দিয়েছে ৭-এর পাতায় দেখুন

২১ নাবিক দেশে ফিরবেন জাহাজে বাকি দুজন উড়োজাহাজে

স্টাফ রিপোর্টার : সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত হওয়া জাহাজ এমভি আবদুল্লাহর ২১ নাবিক ওই জাহাজে করেই দেশে ফিরবেন। এছাড়া ২ নাবিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল হারমিয়া বন্দরে পৌঁছে বিমানযোগে দেশে ফিরবেন। নাবিকদের নিজ নিজ ইচ্ছায় এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাহাজের মালিকপক্ষ। গতকাল বুধবার এ বিষয়ে কেএসআরমের মালিকানাধীন এসআর শিপিংয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মেহেরুল করিম বলেন, এমভি আবদুল্লাহ আগামী ২২ এপ্রিল সকালে আল হারমিয়া বন্দরে পৌঁছবে। সেখান থেকে দুজন নেমে গিয়ে বিমানযোগে দেশে ফিরবেন। বাকিরা জাহাজে করেই দেশে ফিরবেন। বাংলাদেশ সময় শনিবার (১৩ এপ্রিল) দিবাগত রাত ৩টা ৮ মিনিটের দিকে এমভি আবদুল্লাহ থেকে দস্যুরা নেমে যায়। এর আগে একইদিন বিকেলে দস্যুরা তাদের দাবি অনুযায়ী মুক্তিপণ বুঝে নেয়। একটি বিশেষ উড়োজাহাজে মুক্তিপণ বাবদ ৩ ব্যাগ ডলার এমভি আবদুল্লাহর পাশে সাগরে ছুড়ে ফেলা হয়। স্পিড বোট দিয়ে দস্যুরা ব্যাগ ৩টি কুড়িয়ে নেন। দস্যুমুক্ত হয়ে শনিবার রাতে সোমালিয়ার উপকূল থেকে আরব আমিরাতের পথে রওনা দেয় এমভি আবদুল্লাহ। এরপর নিরাপদ জলসীমায় আনা পর্যন্ত এমভি আবদুল্লাহকে নিরাপত্তা দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ। একইসঙ্গে এমভি আবদুল্লাহর চারদিকে কাঁটাতারের নিরাপত্তা বেষ্টনী লাগানো হয়। প্রস্তুত করে ৭-এর পাতায় দেখুন

এমভি আবদুল্লাহ

সূচকের উত্থানে শুরু পতনে শেষ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস গতকাল বুধবার সূচকের পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন উভয় পুঁজিবাজারে লেনদেনের শুরুতে সূচকের উত্থন লক্ষ্য করা গেলেও দিন শেষে তা পতনমুখী হয়েছে। এদিন আগের কার্যদিবসের চেয়ে ডিএসইতে টাকার পরিমাণে লেনদেন কিছুটা কমলেও সিএসইতে বেড়েছে।একইসঙ্গে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে অংশ নেওয়া অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বাজার পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এদিন সূচকের উত্থান লেনদেন শুরু হয়। তবে লেনদেন শুরুর ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত সূচক ঊর্ধ্বমুখী অবস্থানে ছিল। এরপর থেকে সূচক পতনমুখী অবস্থানে নেমে আসে। দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ১০.৮০ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৭৬৩ পয়েন্টে অবস্থান করছে। ডিএসই শরিয়া সূচক ১.৬৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৭-এর পাতায় দেখুন

গাজায় ইসরায়েলের পৃথক হামলায় নিহত ১৮

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডটির একটি শরণার্থী শিবির ও আবাসিক বাড়িতে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। পৃথক এই হামলায় ১৮ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এই তথ্য জানায়। ইসরায়েলি এ হামলায় মধ্য গাজার মাগাজি শরণার্থী শিবিরে ১১ জন এবং রাফাহতে আবাসিক বাড়িতে ৭ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। আল জাজিরা জানায়, মধ্য গাজার মাগাজি শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ১১ জন নিহত হয়েছেন বলে ফিলিস্তিনের সরকারি বার্তাসংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে। নিহতদের

মধ্যে অধিকাংশই শিশু। এ ছাড়া এই হামলায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। বার্তাসংস্থা ওয়াফা জানায়, দক্ষিণ গাজা উপত্যকার রাফাহ শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় আরও সাতজন নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের এ বিমান হামলায় চার শিশুসহ সাতজন নিহত হন। আল জাজিরার হানি মাহমুদ জানান, মাগাজি শরণার্থী শিবিরে মানুষের কাজ ও ব্যস্ততার সময়ে ইসরায়েল এই হামলাটি চালায়। হামলায় সেখানকার একটি খেলার মাঠও আক্রান্ত হয়। যেখানে প্রায়ই বাস্তুচ্যুত শিশুরা চলাচল করে। ইসরায়েলি এই হামলায় আহত 'কয়েকজন' মানুষকে আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় হামাস। এ ঘটনার পর ইসরায়েল ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান এবং স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় ফিলিস্তিনের শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জা, হাসপাতাল ও স্কুলসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাবান্ধা দিয়ে যাতায়াত ও আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ৩ দিন

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলীপুরদুয়ার ও কোচিবহার লোকসভা আসনের নির্বাচনের কারণে টানা তিনদিন পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের সীমান্ত এলাকা দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমসহ ইমিগ্রেশনে যাত্রী পারাপার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে বন্দরের ইমিগ্রেশনসহ আমদানি-রপ্তানির সব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এ দিকে দুপুরে পঞ্চগড় পুলিশ সুপার এসএম সিরাজুল হুদা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ভারতের লোকসভা নির্বাচনের কারণে গতকাল বুধবার থেকে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত টানা তিনদিন পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি ও ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে যাত্রী পারাপার কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শামা পারভিন। গত মঙ্গলবার রাতে এ বিষয়ে একটি নথি আমাদের হাতে এসেছে। আশা করছি আগামী ২০ এপ্রিল থেকে এই ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম পুনরায় ৭-এর পাতায় দেখুন

গরমে স্বস্তি পেতে বুড়িগঙ্গা নদীতে এভাবেই জলকেলিতে ব্যস্ত শিশু কিশোররা। ছবিটি বুধবার কামরাঙ্গীরচর এলাকা থেকে তোলা।

লক্ষ্মীপুরে হামলায় আহত ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে হামলার ঘটনায় চার দিন পর আহত ছাত্রলীগ নেতা এম সজীব (২৫) মারা গেছেন। গত মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে রাজধানীর পপুলার হাসপাতালে মারা যান তিনি। এর আগে গত ১২ এপ্রিল রাত ২টার দিকে সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পাঁচপাড়া গ্রামে অতর্কিত হামলায় সজীবসহ চারজন আহত হন। চন্দ্রগঞ্জ থানার ওসি এমদাদুল হক সজীবের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সজীব চন্দ্রগঞ্জের পাঁচপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মিয়ার ছেলে। তিনি চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি প্রার্থী ছিলেন। এদিকে হামলার ঘটনার সোমবার রাতে সজিবের মা বুলি বেগম বাদী হয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক কাজী মামুনুর রশিদ বাবলু ও সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম তাজু ভূঁইয়াসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেছে। এতে ১৮ থেকে ২০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। এ ঘটনা সোমবার চন্দ্রগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা তাজু ভূঁইয়াসহ তিনজনকে ৭-এর পাতায় দেখুন

গাজায় দুর্ভিক্ষ রোধে এখনও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে এখনও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে জাতিসংঘ। ইসরায়েলের সঙ্গে সমন্বয়ে কিছুটা উন্নতি হলেও গাজায় সাহায্য বিতরণে এখনও সমস্যায় পড়ছে সংস্থাটি। গত মঙ্গলবার জাতিসংঘের একজন জেষ্ঠ্য সহায়তা কর্মকর্তা এই কথা বলেছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় প্রধান আন্দ্রেয়া ডি ডোমেনিকো। তিনি বলেছেন, গাজায় পাঠানো সাহায্য অঞ্চলটিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চেকপয়েন্ট বিলম্বের সম্মুখীন হয়েছে। গত সপ্তাহে উত্তর গাজায় সাহায্য বিতরণের জন্য ত্রাণ প্রবেশের অনুরোধ জানিয়েছিল জাতিসংঘ। তখন সংস্থাটির করা অনুরোধের ৪১ শতাংশেই প্রত্যাখ্যান করা হয়। সাংবাদিকদের ডি ডোমেনিকো বলেন, 'আমরা এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি যেখানে

আমরা এক ধাপ এগিয়ে গেলে আরও দুই ধাপ পিছিয়ে যাই অথবা দুই ধাপ এগিয়ে গেলে আরও এক ধাপ পিছিয়ে যাই। এ কারণে আমাদের সবসময় একই বিন্দুতে আটকে আছি।' এসময় তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দেওয়া প্রতিটি নতুন সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নতুন আরও চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হব। তাই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সত্যিই কঠিন।'দীর্ঘদিন ধরে গাজায় সাহায্য পৌঁছাতে এবং সেখানে সেগুলো বিতরণে বাধা পাওয়ার অভিযোগ করেছে জাতিসংঘ। তবে পহেলা এপ্রিল ইসরায়েলি বিমান হামলায় গাজায় ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের সাহায্য কর্মী নিহত হওয়ার পর অঞ্চলটির মানবিক সংকট নিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ বেড়েছে। সেখানে ২৩ লাখ মানুষ মানবিক সংকটের মধ্যে রয়েছে। ডি ডোমেনিকো আরও বলেন, 'সমস্যাটা শুধু খাবার নিয়ে নয়। এটি অনেক জটিল একটি সমস্যাএই দুর্ভিক্ষ রোধে পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য একটি মৌলিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ গোষ্ঠী ৭-এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের গুলিতে সাবেক ইউপি সদস্য আহত

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার ভেলাবাড়ি ইউনিয়নের সাবেক এক ইউপি সদস্য আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর উপজেলার তালুক দুলালী গ্রামে সীমান্তের ২১ নম্বর পিলারের কাছে এই ঘটনা ঘটে। সূত্র জানিয়েছে, সন্ধ্যার পর সাবেক ইউপি সদস্য সাইফুল ইসলাম নান্নুসহ কয়েকজন সীমান্তের কাছে গেলে বিএসএফ রাবার বুলেট ছোড়ে। এতে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। বিজিবি তাকে উদ্ধার করে আদিতমারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছে। আহত নান্নু ওই এলাকার মৃত গণি মিয়ার ছেলে। এ সময় বিজিবি বেলাল হোসেন (৩৩) নামে একজনকে আটক করে আদিতমারী থানায় হস্তান্তর করে। স্থানীয়রা বলেন, আহত নান্নু দীর্ঘদিন থেকে গরু চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। আদিতমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিক্রম চন্দ্র রায় বলেন, আদিতমারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পরে তার গুলি বের করার চেষ্টা করা হয়নি। রাবার বুলেট কিনা সেটা বলতে পারবো না। আমাদের পক্ষ থেকে তার রক্তপাত বন্ধ করে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নত ৭-এর পাতায় দেখুন

এতই বিকট শব্দ আসছে

মনে হচ্ছে বাড়ির পাশে যুদ্ধ চলছে

কক্সবাজার প্রতিনিধি : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহীদের চলমান যুদ্ধে গোলার বিকট শব্দ আবারও ভেসে আছে বাংলাদেশের কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে। এই নিয়ে বাসিন্দারা আতঙ্কে আছেন। অন্যদিকে যুদ্ধে টিকতে না পেরে গত মঙ্গলবার রাতে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত দিয়ে দেশটি নিরাপত্তা বাহিনীর আরও ৪৬ জন পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। বিজিবির সদর দফতরের জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) শরীফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতরাতে নতুন করে আরও ৪৬ বিজিপি সদস্য আশ্রয় নিয়েছে। এ নিয়ে ২৬০ জন বাংলাদেশে অবস্থান গ্রহণ করছে। তাদের ফেরত পাঠানো প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এদিকে, বুধবার সকাল থেকে থেমে থেমে টেকনাফের হোয়াইক্যং, হ্নীলা ও শাহপরীর দ্বীপ সীমান্তসহ পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় রাখাইনে বোমা ও মর্টারশেলের বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ ছাড়া মেরিন ড্রাইভ সড়কের আশপাশে গোলার শব্দে স্থানীয় লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। সীমান্তবর্তী পৌরসভার এলাকার বাসিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, 'সকাল থেকে এই সীমান্তে এতই গোলার বিকট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাড়ির পাশে যুদ্ধ চলছে। মাঝখানে বন্ধ থাকলেও বুধবার সকাল থেকে গোলার বিকট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।'সীমান্তের বসবাসকারীরা বলছেন, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির লড়াই ও গোলাগুলির শব্দে টেকনাফ সীমান্তের হোয়াইক্ষ্যংয়ের উত্তর পাড়া, লম্বাবিল, উলুবনিয়া, জিম্মখালী ও নয়াবাজার, হ্নীলা, শাহপরীর দ্বীপ, পৌরসভার জালিয়া পাড়াসহ বেশ কয়েকটি সীমান্তে মিয়ানমারের মর্টার শেল ও গোলাগুলির শব্দে আতঙ্কিত হন সীমান্তবর্তী বাসিন্দারা। শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা ইয়াছিন বলেন, 'বুধবার সকাল থেকে সীমান্তের লোকজন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে গোলাগুলির শব্দ শুনেছেন। নাফ নদের সীমান্তে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।'টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোহাম্মদ আলম বলেন, 'সকাল থেকে সীমান্তে ভারী গোলার বিকট শব্দ পাওয়া গেছে। অন্যদিনের তুলনার আজকের গোলার শব্দ বিকট।'এদিকে, মিয়ানমার মংডু ও বুথেডংয়ে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আরাকান আর্মির সঙ্গে দেশটির সেনাবাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ চলছে। টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং থেকে শাহপরীর দ্বীপ পর্যন্ত ৫৪ কিলোমিটার নাফ নদে বিজিবি ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সদস্যরা দিনরাত নাফ নদ ও সীমান্ত সড়কে টহল বৃদ্ধি করেছে। সেটি চলমান এবং যেকোনও পরিস্থিতি ৭-এর পাতায় দেখুন

বিদ্রোহীদের চলমান যুদ্ধে গোলার বিকট শব্দ আবারও ভেসে আছে বাংলাদেশের কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে। এই নিয়ে বাসিন্দারা আতঙ্কে আছেন

নারায়ণগঞ্জে ভবন থেকে পড়ে চীনা নাগরিকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পাওয়ার প্ল্যান্টের ভবন থেকে পড়ে ঝাং জি বিন (৫৫) নামে এক চীনা নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ফতুল্লার শাসনগাঁও এলাকায় অবস্থিত বিসিক শিল্পনগরীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ঝাং জি বিন টিবিইএ কোম্পানির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। টিবিইএ কোম্পানির দোভাষী সেলিম জানান, বিসিক এলাকায় একটি পঞ্চম তলা ভবনে পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরির কাজ চলছে আমাদের। সকালে দ্বিতীয় তলার ফ্লোরে বিদ্যুতের তার সঞ্চালনের ফাঁকা জায়গায় একটি কাঠ পেতে তার ওপর দাঁড়িয়ে ঝাং জি বিন কাজ করছিলেন। এ সময় সেই কাঠটি ভেঙে ভবনের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যান তিনি। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ঝাং জি বিনকে মৃত ঘোষণা করেন। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি নূরে আজম জানান, ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে

অনার, সকাল ১০টায় মেহেরপুরে মুজিবনগর দিবসের জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্লাহসহ কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নেবেন।

কৃষি গুচ্ছের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

প্রবেশপত্র সংগ্রহসহ অন্যান্য গুরুত্ব বিষয় অনলাইন ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কত আসন ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১ হাজার ১১৬টি, শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩৫টি, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৬৯৮টি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪৮টি আসন রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি ২৭০টি, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩১টি, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৫০টি, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৯০টি ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে। গুচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে দেশের ৮টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও এবার নতুন করে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর অনুমোদন পাওয়া কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছে যুক্ত হয়েছে। কৃষি গুচ্ছে থাকা আগের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো-বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

তৃতীয় ধাপের উপজেলা ভোট ২৯ মে

উপজেলায় ইভিএমের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে। বাকিগুলো ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে। এর আগে, উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের তফসিল ঘোষণা করে ইসি। আগামী ৮ মে প্রথম ধাপে ১৫০টি উপজেলায় ভোট অনুষ্ঠিত হবে আর দ্বিতীয় ধাপে ১৬১ উপজেলার ভোট গ্রহণ করা হবে ২১ মে। এবারের উপজেলা নির্বাচনে বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার বিধান রেখে নতুন বিধিমালা করেছে ইসি। সেই অনুযায়ী প্রথম ধাপের মনোমন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আজ।

ঝালকাঠিতে ট্রাক-প্রাইভেটকার

এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাকচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলেই ছয়জন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও ছয়জন মারা গেছেন। তবে, ঝালকাঠির সিভিল সার্জন ডা. এইচএম জহিরুল ইসলাম ডেইলি স্টারকে জানান, দুর্ঘটনায় আহত দুইজন বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজে (শেবাচিম) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। শেবাচিমের চিকিৎসক ডা. সাইফুল ইসলামও বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আহত দুইজন সেখানে মারা গেছেন এবং আরও নয়জন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন। তবে, ঝালকাঠির এসপি মো. আফরুজুল হক জানান, তাদের কাছে ১২ জন নিহত হওয়ার খবর আছে। বরিশালে দুইজন মারা যাওয়ার তথ্য এখনো তারা পাননি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, টোল প্লাজায় টাকা দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল ইজিবাইক, প্রাইভেট কারসহ বেশ কয়েকটি গাড়ি। ট্রাকটি সামনে থাকা সব গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে প্রতিবন্ধক ভেঙে রাস্তার পাশে চলে যায়। টোল প্লাজায় কর্মরত আল আমিন ডেইলি স্টারকে বলেন, 'দুপুর দেড়টার দিকে আমি টোলের টাকা কাউন্টারে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ শব্দ শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাকটি তিনটি অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে নিয়ে গেছে। সামনে একটা মাইক্রোবাস ছিল। ওই মাইক্রোবাসের সামনে ছিল আরেকটি মিনিট্রাক। ট্রাকটি মাইক্রোবাসে ধাক্কা দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে গিয়ে মিনিট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়।' 'মাইক্রোবাসে যে কয়জন ছিলেন, তারা সবাই ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। অটোরিকশা তিনটিও দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। অটোরিকশার যাত্রী-চালকও নিহতদের মধ্যে রয়েছেন।'

কৃষিজমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন

টিলা, পাহাড় ইত্যাদি সুরক্ষার জন্য আইনটি দ্রুত জাতীয় সংসদ থেকে পাস হওয়া আবশ্যক। দায়ে আদালত আরও বলেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২(১) অনুযায়ী সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোনোভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণি পরিবর্তন প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কেবল সংসদ থেকে প্রণীত আইন দ্বারা নাগরিকের উপরোল্লিখিত সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোনোভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণি পরিবর্তনে বিধিনিষেধ আরোপ তথা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২(১) এর মর্মার্থ। সুতরাং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোনোভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণি পরিবর্তন সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার। কোনোভাবেই ওই অধিকার পরিবর্তনে বাধা দেওয়া যাবে না। আদালত বলেন, নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোনোভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণি পরিবর্তনের অধিকারে পরিবর্তন, বিধিনিষেধ এবং যেকোনও ধরনের নিয়ন্ত্রণ কেবল সংসদ থেকে প্রণীত আইনের মাধ্যমে করতে হবে। এ কারণে রায়ে আদালত 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন, ২০১৬' দ্রুত আইন আকারে পাসে জাতীয় সংসদকে পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি জাপান ও ফিনল্যান্ডের প্রণীত আইন যতটুকু সম্ভব অনুসরণ ও সমন্বয় করে আমাদের দেশের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি 'দ্বীপ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' নামে পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠনের নিমিত্তে দ্বীপ উন্নয়ন আইন দ্রুত প্রণয়নের জন্য জাতীয় সংসদকে পরামর্শ দেওয়া হয়। ওই রায় ও আদেশের অনুলিপি জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের সব মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে ই-মেইলে পাঠাতে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ দেন আদালত। এর আগে ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি নওগাঁর মান্দা উপজেলার কুশুম্বা ইউনিয়নের ভূমি অফিস নোটিশ দিয়ে মো. মিজানুর রহমানকে পুকুর খনন বন্ধ করতে বলে এবং 'বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০' অনুযায়ী কেন দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা নোটিশ প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে জবাব দিতে নির্দেশ দেয়। এই নোটিশের বিরুদ্ধে মিজানুর রহমান পুকুর খননের অনুমতি চেয়ে একই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি নওগাঁর জেলা প্রশাসক বরাবর দরখাস্ত করেন। তবে জেলা প্রশাসক আবেদনটি নিষ্পত্তি না করায় মিজানুর রহমান হাইকোর্টে রিট করেন। রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে আদালত ২০১৯ সালের ৩০ এপ্রিল পুকুর খনন বন্ধে নোটিশ কেন অবৈধ ও বেআইনি হবে না, এই মর্মে রুল জারি করেন। রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে হাইকোর্ট ২০২২ সালের ২ জুন পুকুর খনন বন্ধে নোটিশ বেআইনি ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। এরই ধারাবাহিকতায় রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করলেন হাইকোর্ট।

ই-রিটার্ন প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে

করদাতারা বলছেন, ২০১৬-১৭ সালে ৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের প্রথম অনলাইন রিটার্ন ব্যবস্থা চালু হলেও তেমন ফলপ্রসূ ছিল না। উল্টো ভিয়েতনামের 'ইনফরমেশন সিস্টেম কর্পোরেশন' নামক প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালে এনবিআরের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সফটওয়্যারের কাজ বুঝিয়ে না দিয়ে চলে যায়। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থাটি বন্ধ থাকে। ওই সময় ১৫ হাজারের মতো করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করেন। পরবর্তীতে এনবিআরও ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল (এফটিপি) সিস্টেম সচল রাখতে পারেনি। ফলে সরকারকে প্রকল্পের পুরো টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করে এনবিআরের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, কর বিভাগে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুর জন্য এনবিআর ২০১১ সালে 'স্ট্রেনদেনিং গভর্ন্যান্স ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ট্যাক্স (বাইট্যাক্স) সিস্টেম চালু করা হয়। ভিয়েতনামের এফপিটি ইনফরমেশন সিস্টেম কর্পোরেশন এ সিস্টেম বা সফটওয়্যার তৈরির কাজ করে। যেখানে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ৫১ কোটি টাকায় কাজটি পায় প্রতিষ্ঠানটি। তারা অনলাইনে রিটার্ন দেওয়ার সফটওয়্যার, করদাতার তথ্যভান্ডার তৈরি করে। ২০১৬ সালে সফটওয়্যারটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলেও প্রক্রিয়াগত জটিলতায় করদাতাদের মধ্যে তেমন সাড়া ফেলতে পারি-নি। তার ওপর ভিয়েতনামি প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালে চুক্তির মেয়াদ শেষ করে চলে যায়। যাওয়ার আগে তারা এনবিআরকে সফটওয়্যারের কাজ বুঝিয়েও দেয়নি। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থাটি বন্ধ থাকে। সুতরাং, এখানে এনবিআরের সক্ষমতা বড় একটি প্রশ্ন। সক্ষমতা না বাড়িয়ে পুরো সিস্টেমের দায়িত্ব নিলে জটিলতায় পড়তে পারে এনবিআরও এমন আশঙ্কা তার। অন্যদিকে, এনবিআরের আয়কর বিভাগের সাবেক সদস্য কালিপদ হালদার বলেন, 'নানাবিধ জটিলতায় আগের ই-রিটার্ন সিস্টেম সক্রিয় থাকেনি। বর্তমান ই-রিটার্ন সিস্টেমটি ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার জন্য তুলনামূলক সহজ। ইতোমধ্যে কয়েক লাখ করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করছেন বলে জানি। ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত জানি না। তবে, এটুকু বলতে পারি যে বর্তমান এনবিআরের আইটি বিভাগে দক্ষ কর্মী ও লোকবলের সংকট রয়েছে। এ কাঠামো দিয়ে ই-রিটার্নের মতো বড় প্রজেক্ট সচল রাখা কঠিন।''অনলাইন ব্যবস্থাপনাটি যদি সত্যি সত্যি শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে এ খাতে সরকারকে বিনিয়োগ করতে হবে। দক্ষ ও পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ দিতে হবে। তা না হলে যে কোনো প্রজেক্টই দীর্ঘমেয়াদে সেবা দিতে পারবে না। বিদেশে এমন প্রজেক্টে হাজার হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়। সে তুলনায় আমরা এখনও পিছিয়ে আছি।'

এনবিআরের নথিপত্র যা বলছে আয়কর বিভাগের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এনবিআরের কর ও তথ্য মূল্যায়ন শাখা কিংবা সিস্টেম অ্যানালিস্ট বিভাগ চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে এ সংক্রান্ত চিঠি দেয়। যেখানে বলা হয়, "এনবিআরে চলমান ই-রিটার্ন সিস্টেমের মেইনটেন্যান্স, নিরাপত্তা ও আপডেটসহ ই-ট্যাক্স সার্ভিস সেন্টার পরিচালনা ও প্রচারণার কাজ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে 'ইইউ পিএফএম টিএ' কর্মসূচির আওতায় অব্যাহত সাপোর্টের মেয়াদ চলতি বছরের জুন মাসে শেষ হয়ে যাবে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশে পিএফএম সংস্কার কর্মসূচির কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রযুক্তিগত সহায়তা' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর বিষয়ে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ইআরডির অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধানের (ইউরোপ) সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার কার্যবিবরণী এনবিআর চেয়ারম্যানকে প্রেরণ করা হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পের অনুকূলে ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে না, সেহেতু ইইউ পিএফএম টিএ কর্মসূচির আওতায় তাদের অর্থায়নে চলমান ই-রিটার্ন সিস্টেমের কার্যক্রম চলতি বছরের ৩০ জুনের পর অব্যাহত রাখা ফান্ড দিয়ে সেবিসি চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। ফলে ই-রিটার্ন সিস্টেমটির পরিচালন ব্যয় ও কারিগরি সব ব্যবস্থাপনা এনবিআরের নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালনার প্রয়োজন হবে।" চিঠি সূত্রে আরও জানা যায়, যেহেতু চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং চুক্তি বৃদ্ধি না হলে সিস্টেমটির পরিচালন ব্যয়সহ কারিগরি ও সব ব্যবস্থাপনা এনবিআরের নিজস্ব আইটি ও জনবল দ্বারা পরিচালনার প্রয়োজন হবে। সেহেতু ই-রিটার্ন সিস্টেমটি চলমান রাখা এবং করদাতাদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের জন্য রিটার্ন সিস্টেমটি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান সিনেসিস আইটি লিমিটেডসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে টেকনিক্যাল বিষয় বুঝে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ইতোমধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে। করদাতাকে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের স্বার্থে ওই আইটি প্রতিষ্ঠান হতে সোর্স কোডসহ অন্যান্য সকল টেকনিক্যাল বিষয় বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনবিআরের সিস্টেম অ্যানালিস্ট বিভাগকে অনুরোধ করেছে কর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন শাখা। একইসাথে সময়ে সময়ে ই-রিটার্ন সিস্টেম হস্তান্তরের অগ্রগতিমূলক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অনলাইনে আয়কর বা ই-রিটার্ন সিস্টেমের ইতিহাস কর বিভাগে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুর জন্য এনবিআর ২০১১ সালে 'স্ট্রেনদেনিং গভর্ন্যান্স ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। যেখানে খরচ হয় ৫৯ কোটি টাকা। প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ট্যাক্স (বাইট্যাক্স) সিস্টেম চালু করা হয়। ভিয়েতনামের এফপিটি ইনফরমেশন সিস্টেম কর্পোরেশন নামক প্রতিষ্ঠান এ সিস্টেম বা সফটওয়্যার তৈরির কাজ পায়। আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ৫১ কোটি টাকায় কাজটি চূড়ান্ত হয়। কাজের অংশ হিসেবে অনলাইনে রিটার্ন দেওয়ার সফটওয়্যার, করদাতার তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়। ২০১৬ সালে সফটওয়্যারটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। ওই বছরের নভেম্বর মাসে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী নিজের রিটার্ন জমা দিয়ে অনলাইন ব্যবস্থাটির উদ্বোধন করেন। যদিও প্রথম বছরে তেমন একটা রিটার্ন জমা পড়েনি। পরের তিন অর্থবছরে করদাতারা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পেরেছেন। এর মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় পাঁচ হাজার, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাঁচ হাজার ৮৪৮ জন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে সাত হাজার ২০৭ জন করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দেন। ই-রিটার্ন ব্যবস্থা চালু করতে ভিয়েতনামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এনবিআরের চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০১৯ সাল পর্যন্ত। মেয়াদ শেষ হতেই তারা চলে যায়। কিন্তু যাওয়ার আগে তারা এনবিআরকে সফটওয়্যারের কাজ বুঝিয়ে দেয়নি। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আয়কর বিভাগের একটি বিশেষ দল নতুন অনলাইন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে এনবিআরকে দুই কোটি টাকা অনুদান দেয়। ওই টাকা দিয়ে আয়কর বিভাগ অনলাইনে নিবন্ধন, রিটার্ন জমা, কর পরিশোধসহ আয়কর-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার আধুনিক ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেয়। এজন্য আয়কর বিভাগে একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। মাত্র ১০ মাসেই তারা পুরো ই-রিটার্ন ব্যবস্থাটি প্রস্তুত করে। এ ব্যবস্থায় অনলাইনে নিবন্ধন নেওয়া, রিটার্ন প্রস্তুত ও জমা এবং কর পরিশোধসহ এ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা যায়। প্রত্যেক করদাতা রিটার্ন জমার প্রাপ্তিস্বীকারও পাওয়া যায়। বর্তমানে ট্যাক্স সার্টিফিকেট প্রাপ্তিও যোগ করা হয়েছে এখানে। ই-রিটার্ন দিতে যেভাবে নিবন্ধন করতে হবে ই-রিটার্ন দিতে চাইলে প্রথমে এনবিআর www.etaxnbr.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধন অপশনে গেলে কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) দিতে হবে। এরপর নিজের নামে নিবন্ধিত মুঠোফোন নম্বর দিতে হবে। পরে ক্যাপচা লিখে সত্যতা যাচাই করতে হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র, টিআইএন নম্বর, মোবাইল ফোনের তথ্য যাচাই করে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) দেওয়া হবে। এ প্রক্রিয়ায় নিজের জন্য একটি পাসওয়ার্ড দিতে হবে। এভাবে হয়ে যাবে ই-রিটার্ন নিবন্ধন।

মাদক কারবারে বদির দুই ভাইয়ের

অর্জিত অর্থ (ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা), ক্রয়কৃত জমি, বাড়ি ও ফ্ল্যাটসহ বিভি-ন্ন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সন্ধান পায়। এসব মামলায় অবৈধভাবে অর্জিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৭৮.৪৪ কোটি টাকা। তিনি বলেন, সিআইডি ইতোমধ্যে উল্লিখিত মামলাসমূহের মধ্যে ৩টি মামলায় গডফাদারদের ৯.১৪ একর জমি ও ২টি বাড়ি যার মূল্য ৮.১১ কোটি টাকা ক্রোক এবং মাদক সংক্রান্ত মানিলন্ডারিং বিভিন্ন মামলায় ব্যাংকে জমা ১ কোটি ১ লাখ ২৩ হাজার ৪২৫ টাকা ফ্রিজ করেছে। আরও ৩৫.১৭৩ একর জমি, ১২টি বাড়ি ও ১টি গাড়ি যার মূল্য ৩৬.৮২ কোটি টাকা ক্রোকের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মাদকের গডফাদার হিসেবে কক্সবাজারের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রহমান বদির নাম বার বার উঠে এসেছে। ৩৫ মামলার তদন্ত করতে গিয়ে সিআইডি বদি বা তার ভাইয়ের মাদক ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে সিআইডি প্রধান বলেন, মাদক মামলার মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত করতে গিয়ে টেকনাফের সাবেক এমপি আব্দুর রহমান বদির দুই ভাই আমিনুর রহমান ও আব্দুর শুক্কুরের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছি। বদির বিরুদ্ধেও যদি আমরা সাক্ষ্য-প্রমাণ পাই তাহলে ছাড় দেওয়া হবে না। যার বিরুদ্ধেই তথ্য-প্রমাণ পাব ধরা হবে, ছাড় দেওয়া হবে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কক্সবাজারের পর্যায়ক্রমে মাদকের সব গডফাদারদের আইনের আওতায় আনা হবে। মাদক ব্যবসায় যারা অবৈধভাবে সম্পদ ও অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছেন তাদের অবৈধ সম্পদ আইনি প্রক্রিয়ায় সরকারি কোষাগারে চলে যাবে। দেশ প্রেমিক নাগরিকদের প্রতি মাদক গড ফাদারদের তথ্য সিআইডিকে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ঢাকায় এখন কয়েকটি জায়গা ছাড়া

পরিষ্কার করেছি। আশা করি এবার আর জলাবদ্ধতা থাকবে না। নিউমার্কেট এলাকার জন্য নতুন প্রকল্প নিয়েছি। এর মূল কারণ হচ্ছে পিলখানা ভেতর দিয়ে আগে যে পানি প্রবাহ প্রবাহের নর্দমা ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যায় ২০০৯ সালে। এজন্য দেখেছি গত বছর সেখানে বড় জলাবদ্ধতা হয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি এবং সম্মতি পেয়েছি। আমরা পিলখানার ভেতর দিয়ে পানি প্রবাহের বড় নর্দমা করছি। এটা করতে পারলে ওই অত্র এলাকায় আর জলাবদ্ধতা থাকবে না। এভাবে প্রত্যেকটা এলাকায় বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সংসদ এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে

ছাড়া ব্যক্তিগত ড্রোন গন্তব্যেই অজ্ঞ-ও ব্যবহার করেন এবং এটি অনিচ্ছাকৃত ভুল। এলাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে সচেতন থাকা উচিত ছিল জানিয়ে নিজের ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। আইনের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থাকবেন জানিয়ে এই ধরনের কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতেও আর কখনো করবেন বলেও অঙ্গীকার করেন মায়াজ। নিরাপত্তার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ রয়েছে। বিশেষ করে রেড জোনে ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ। আইন অনুযায়ী দেশের আকাশ সীমায় ড্রোন, রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট সিস্টেম, রিমোট কন্ট্রোলড খেলনা বিমান, ঘুড়ি ও লেজার রশ্মি ব্যবহারে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এজন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আগে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটে (www.caab.gov.bd) দেওয়া ফরম অনুযায়ী পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রতি আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অনুমতি ছাড়া ড্রোন না ওড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, সম্প্রতি কিছু উৎসাহী ব্যক্তি, বেসামরিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশের আকাশ সীমায় ড্রোন, রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট সিস্টেম (ইউএভি/আরপিএএস), রিমোট কন্ট্রোলড খেলনা বিমান, ঘুড়ি ও ফানুস ইত্যাদি উড্ডয়ন করছেন। জনগণের জানমাল ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এ ধরনের অননুমোদিত উড্ডয়ন, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হয়, যা বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রেড জোনে ড্রোন উড্ডয়ন বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাও ডিভিশনের মোহাম্মদপুর জোনের এডিসি মো. রওশানুল হক সৈকত বলেন, নিরাপত্তার জন্য পৃথিবীর সবদেশেই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ থাকে। আমাদের দেশেও স্পর্শকাতর এলাকায় ড্রোন ওড়ানো নিষেধ। এটা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য জরুরি। বঙ্গভবন, গণভবন, সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিমানবন্দর, চন্দ্রিমা উদ্যানসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে ড্রোন ওড়ানো থেকে সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আশা করি সবাই এ বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন। এডিসি সৈকত আরও বলেন, বাংলাদেশের ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা-২০২০ অনুযায়ী ড্রোন অপারেশন জোন রয়েছে, যেখানে রেড জোন ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ।

এবার ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

প্রোমিজ' নামে অভিযানের আওতায় এসব ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইসরায়েলের অপরাধের শাস্তি দিতেই এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে আইআরজিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আর ইসরায়েলের দাবি, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র গুলো ইসরাইলের আকাশসীমায় পৌঁছানোর আগেই ভূপাতিত করা হয়েছে। ৯৯ শতাংশ হামলাই প্রতিহত করা হয়েছে। তবে ইরান বলছে,হামলায় ইসরায়েলের একটি গোয়েন্দা কেন্দ্র ও একটি বিমান ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে। ইরান এই হামলার পর আপাতত ইসরায়েলে আর আক্রমণ চালাবে না বলে বিশ্ব নেতাদের জানিয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে ইরানের স্বার্থের ওপর নতুন করে কোনো ধরনের আগ্রাসন চালানো হলে তাৎক্ষণিকভাবে তার কঠোর জবাব দেওয়া হবে বলে হুঙ্কার দিয়েছে তেহরান।

তীব্র গরমেও এসি-কুলারের মার্কেটে

বিভিন্ন ব্র্যান্ডের চার্জার ফ্যান পাওয়া যাচ্ছে। নোভা, হায়ার, মিয়াকো, গ্রি, রেড সুইসসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এয়ার কুলারও পাওয়া যাচ্ছে এ মার্কেটে। গ্রি ব্র্যান্ডের ২০ লিটারের এয়ার কুলারের দাম চাওয়া হচ্ছে ১৫ হাজার থেকে ১৬ হাজার ৯৯০ টাকা। ৬০ লিটারের এয়ার কুলারের দাম চাওয়া হচ্ছে ২০ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ২১ হাজার ৯৯০ টাকা পর্যন্ত। নোভা ব্র্যান্ডের এয়ার কুলারের দাম চাওয়া হচ্ছে ১১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। মিয়াকো ব্র্যান্ডের এয়ার কুলারের দাম চাওয়া হচ্ছে ১৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩০ হাজার টাকা। রেড সুইস ব্র্যান্ডের এয়ার কুলারের দাম চাওয়া হচ্ছে ২৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এসি পাওয়া যাচ্ছে ৩৫ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ ১৫ হাজার ৯০০ টাকা। আছে পোর্টেবল এসিও। এগুলো দাম রাখা হচ্ছে ৪০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৪৫ হাজার ৫০০ টাকা। আছে মিস্ট ফ্যান। এগুলোর দাম রাখা হচ্ছে ১০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১৫ হাজার টাকা। স্টেডিয়াম মার্কেটের তাজ ইলেকট্রনিকসের স্বত্বাধিকারী নুর মোহাম্মদ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কুলার-চার্জার ফ্যান বিক্রি করেন। তিনি বলেন, এসি-কুলারের দাম এখনো স্বাভাবিক আছে। তবে চাহিদা বাড়লে দামও হয়তো বাড়বে। তবে এখন চাহিদা নেই। ঈদের পর এখনো মানুষ আসেনি। এলে হয়তো বাড়বে। সরকার এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আশরাফুল ইসলাম বলেন, মার্কেট খুলছে দুই-তিন দিন হয়েছে। রমজানে সবাই ঈদের কেনাকাটা করেছে। এসব দামি জিনিস কেনেনি। রোজার ভেতর এসি-কুলার বিক্রি হয়নি বললেই চলে। আশা করি আগামী সপ্তাহ থেকে মার্কেট জমে উঠবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্যামসাংয়ের এক বিক্রয়কর্মী বলেন, স্যামসাংয়ের এসির দাম অনেক বেশি। এক টনের একটি এসির দাম ৮০ হাজার টাকা আর দুই টনের দাম এক লাখ ১৫ হাজার ৯০০ টাকা। দাম বেশি হওয়ার কারণে স্যামসাংয়ের এসি খুব একটা বিক্রি হয় না। তবে রোজায় কয়েকটি এসি বিক্রি করেছি। যদিও সেটি সিজন হিসেবে তা খুব বেশি নয়। গোল্ডেন ইলেকট্রনিকসের স্বত্বাধিকারী মহিবুল বলেন, সকাল থেকে একটি চার্জার ফ্যানও বিক্রি করতে পারিনি। মার্কেটে ক্রেতাও নেই। প্রিন্স ইলেকট্রনিকসের স্বত্বাধিকারী আব্দুল আল মামুন বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার এসি-কুলার বিক্রি কম। তবে একেবারেই যে বিক্রি হচ্ছে না তাও না। কিছু বিক্রি হচ্ছে। মানুষ এখনো ঢাকায় আসেনি। মানুষ পুরোপুরি ঢাকায় এলে বিক্রি আরও বাড়বে।

বছর শেষে উড়বে নতুন এয়ারলাইন্স

এর মধ্যে নভোএয়ার ও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স আন্তর্জাতিক রুটেও ফ্লাইট পরিচালনা করে নিয়মিতভাবে।

বেসরকারিখাতে বিগত ২৫ বছরে আটটি এয়ারলাইন্স তাদের কার্যক্রম বন্ধ করেছে। সর্বশেষ, ২০২২ সালে বেসরকারি এয়ারলাইন্স হিসেবে রিজেন্ট এয়ারওয়েজ বন্ধ হয়ে যায়। 'ফ্লাই ঢাকা' এয়ারলাইন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোল্লা ফজলে আকবর বার্তা২৪.কমকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান হাব করার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, সেই লক্ষ্য অর্জন এবং দেশের বিমান চলাচলখাতকে সমৃদ্ধ করতে কাজ করছে 'ফ্লাই ঢাকা'। এ বছরের মধ্যে ফ্লাইট চালু করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে সেবা প্রসারিত করাই 'ফ্লাই ঢাকা'র লক্ষ্য। সেই সঙ্গে সাশ্রয়ী মূল্যে ও নিরাপদ ভ্রমণকে অগ্রাধিকার দিয়ে আকাশপথের যাত্রীদের সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কাজ করছে 'ফ্লাই ঢাকা' এয়ারলাইন্স। জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ 'ফ্লাই ঢাকা'র স্বত্বাধিকারী।

ফ্লাই ঢাকার কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স প্রধান ফারাবি বিন জহির বলেন, আকাশপথে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ কাজে লাগাতে চাই আমরা। তিনি বলেন, কোভিডের পর থেকে আমাদের দেশের বিমানবন্দরগুলোতে যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। প্রতিবছরই এই সংখ্যা বাড়ছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ যাত্রী পরিবহন করছে বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলো। তাদের দখলেই দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মার্কেট। সেই সঙ্গে দেশের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে ও মার্কেটের এই গ্যাপ (শূন্যতা) দূর করতে কাজ করবে 'ফ্লাই ঢাকা'।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) হিসাব বলছে, ২০২৩ সালে দেশের বিমানবন্দরগুলো ব্যবহার করেছেন, এক কোটি ৭৪ লাখ যাত্রী, যাদের বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারী। ২০২২ সালের চেয়ে ২০২৩ সালে ২৬ লাখ যাত্রী বেড়েছে। এই সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে ২৩ শতাংশ বেশি। আর কোভিড মহামারির আগের সময়ের তুলনায় যাত্রী বেড়েছে প্রায় ৩৭ শতাংশ। দেশের অধিকাংশ বেসরকারি এয়ারলাইন্সের টিকতে না পারার বিষয়ে ফারাবি বিন জহির অতীত ও বর্তমানের যাত্রী সংখ্যার তুলনা তুলে ধরে বলেন, একটা সময় ছিল যখন শুধু উচ্চবিত্তরা আকাশপথে ভ্রমণ করতেন। সে কারণে এয়ারলাইন্সগুলোর যাত্রী সংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু এখন সময় পাল্টেছে। মানুষের কাছে সময় কম। রাস্তায় অনেক সময় লাগে। যানজটসহ নানান ঝামেলা পোহাতে হয়। ফলে, শুধু উচ্চবিত্তরাই নয়, মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষেরা আকাশপথে নিয়মিত ভ্রমণ করছেন।

গরমের আরাম শরবতে

তুলনায় বেড়েছে। সাধারণত রিকশাচালক, দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষই বেশি ভিড় করেন এসব শরবতের দোকানে। এখন চাকরিজীবী বা শিক্ষিত লোকজনও নিয়মিত শরবত খাচ্ছেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, রিকশাচালক থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী, রাস্তায় ডিউটিরত পুলিশ সদস্যসহ প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষই স্বস্তি খুঁজছেন ফুটপাতের এসব পানীয়তে। সবাই বলছেন, গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত, শরবতের বিকল্প নেই। অফিসগামী কিছু মানুষ বাসা থেকে শরবত-স্যালাইন বানিয়ে আনলেও সেগুলো গরমের কারণে আর খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না। বায়তুল মোকাররম এলাকায় আক্তার হোসেন নামে এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, আমাদের তো বাইরে ঘুরে ঘুরে ডিউটি করতে হচ্ছে। পুলিশ ভ্যানে গিয়ে বসলেও মনে হয় ভেতরটা আগুন হয়ে আছে। এ অবস্থায় চোখের সামনে শরবত পেলে না খেয়ে তো আর থাকা যাচ্ছে না। তৃষ্ণা মেটানোর উপায় এটাই। ভালো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, তারপরও শরবতের পানির উৎস জানার চেষ্টা করি। তারা তো বলে ভালো পানি.. । এই যে এখান থেকে যে শরবতটা খেলাম, ওরা বলছে বায়তুল মোকাররমের ভেতর থেকে পানি নিয়ে এসেছে।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে গেছি, শরবত দেখে লোভ সামলাতে পারছি না গাজীপুর থেকে ব্যক্তিগত কাজে মাকে নিয়ে পল্টনে এসেছেন গার্মেন্টস কর্মী মো. রায়হান। প্রচণ্ড রোদে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা হাঁপিয়ে গেছেন তারা। গাড়ি থেকে নেমেই তারা শরবত কিনে খান। ফুটপাতের শরবত কতটা বিশুদ্ধ বা স্বাস্থ্যকর সে বিষয়ে কিছু জানেন কি না-- জানতে চাইলে রায়হান বলেন, এত গরমে আসলে চিন্তাভাবনা করে কিছু খাওয়ার সুযোগ নেই। হাতের কাছে যা পেলাম তাই খাচ্ছি। তৃষ্ণা তো মেটাতে হবে। ভালো-খারাপ চিন্তা করলে নিয়মিত খাওয়া হয় এ রকম অনেক কিছুই খেতে পারব না। তিনি বলেন, বাইরে এত পরিমাণ রোদ, মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে। এত গরম আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি। সুস্থ থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

গরমে ব্যবসা বাড়ায় ফুরফুরে মেজাজে শরবত ব্যবসায়ীরা গরম বেড়ে যাওয়ায় ফুটপাতের দোকানগুলোতে শরবত বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে। শরবতের ধরনও বাড়িয়েছেন বিক্রেতারা। এর মধ্যে লেবুর শরবতের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া রয়েছে ইসবগুলের ভুসি, অরেঞ্জ পাউডার, শাহীদানা, অ্যালোভেরা, বেল, পেঁপে, আখ ও মাল্টার ঠান্ডা শরবত। বিক্রেতারা জানান, পানির ফিল্টারের মধ্যে বরফ, লেবু ও 'ড্রিংক পাউডার' মিশিয়ে তৈরি করা হয় শরবত। কেউ কেউ এসব শরবতে আরও ব্যবহার করেন পেঁপে, আপেল ও বেদেনাসহ নানা ধরনের ফলমূল। মানভেদে এক গ্লাস শুধু লেবুর পানি বিক্রি হয় ১০ থেকে ১৫ টাকা। আর ড্রিংক পাউডার ও ফলমূল মেশানো লেবুর পানি বিক্রি হয় প্রতি গ্লাস ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত। বায়তুল মোকাররম গেটে শরবত বিক্রেতা মো. শহিদ মিয়া বলেন, অন্যান্য সময়ের তুলনায় এখন চাহিদা আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমি দিনে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার শরবত বিক্রি করি। বেশি রোদ থাকলে একটু বেশি লাভ হয়, আবার বৃষ্টি চলে আসলে ওইদিন মাঝেমধ্যে লসও হয়। গরম বেশি থাকলে মানুষ প্রচুর পরিমাণে শরবত খায়। গত কয়েকদিন আলহামদুলিল্লাহ ভালো বেচাকেনা হচ্ছে।

তিনি বলেন, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময়টা আমাদের পিক টাইম। এই সময়ে সবচেয়ে ভালো বিক্রি হয়। আমার শরবত বিভিন্ন অফিস আদালতে আসা মানুষজন বেশি খায়। যে কারণে শরবতের মানটা আমি ভালো রাখার চেষ্টা করি। এছাড়া, রিকশাওয়ালা আর শ্রমজীবীরাও নিয়মিত শরবত খায়।

পানিতে সমস্যা নেই, সবাই খায়, আমরাও খাই মারুফ মিয়া নামে এক শরবত বিক্রেতা বলেন, গরমের কারণে বিক্রি ভালোই হচ্ছে। দিনে কত গ্লাস বিক্রি হয় এটা কখনো আমরা হিসাব করি না। তবে, গরম বেশি থাকলে আল্লাহর রহমতে ৯০ লিটারের তিন বালতির মতো শরবত বিক্রি করা যায়। শরবত বানানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে মারুফ মিয়া বলেন, ইসবগুলের ভুসি ও তোকমাসহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল আমরা ব্যবহার করি। যে পানিটা ব্যবহার করি, সেটাও বিশুদ্ধ পানি। বায়তুল মোকারম মসজিদের সাবমারসিবল পাম্প থেকে নেওয়া হয়। গুলিস্তান এলাকায় করিম নামে আরেক শরবত বিক্রেতা বলেন, গরমে মানুষ লেবুর পানি বেশি খায়। চাহিদা বেশি বলে বিক্রিও বেশি হয়। রোদ উঠলেই অন্তত ৫০০ থেকে ৬০০ মানুষকে আমি শরবত খাওয়াই। পানির বিশুদ্ধতার বিষয়ে জানতে চাইলে করিম বলেন, ওয়াসার লাইনের পানি, সমস্যা নাই। সবাই খায়, আমরাও খাই। ফুটপাতের শরবতে ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখছেন চিকিৎসকরা দিনে অন্তত প্রায় ৬০০ মানুষের কাছে একজন বিক্রেতার শরবত বিক্রি হলেও তারা গ্লাস ব্যবহার করেন মাত্র পাঁচ থেকে ছয়টি। একজনের খাওয়া শেষ হলে পানি দিয়ে ধোয়ার পর সেই গ্লাসেই আবার শরবত পরিবেশন করা হয় আরেকজনকে। আবার লেবুর রস যে যন্ত্র দিয়ে চিপে বের করা হচ্ছে, তাতেও ময়লা জমে থাকে। এসব কারণে ফুটপাতে শরবতে ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখছেন চিকিৎসকরা। খোলা শরবতে স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রসঙ্গে আইসিডিডিআর,বির অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইন্টিস্ট (নিউট্রিশন অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস ডিভিশন) ডা. সারিকা নুজহাত বলেন, তীব্র গরমের কারণে আমাদের হাসপাতালে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। আমরা আশঙ্কা করছি আগামী ১/২ সপ্তাহের মধ্যে রোগীর সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।

তিনি বলেন, যেহেতু গরমটা বেশি, মানুষ বেশি তৃষ্ণার্ত থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে ফুটপাতের শরবতসহ নানা ধরনের খাবার কিনে খায়। কিন্তু অনেকে জানে না, বাইরের এসব পানীয়-খাবারে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার খুব কম হয়। ফলে এসব খেলে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায়। সবার জন্য পরামর্শ হলো, বাইরের এসব খোলা পানীয় বা শরবত কোনোভাবেই খাওয়া যাবে না। বাইরে কাজ বের হলে অবশ্যই বাসা থেকে বিশুদ্ধ পানি বোতলে করে সাথে নিয়ে যেতে হবে। করণীয় জানতে চাইলে প্রখ্যাত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ বলেন, ফুটপাতের শরবত খাওয়া মোটেই উচিত নয়। কারণ, এগুলোতে ব্যবহার হওয়া পানিটা বিশুদ্ধ কি না আমরা কেউই তা জানি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পানি বিশুদ্ধ হয় না। আর এগুলো খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। শুধু পানি আর শরবতই নয়, এই সময়টাতে বাইরের সব ধরনের খোলা খাবার যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। গরমে ভালো থাকতে হলে সচেতন হতে হবে উল্লেখ করে এ অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে কাজ করে তাদের ঝুঁকিটা একটু বেশি। তারা ডিহাইড্রেশনের (পানিশূন্যতা) ঝুঁকিতে থাকে, হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়। ডায়রিয়া আর সর্দি-কাশি তো আছেই। এজন্য একটানা এক ঘণ্টার বেশি রোদে থাকা যাবে না। প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে, সম্ভব হলে পরিমাণ মতো লবণ মিশিয়ে খেতে হবে। আরও ভালো হয় যদি দুয়েকটা ওরস্যালাইন খাওয়া যায়। কারণ হলো গরমে ঘামের সাথে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ লবণ বের হয়ে যায়। যে কারণে শুধু পানি খেলে সেটা অনেক সময় ঘাটতি পূরণ করে না। তাই লবণ মিশিয়ে খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়। সুখবর দিতে পারছে না আবহাওয়া অধিদপ্তর এদিকে, বুধবার (১৭ এপ্রিল) সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, চুয়াডাঙ্গা ও বাগেরহাট জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা বিভাগের অবশিষ্টাংশের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় তা কিছুটা প্রশমিত হতে পারে। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঝিনাইদহের সীমান্ত থেকে ৪০ স্বর্ণের বারসহ আটক ২

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪০টি স্বর্ণের বারসহ দুইজনকে আটক করেছে বিজিবি। গত মঙ্গলবার বিকেলে ওই উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী পলিয়ানপুর সীমান্তের ছয়ঘড়িয়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন- মহেশপুর উপজেলার ছয়ঘড়িয়া গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে মো. জসিম উদ্দিন (৫৩) এবং মৃত আকতার আলীর ছেলে মো. হুমায়ন কবির (৪০)। ৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সালাহউদ্দিন চৌধুরীর জানান, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে সোনা পাচার হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করে বিজিবি। বিকেলের দিকে ছয়ঘড়িয়া নামক স্থানে মহেশপুর থেকে সীমান্তের দিকে যাওয়া একটি মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে তারা। এ সময় মোটরসাইকেলে থাকা দুই ব্যক্তির কাছ থেকে চার কেজি ৬৩৩ গ্রাম ওজনের ৪০টি স্বর্ণের বার জব্দ করে। পরে জসিম উদ্দিন ও হুমায়ন কবিরকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামিদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

যশোরে কলকাতা থেকে ফিরে আসা যাত্রীবাহী বাসে হামলা

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরে কলকাতা থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী পরিবহনের ঢাকাগামী একটি বাসে হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত মঙ্গলবার রাতে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের বাঘারপাড়া উপজেলার ধঁলগা রাস্তার মোড় নামক এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন যাত্রী আহত হন। আহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম ডি এন চ্যাটার্জি। তিনি অ্যাসোসিয়েট বিল্ডার্স কর্পোরেশন লিমিটেড (এবিসি) কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, শ্যামলী পরিবহনের ঢাকা-কলকাতা রুটের একটি বাস কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরছিল। পথিমধ্যে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের ধঁলগা এলাকায় দুর্বৃত্তরা ইট মেরে গাড়ির গ্লাস ভেঙে ফেলে। এ সময় গাড়ির ভাঙা কাঁচের আঘাতে কয়েকজন যাত্রী আহত হন। এ বিষয়ে যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বেলাল হোসাইন জানান, গাড়িতে বাইরে থেকে ছোট ইট বা পাথরের টুকরা ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসের গ্লাস ভেঙে যাত্রীর গায়ে পড়তে পারে। তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বাস ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে। তবে এটি নাশকতা কিনা এখনো নিশ্চিত নই। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাজীপুরে বয়লার বিস্ফোরণ: চীনা প্রকৌশলী নিহত, আহত ৬

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কাশিমপুর থানাধীন দক্ষিণ পানিশাইল এলাকায় ব্যাটারি কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে এক চীনা প্রকৌশলী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই কারখানার ৬ শ্রমিক। গত মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় পলাশ হাউজিং এলাকায় স্থাপিত চায়না মালিকানাধীন ওই কারখানাটির নাম টং রুই দ্যা ইন্ডাস্ট্রি। নিহতের নাম নিহতের নাম পিউ জুকি (৫২)। আহতরা হলেন- অমল ঘোষ, দেলোয়ার হোসেন, আব্দুর রহিম, আমিনুর রহমান, ডালিম আহমেদ ও রাজু। কাশিমপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মহিউদ্দিন জানান, গত মঙ্গলবার কারখানার বয়লার মেশিনটি চালু করতে যান চীনা প্রকৌশলী পিউ জুকি। হঠাৎ বিকট শব্দে ব্রয়লারটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। পরে আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থলে প্রকৌশলী পিউর মৃত্যু হয়। আহত হন অন্যান্যরা। আহতদের মধ্যে কারখানার শ্রমিক অমল ঘোষকে ঢাকার শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেন গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ-আল-আরেফিন। তিনি বলেন, বয়লার বিস্ফোরণ ও আগুনের বিষয়টি জানতে পেরে কাশিমপুর সারাবো ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের কর্মীরা গিয়ে আগুন নেভায়। দুর্ঘটনার তদন্ত চলছে।

টাঙ্গাইলে গাছের ধাক্কায় ট্রেনের ছাদে থাকা যাত্রী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একতা এক্সপ্রেসে ট্রেনের ছাদে থাকা হানিফ মিয়া নামে এক যাত্রী নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে লাশটি উদ্ধার করে টাঙ্গাইল রেলস্টেশন পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা। নিহত হানিফ জয়পুরহাট জেলার আমতলী থানার আমতলী গ্রামের আ. হান্নানের ছেলে। ঘারিন্দা রেলস্টেশন ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আকবর জানান, জয়পুরহাট থেকে ঢাকাগামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে উঠে নিহত হানিফ মিয়া। পথিমধ্যে কোথায় কীভাবে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে তা কেউ বলতে পারেনি। ট্রেনটি টাঙ্গাইলের ঘারিন্দা রেল স্টেশনে এসে পৌঁছালে লাশটি দেখার পর উদ্ধার করা হয়। তিনি আরও জানান, লাশটি রেলওয়ে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে তারা এলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে হস্তান্তর করা হবে।

নওগাঁয় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দম্পতি নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁয় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ইয়াদালীর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার রায়কালী গ্রামের আকরাম হোসেনের ছেলে এনামুল হক (৪০) এবং তার স্ত্রী বৃষ্টি আক্তার (৩২)। তাদের শিশু সন্তানের জুনাইদ ইসলাম (৫) আহত হয়। এছাড়া অন্য মোটরসাইকেলে থাকা এক আরোহী আহত হয়েছেন। তার নাম পরিচয় জানা যায়নি। স্থানী-য়রা জানায়, সন্তানসহ স্বামী-স্ত্রী মোটরসাইকেলযোগে নওগাঁ থেকে সান্তাহারের দিকে যাচ্ছিলেন তারা। পথিমধ্যে ইয়াদালীর মোড়ে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের ধাক্কা দেয়। এতে আরোহীরা সড়কের ওপর ছিটকে পড়েন। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি পিকআপভ্যান তাদের চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান স্বামী-স্ত্রী। তাদের আহত শিশু সন্তান ও অপর মোটরসাইকেল আরোহীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা।

নরসিংদীতে দু'পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার নিলক্ষায় বালু ব্যবসা এবং আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষে মো. সাগর মিয়া (২৬) নামে এক রাজমিস্ত্রি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন সাতজন। গতকাল বুধবার ভোরে রায়পুরা উপজেলার দুর্গম চরাঞ্চল নিলক্ষায় ইউনিয়নের বীরগাঁও সোনাকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাগর মিয়া সোনাকান্দি গ্রামের জয়নাল মিয়ার ছেলে। পুলিশ জানায়, আধিপত্য বিস্তার, বালু বিক্রিসহ নানা কারণে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকা ছাড়া ছিলেন কান্দাপাড়ার রাজিব ও তার লোকজন।

ভুয়া ৮ হাজার জনকে মুক্তিযোদ্ধার

বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল বুধবার মেহেরপুরে মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশের পূর্বে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আ ক ম মোজাম্মেল বলেন, মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গঠিত মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের ধারাবাহিকতায় আজকের এই সরকার। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মুজিবনগরকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কিছু অবজারভেশন আছে। তিনি কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেটা দিয়েছেন। এটা যাতে আন্তর্জাতিক মানের করা যায় সে বিষয়ে তিনি বলেছেন। তিনি বলেন, সর্বস্তরের অংশীদারদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটা প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই একনেকে তোলা হবে। একনেকে অনুমোদন করার পরই দ্রুতই কাজ শুরু হবে। আগামী ১৭ এপ্রিলের পূর্বেই মুজিবনগরকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য একটি কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। এ সময় রাজশাহী সিটি মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমিসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হজ নিয়ে শঙ্কা, ধর্ম মন্ত্রণালয়কে

অবস্থান নেই। ধর্ম মন্ত্রণালয়ে কোনও কর্মকর্তা স্থায়ী না, তারা দুই-তিন বছর পরপর বদলি হন, হজের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে তাদের স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাদের কারণে হজ ব্যবস্থাপনা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমরা চাই না। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা হজ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এজেন্সি মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন না বলেও অভিযোগ হাবের। এম শাহাদাত হোসাইন তসলিম বলেন, হজ ব্যবস্থাপনা আবার চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। আমরা আগেই ধর্ম মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলাম, হজ ব্যবস্থাপনা এ বছর চ্যালেঞ্জিং হবে। এজেন্সি কোটা সর্বনিম্ন ১০০ জন রাখতে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। ধর্ম মন্ত্রণালয় হজযাত্রীর সংখ্যা কমাতে অনাগ্রহী হয়। সর্বোচ্চ এজেন্সি কোটা ৩০০ থাকা স্বত্বেও কি কারণে ৫০০ জন করা হলো তা বোধগম্য নয়। ধর্মমন্ত্রী এজেন্সি প্রতি ৪০০ জন কোটা রাখার নির্দেশনা দেওয়া স্বত্বেও ধর্ম সচিব ৫০০ জন কোটা নির্ধারণ করলেন। কেন করলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। হাব সভাপতি বলেন, সৌদি সরকার ৫৬ এজেন্সির মাধ্যমে হজ কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব দিলেও আমরা তার বিরোধিতা করেছিলাম। কারণ এজেন্সিতে যাত্রীসংখ্যা বেশি হলে সব যাত্রীকে সেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বৃদ্ধ হাজিদের জন্য সঠিকভাবে সেবা প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু এ বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিবের ভূমিকা যথার্থ ছিল না। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কারণে এখনও সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া সম্ভব হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়ার জন্য এজেন্সির প্রতিনিধিদের সৌদিতে যেতে হয়। প্রতি বছর প্রতিনিধিদের সৌদি যেতে মাল্টিপল ভিজিট ভিসা দেওয়া হয়ে থাকে। পরিচালক হজ অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী এজেন্সিগুলো পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে ভিজিট ভিসার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু ধর্ম মন্ত্রণালয় এখনও হজ এজেন্সির প্রতিনিধিদের ভিজিট ভিসার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ। তারা সৌদি আরবে না গেলে বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এজেন্সির প্রতিনিধি ছাড়া বাড়ি ভাড়া করা যাবে না এবং বাড়ি ভাড়া করা না গেলে হজ ভিসা করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশ হজ মিশন আছে। জেদ্দা কনসাল জেনারেল (হজ) আছেন, তারা চাইলেই সৌদি আরবে সরকারি নিবন্ধিত হাজিদের বাড়ি ভাড়া করতে পারেন। তারপরও ধর্ম সচিবের নেতৃত্বে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে লোকবল নিয়ে দীর্ঘদিন সৌদি আরবে অবস্থান সরকারিভাবে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি এজেন্সির বাড়ি ভাড়া জন্য সৌদি যেতে ভিসার ব্যবস্থা করতে ধর্ম মন্ত্রণালয় ব্যর্থ হয়েছে। বাড়ি ভাড়ার জন্য এজেন্সি প্রতিনিধিরা সৌদি যেতে না পারলে বিশাল সংখ্যক হজযাত্রীর বাড়ি ভাড়া কীভাবে সম্ভব? শাহাদাত হোসাইন তসলিম বলেন, হজযাত্রীদের মীনায় অবস্থানের লোকেশন এবং সার্ভিস প্রোভাইডার এখনও নির্ধারণ হয়নি। ফাইনাল ফ্লাইট সিডিউল আজ পর্যন্ত প্রকাশ না হওয়ার কারণে এজেন্সি বাড়ি ভাড়া বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তিনি বলেন, প্রতি বছর দেশ থেকে সরকারি কর্মকর্তাদের সৌদি নেওয়া হয় হজে সহায়তাকারী হিসেবে। এতে দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এ প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এ বছর বাংলাদেশ থেকে কোনও সহায়তাকারী নেওয়া হবে না। সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে বাংলাদেশ থেকে হজ সহায়তাকারী নেওয়া হচ্ছে। হাব সভাপতি বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা কখনও বেসরকারি হজ যাত্রীদের খোঁজ-খবরও নেন না। সরকারি চার-পাঁচ হাজার হাজির জন্য এই বিশাল সংখ্যক জনবল দেশ থেকে নেওয়া দেশের অর্থের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। সব চেয়ে বেশি হাজি যায় হজ এজেন্সির মাধ্যমে, তাদের জন্য সহায়তাকারী বেশি প্রয়োজন। তাই সহায়তাকারী হিসেবে হজ এজেন্সিকে ভিসা সুবিধা নিতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে হজ ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জের মুখে। ধর্ম মন্ত্রণালয়কে হাব এ বিষয়ে আগেই সতর্ক করেছিল। কিন্তু ধর্ম মন্ত্রণালয় তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। হজযাত্রীদের কল্যাণে সুশৃঙ্খল হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করতে হবে। সভায় আরও ছিলেন হাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা ইয়াকুব শরাফতী, সহ-সভাপতি মাওলানা ফজলুর রহমান, মহাসচিব ফারুক আহমদ সরদার, মহাসচিব ফারুক আহমদ সরদার, জনসংযোগ সচিব মুফতি মুহাম্মদ জুনায়েদ গুলজার প্রমুখ।

বাংলাবান্ধা দিয়ে যাতায়াত ও

স্বাভাবিক হবে। বাংলাবান্ধা সীমান্ত এলাকা বন্ধের নথি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বাংলাবান্ধা ল্যান্ডপোর্ট লিমিটেডের ম্যানেজার আবুল কালাম আজাদ বলেন, এটি বাংলাদেশের কোনো নির্দেশনা নয়। যেহেতু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তাই তারা এই সময়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার কোনো ট্রাক আসা-যাওয়া করতে দেবে না। এদিকে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে খবর নিয়ে জানা গেছে, আকর্ষিক ভারতীয় সরকারের এমন সিদ্ধান্তে ঢাকা, কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা পাসপোর্টধারী যাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

গাজায় ইসরায়েলের পৃথক

গাজা ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণের ফলে এখন পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৮৪৩ জন নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও ৭৬ হাজার ৫৭৫ জন। ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

সূচকের উত্থানে শুরু

২৬২ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৫.৩৬ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৫টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১০৬টি কোম্পানির, কমেছে ২২২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৭টির। ডিএসইতে এদিন মোট ৪৮২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫৪০ কোটি ২৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স ৪৭.৫৪ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৯ হাজার ৮৯৭ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৭৮.৫৮ পয়েন্ট কমে ১৬ হাজার ৪৫৯ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ২.২০ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৭৯ পয়েন্টে এবং সিএসই৩০ সূচক ৬.৩৯ পয়েন্ট বেড়ে ১২ হাজার ৫৯৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এদিন, সিএসইতে ২০৩টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭০টি কোম্পানির, কমেছে ১০৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৭টির। দিন শেষে সিএসইতে ১১ কোটি ৮৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৯ কোটি ৮৮ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

বস্তায় মিলগেটের দাম লেখায়

কোনো সুফল ভোক্তারা পাবেন না। কারণ বাজারদরের সঙ্গে সে দাম মিলবে না। ক্রেতা-বিক্রেতার একটি ঝামেলা তৈরি হবে। এছাড়া পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেবে। এসব বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।' এদিকে খিলগাঁও বাজারে একজন ক্রেতা শাহাদাৎ হোসেন বলেন, 'চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। দাম নিয়ন্ত্রণে এ পদক্ষেপ হলেও এতে শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। ক্রেতারা সুফল পাবেন না।' তিনি বলেন, 'ধরুন এক বস্তা চালের মিলগেটের দাম ১৫শ টাকা লেখা। তাহলে এটা আমি কত দামে কিনবো? বিক্রেতারা তো মিলগেটের দামে চাল বিক্রি করবেন না। তাহলে লাভ কী? উচিত ছিল সর্বোচ্চ খুচরামূল্য বাধ্যতামূলক থাকবে, যে দামে আমি কিনতে পারবো।' কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম নাজের হোসাইন বলেন, 'উচিত ছিল চালের দাম মিলগেটে কত হবে, পাইকারি ও খুচরায় কত বিক্রি হবে, সবকিছু উল্লেখ থাকা। তাহলে সবই পরিষ্কার হতো। আসলে আমাদের যেসব সিদ্ধান্ত হয়, সেগুলো ব্যবসায়ীদের সুবিধা আগে বিবেচনা করে হয়। ভোক্তাদের স্বার্থ সব সময় উপেক্ষিত থাকে।' এমন সব অসঙ্গতির কারণে সরকারের ওই পরিপত্র পহেলা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) থেকে কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা হয়নি। দেশের কোনো চালকল মালিক এখনো মিলগেটের দাম উল্লেখ করে বাজারে চাল সরবরাহ করেননি। বুধবার (১৬ এপ্রিল) ঢাকার বেশকিছু বাজার ঘুরে এক বস্তাও নতুন চাল মেলেনি। এ বিষয়ে কথা হয় বাংলাদেশ রাইস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি কাওসার আলম খানের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'বাজারে সকালে এক দাম, বিকেলে এক দাম। ফিক্সড প্রাইস করবো কীভাবে। নিজে বস্তার ফ্যাক্টরি করতে হবে। সকাল-বিকেল রেট চেঞ্জ করে দাম দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'পাইকারিতেও কিন্তু কোনো ফিক্সড রেট হয় না। এটা কীভাবে করবে সেটা আমরাই বুঝতে পারছি না। খুচরায় একটা রেট হতে পারে। প্রয়োজনে সেটা করা হোক। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ঝামেলায় আছি। এটা বাংলাদেশে কীভাবে কার্যকর করবে আমি বুঝি না।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ব্যবসায়ী বলেন, ধরুন মিলগেট রেট কার্যকর হলো, তখন চালের বস্তায় বেশি দাম লেখার প্রবণতা তৈরি হবে। কারণ বেশি রেটের চাল খুচরা বিক্রেতারা কিনে বাড়িয়ে বিক্রি করতে পারবে, তারা সেটা চাইবে। আবার বেশি রেটের চাল কম দামে কিনে মজুত করা হবে। তখন বস্তার ওপর একটি লোক দেখানো দাম ঠিকই থাকবে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভিন্ন দামে কেনাবেচা হবে। এতে ক্রেতাদের আরও ভোগান্তি হবে। মালিবাগে শাওন রাইস এজেন্সির মতিউর রহমান মতি বলেন, 'এখনো নতুন এক বস্তা চালও আসেনি। এটা কার্যকর করা সম্ভব হবে না। বাজারে যেমন এর আগে পাটের বস্তা বাধ্যতামূলক হয়েও এখনো সেটা হয়নি এমনই হবে।' তিনি বলেন, 'বাজারে এখনো অনেক পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়া আছে, সেগুলো কেউ মানছে? শুধু শুধু এ নতুন আইন মোবাইল কোর্টে ব্যবহার হবে। মাঝে মধ্যে পাইকারি দোকানিরা জরিমানা দেবেন, এই।' এসব বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দেশের ৬৪ জেলায় মিল মালিকদের নিয়ে জেলা প্রশাসকরা মিটিং করেছেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকরা মিটিং করেছেন। মন্ত্রণালয়ের সচিবও মিল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, বাজারে একই জাতের ধান থেকে উৎপাদিত চাল ভিন্ন ভিন্ন নামে ও দামে বিক্রি হচ্ছে। চালের দাম অযৌক্তিক পর্যায়ে গেলে বা হঠাৎ বাড়লে মিলার, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। চালের বাজারমূল্য সহনশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে এ পদক্ষেপ। মিলাররা এ আইন কার্যকরে আরও অন্তত এক মাস সময় চাইছেন। সেজন্য তারা মন্ত্রণালয়ে আবেদনও করেছেন বলে জানা যায়। খাদ্য সচিব মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, 'চালকল মালিকরা আবারও সময় চেয়ে আবেদন করেন। আমরা বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখছি।'

গুলশানে বারের সামনে হাতাহাতি ৩

সংগ্রহ করে অভিযুক্ত তিন নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ১৪ এপ্রিল রাতে বেশ কয়েকজন নারীর মধ্যে হাতাহাতি হচ্ছে। এ সময় চিৎকার-চেচামেচিও করছিলেন তারা। কয়েকজন তাদের থামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

দেশে পরিবেশবান্ধব সনদপ্রাপ্ত

১২০টি গোল্ড, ১০টি সিলভার ও ৪টি কারখানা সার্টিফায়েড সনদ পেয়েছে। বাংলাদেশে বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি সর্বোচ্চ রেটেড লিড গ্রিন কারখানা রয়েছে। শুধু তাই নয়, সেরা ১০টি কারখানার মধ্যে ৯টি এবং শীর্ষ ২০টি সর্বোচ্চ রেটেড লিড গ্রিন কারখানার মধ্যে ১৮টি বাংলাদেশে অবস্থিত।

চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হবে ৫

চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৯ শতাংশ হওয়ার অনুমান করছিল। কিন্তু এখন তা বার্ষিক ৯ দশমিক ৩ শতাংশ হারে নেমে যেতে পারে। তবে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে, মূল্যস্ফীতির হারও নামতে পারে ৬ দশমিক ১ শতাংশে। চলতি মাসের শুরুর দিকে বিশ্বব্যাংক তাদের সর্বশেষ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলেছে, স্বল্প মেয়াদে চাপের মধ্যে থাকবে দেশের অর্থনীতি। চড়া মূল্যস্ফীতি ব্যক্তি বা বেসরকারি পর্যায়ে ভোগ চাহিদা কমাচ্ছে, তার সঙ্গে জ্বালানি ও কাঁচামালের সংকট, সুদ হার বৃদ্ধি এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতা বিনিয়োগের আস্থা কমাচ্ছে। এতে প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধিও গতি হারিয়ে হতে পারে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

২১ নাবিক দেশে ফিরবেন জাহাজে

রাখা হয় জাহাজে নিরাপত্তার জন্য সংরক্ষিত এলাকা সিটাডেল, ইমার্জেন্সি ফায়ার পাম্প এবং সাউন্ড সিগন্যাল। গত ১২ মার্চ দুপুরে এসআর শিপিংয়ের জাহাজটি জিম্মি করে সোমালিয়ান দস্যুরা। সেখানে থাকা ২৩ নাবিককে একটি কেবিনে আটকে রাখা হয়। আটকের পর জাহাজটিকে সোমালিয়ার উপকূলে নিয়ে যাওয়া হয়। ৫৮ হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে ৪ মার্চ আফ্রিকার মোজাম্বিকের মাপুতো বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে এমভি আবদুল্লাহ। ১৯ মার্চ সেটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের হামরিয়াহ বন্দরে পৌঁছানোর কথা ছিল। কবির গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এসআর শিপিংয়ের মালিকানাধীন 'এমভি আবদুল্লাহ' আগে 'গোল্ডেন হক' নামে পরিচিত ছিল। ২০১৬ সালে তৈরি বাল্ক কেরিয়ারটির দৈর্ঘ্য ১৮৯ দশমিক ৯৩ মিটার এবং প্রস্থ ৩২ দশমিক ২৬ মিটার। গত বছর জাহাজটি এসআর শিপিং কিনে নেয়। বিভিন্ন ধরনের পণ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী এরকম মোট ২৩টি জাহাজ আছে কবির গ্রুপের বহরে।

২০১০ সালের ডিসেম্বরে আরব সাগরে সোমালি জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল বাংলাদেশি জাহাজ জাহান মণি। ওই সময় জাহাজের ২৫ নাবিক এবং প্রধান প্রকৌশলীর স্ত্রীকে জিম্মি করা হয়। নানাভাবে চেষ্টার পর ১০০ দিনের চেষ্টায় জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পান তারা।

আইনি জটিলতায় ফেরত আনা

দুদক। আদালতে বিচারাধীন দুটি মামলার একটিতে গত বছরের ৮ অক্টোবর পিকে হালদারসহ ১৪ জনকে ২২ বছরের কারাদণ্ড দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০। একই সঙ্গে জরিমানা করা হয় এক হাজার ৫২২ কোটি ৫৫ লাখ ১৯ হাজার ৩৫৫ টাকা। যদিও পিকে হালদারের অনুপস্থিতিতেই এসব মামলা, চার্জশিট ও সাজা দেওয়া হয়েছে। আইনি জটিলতার কারণে তাকে ফেরত আনার বিষয়টিও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম জানান, গত ৪ এপ্রিল দায়ের করা মামলার বাদী হয়েছেন দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. নাজমুল হুসাইন। মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেছেনড় অবৈধভাবে ভুয়া কাগুজে প্রতিষ্ঠান কনিকা এন্টারপ্রাইজের নামে ভুয়া রেকর্ডপত্র তৈরি করে সঠিক হিসেবে উপস্থাপন ও ব্যবহার করেন পিকে হালদার। পরে এই কাগুজে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪৫ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে ৪১ কোটি ৩১ লাখ ৯৪ হাজার ৪৫৭ টাকা আত্মসাৎ করে দেশের বাইরে পাচার করেছেন তিনি। এ মামলায় পিকে হালদারসহ আসামি করা হয়েছে ২০ জনকে। এদের সবাই এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিইও, পরিচালক ও বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা। ঘটনার সময়কাল দেখানো হয়েছেড় ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২০১৯ সালের অক্টোবরে দুদকের তদন্তে অর্থ কেলেঙ্কারির বিষয়টি উঠে আসার গোপন সংবাদ পেয়েই পিকে হালদার পালিয়ে যান ভারতে। সেখানে শিবশঙ্কর হালদার নামে জালিয়াতি করে নাগরিকত্ব নেন। কিন্তু ২০২২ সালের ১৪ মে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগরের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ভারতের কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিরেক্টরেট অব এনফোর্সমেন্ট (ইডি)। এরপর থেকেই ভারতের কারাগারে আছেন বাংলাদেশের আর্থিক কেলেঙ্কারির এ খলনায়ক। ভারতে গ্রেফতারের পর দুদকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈউদ্দীন আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, যত দ্রুত সম্ভব আন্তর্জাতিক আইন ও বন্দিবিনিময় চুক্তির আলোকে পিকে হালদারকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বাধীন একটি টিম পিকে হালদারের বিরুদ্ধে মামলাগুলো দায়ের করেন। এরমধ্যে দুটি মামলার বিচার চলছে আদালতে। বাকি মামলাগুলোর তদন্ত চলছে এখনও। পিকে হালদার যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ লোপাট করেছেন সেগুলো হচ্ছেড় ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি (বিআইএফসি)। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে এই চারটি প্রতিষ্ঠান দখলে রেখে পিকে হালদার ও তার সহযোগীরা প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা লোপাট করেন এবং সেই অর্থ দেশের বাইরে পাচারের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। যদিও এ পর্যন্ত দুদকের ৩৮টি মামলায় পিকে হালদার ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। দুদক সূত্র জানায়, পিঅ্যান্ডএল ইন্টারন্যাশনাল, পিঅ্যান্ডএল অ্যাগ্রো, পিঅ্যান্ডএল ভেঞ্চার, পিঅ্যান্ডএল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ, হাল ইন্টারন্যাশনাল, হাল ট্রাভেল, হাল প্রিপ, হাল ক্যাপিটাল, হাল টেকনোলজি, আনন কেমিক্যাল, নর্দান জুট, সুখাদা লিমিটেড, রেপটাইল ফার্ম, সন্দীপ ইন্টারন্যাশনাল, উইন্টেল ইন্টারন্যাশনাল, বর্ণা, ইমেক্সো, আরবি এন্টারপ্রাইজ, কনিকা এন্টারপ্রাইজ ও এসএ এন্টারপ্রাইজসহ নানান কাগুজে প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং এসব অর্থের বড় একটি অংশ দেশের বাইরে কানাডা ও ভারতে পাচার করে দেন পিকে হালদার। ২০১৪ সালে ছোট ভাই প্রীতেশ কুমার হালদারের সঙ্গে পিএন্ডএল হাল হোল্ডিং ইনক নামে কানাডায় একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন তিনি। ২০১৮ সালে দুই ভাই মিলে ভারতে হাল ট্রিপ টেকনোলজি নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান খুলে সেখানেও বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করেন। পিকে হালদারকে ফেরানো ও তার পাচার করা অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে দুদকের কমিশনার জহুরুল হক এর আগে বলেছেন, পিকে হালদারকে ফেরত আনার বিষয়টি তাদের একক এখতিয়ারে নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় এ ব্যাপারে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন পর পর তাগাদাও দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আরও যাদের এখতিয়ার আছে, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে দুদক। উল্লেখ্য, পলাতক প্রশান্ত কুমার হালদারকে (পিকে হালদার) দেশে ফিরিয়ে আনতে পুলিশের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারপোল (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন) থেকে রেড নোটিশ জারি করা আছে। বাংলাদেশ পুলিশের অনুরোধের পর ২০২১ সালের ৮ জানুয়ারি পিকে হালদারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ভারতের আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চলমান থাকায় তাকে ফেরত আনা যাচ্ছে না বলে জানান সংশ্লিষ্টরা

নারায়ণগঞ্জে ভবন থেকে পড়ে চীনা

ক্যাম্প থেকে ফোন কল করে একজন চীনা নাগরিকের মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মনে হচ্ছে বাড়ির পাশে যুদ্ধ চলছে

মোকাবিলা করতে সবসময় প্রস্তুত বিজিবি ও কোস্টগার্ড। এ বিষয়ে কোস্টগার্ডের সদরদফতরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেনেন্ট কমান্ডার খন্দকার মুনিফ তকি বলেন, 'রাখাইনে সংঘাতের কারণে কিছু বিজিপির সদস্য এপারে আশ্রয় নিয়েছে বলে শুনেছি। তবে আমরা নাফ নদ সমুদ্রেপথে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে টহল জোরদার রেখেছি। পাশাপাশি যেকোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোস্টগার্ড প্রস্তুত রয়েছে।''এদিকে, এর আগে রাখাইনে চলমান সংঘর্ষে গত ফেব্রুয়ারিতে দেশটির সেনাসহ ৩৩০ জন বিজিপির সদস্য বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। পরে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত পাঠানো হয়। এ ছাড়া গত ১১ মার্চ নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন ১৭৯ জন মিয়ানমার বিজিপি সদস্য। এ নিয়ে ২৬০ জন বাংলাদেশে অবস্থান গ্রহণ করছে। তাদের ফেরত পাঠানো প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তাদের মিয়ানমারের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

বিএসএফের গুলিতে সাবেক ইউপি

চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। ১৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেনেন্ট কর্নেল মোফাজ্জল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এই ঘটনায় বিজিবির কমান্ডারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে পতাকা বৈঠক হবে।

গাজায় দুর্ভিক্ষ রোধে এখনও বাধার

হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় গাজায় পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। হামাসের ওই হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ নিহত হন। এসময় প্রতিরোধ যোদ্ধারা ২৫০ জনেরও বেশি মানুষকে জিম্মি করে নিয়ে যায়। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, পাল্টা হামলার শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের হাতে এখন পর্যন্ত ৩৩ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

লক্ষ্মীপুরে হামলায় আহত ছাত্রলীগ

গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে গত মঙ্গলবার দুপুরে তাদেরকে লক্ষ্মীপুর আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। মামলা সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ থানাধীন পাঁচপাড়া গ্রামের যৈদের পুকুরপাড় এলাকায় ছাত্রলীগ কর্মী সজীব, সাইফুল পাটোয়ারী, মো. রাফি ও সাইফুল ইসলাম জয়ের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় অভিযুক্তরা। একপর্যায়ে সজীবকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। এ সময় তাকে বাঁচাতে এলে অন্যদের ওপরও গুলি চালানো হয়। পরে আহত অবস্থায় চারজনকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সজীব, সাইফুল ও রাফিকে ঢাকায় প্রেরণ করেন হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক। চন্দ্রগঞ্জ থানার ওসি এমদাদুল হক বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় সজীবের মৃত্যু হয়েছে। তার মায়ের দায়ের করা মামলাটি হত্যা মামলা হিসেবে গণ্য হবে।

ময়মনসিংহে ছুরিকাঘাতে কিশোর খুন

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহ নগরীতে তুচ্ছ ঘটনায় ছুরিকাঘাতে মো. সামিউল সামি নামে এক কিশোর খুন হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত পৌনে ১১টার দিকে নগরীর কলেজ রোড মীরবাড়ী রেললাইন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত কিশোর সামি কমিউনিটি সেন্টারের অনিয়মিত খাবার পরিবেশক শ্রমিকের কাজ করত বলে জানা গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার পারিবারিক পরিচয় জানা যায়নি। কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মো. মাঈন উদ্দিন খবরের সত?্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তুচ্ছ ঘটনায় কথা কাটাকাটির জের ধরে এই ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার খবর পেয়ে নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এই খুনের মূল কারণ অনুসন্ধানে পুলিশের তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এছাড়া ঘটনার নেপথ্যে মাদক সম্পৃক্ততা বা অন্য কোনো বিষয় আছে কি না- তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা। এদিকে, খুনের ঘটনায় কলেজ রোড মীরবাড়ী রেললাইন এলাকায় নিরব পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সেই সঙ্গে খুনিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের তৎপরতা দেখা গেছে।

কুমিল্লায় নারী খুন, ছেলে আটক

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার হোমনায় মাথায় আঘাত করে রায়জুলের নেসা (৬৫) নামে এক নারীকে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ সময় নিহত নারীর ছেলেকে আটক করা হয়। নিহত রায়জুলের নেসা হোমনা উপজেলার নিলখী ইউনিয়নের লালবাগ গ্রামের মৃত চাঁদ মিয়ার স্ত্রী। আটক ছেলের নাম আবুল হোসেন (৪৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবুল হোসেন তার মাকে নিয়ে একাই ঘরে থাকতেন। গত মঙ্গলবার রাতেও তিনি তার মায়ের সঙ্গেই ছিলেন। এই রাতে কেউ একজন মা রায়জুলের নেসার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। লাশ উদ্ধারের সময় ছেলে আবুল হোসেন ঘরেই ছিলেন। পরে সকালে পুলিশ তাকে আটক করে। হোমনা থানার ওসি জয়নাল আবেদীন বলেন, স্থানীয়দের বরাতে আমরা জেনেছি, ওই ছেলে তার মায়ের সঙ্গে একাই ঘরে থাকতেন। তাই আমরা তদন্তের স্বার্থে তাকে আটক করেছি। লাশ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে নারীর আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পুরানা পল্টনের একটি বাসার ছাদ থেকে নিচে পড়ে মঞ্জুরী আফরোজ (৫৫) নামে এ নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। গতকাল বুধবার ভোরে পুরানা পল্টনের ৫৯/৩ নম্বর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়। নিহত মনজুরির ভগ্নিপতি ড. কাজী এম এম ইকবাল জানান, পুরানা পল্টনের ওই বাড়িটি মঞ্জুরীদের নিজেদের। সেখানে মেয়ে ও বোনের সঙ্গে থাকতেন মঞ্জুরী। তার স্বামী আক্তার হামিদ খান ২০০৭ সালে মারা গেছেন। তিনি আরও জানান, ভোরে বাড়ির দারোয়ান তাকে ভবনের নিচে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তখন তার স্বজনদের খবর দেন। পরিবারের ধারণা, ভোরের যেকোনো সময় তিনি বাড়িটির ৬ তলার ছাদে উঠেছিলেন। সেখান থেকেই লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।দীর্ঘদিন ধরে মঞ্জুরী হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। এছাড়া মানসিকভাবেও অসুস্থ ছিলেন। মেয়েকে নিয়ে তিনি অনেক বেশি চিন্তা করতেন। এসব কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা পরিবারের সদস্যদের। পল্টন থানার এসআই মো. সুফিয়ান জানান, খবর পেয়ে সকালে ভবনের সামনে থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। বিস্তারিত তদন্ত চলছে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনায় ১ জন গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রোগীকে চিকিৎসা দিতে দেরি করার অভিযোগে হাসপাতালে চিকিৎসককে মারধরের মামলায় রফিক হাসান (৪৬) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে পটিয়া পৌর সদর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত বুধবার রাতে পটিয়া পৌরসভার বেসরকারি পটিয়া জেনারেল হসপিটালের জরুরি বিভাগে এ ঘটনা ঘটে। এসময় কর্তব্যরত ডা. রক্তিম দাশ শরীর ও মাথায় আঘাত পেয়েছেন। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে পটিয়া জেনারেল হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক এস এইচ খাদেমী বাদি হয়ে পটিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সৈয়দকে হুকুমের আসামি করা হয়। অন্য আসামিদের মধ্যে আছেন- মোহাম্মদ রুবেল, মোহাম্মদ মুকুল, মোহাম্মদ টিপু, রফিক হাসান, মোহাম্মদ সৈয়দ সহ ১০-১২ জন। পটিয়া থানার ওসি জসীম উদ্দিন জানান, পটিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে সনাক্ত করে রফিক হাসান নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার তাকে আদালতে পাঠানো হয়। অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

জামালপুরে ইন্টার্ন চিকিৎসকের ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল, শাস্তির দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে এক নারী ইন্টার্ন চিকিৎসকের পোশাক পরিবর্তনের সময় গোপনে ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল ও যৌন হয়রানি করার প্রতিবাদ ও আসামিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে হাসপাতাল চত্বরে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসক এবং শিক্ষার্থীরা এ মানববন্ধন করেন। আন্দোলনরত চিকিৎসকরা জানায়, গত ৬ এপ্রিল এক ইন্টার্ন চিকিৎসক হাসপাতালের দায়িত্ব শেষে কোয়ার্টারে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করছিলেন। এসময় নার্সদের কোয়ার্টারের ছাদ থেকে নাইমুর রহমান, ইমরুল হাসান, জাকারিয়া হোসেন বেনজির ও আরাফাত হোসেন সে দৃশ্য মোবাইলে ভিডিও ধারণ করেন। পরে সেই ভিডিও নারী চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে দেড় লাখ টাকা দাবি করে ও কুপ্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাবে রাজি না হলে ভিডিও ভাইরাল করার হুমকিও দেওয়া হয়। এ ঘটনায় মামলার পর গত ১০ এপ্রিল চার আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ। ইন্টার্ন চিকিৎসক ডা. জাকারিয়া জাকি বলেন, মামলার পর থেকে অভিযুক্তের পরিবার ও প্রভাবশালীরা মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছে। এ অবস্থায় ভুক্তভোগীর পরিবার ভয়ে দিন পার করছে। গ্রেপ্তার আসামিদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ ভুক্তভোগীর জীবনের নিরাপত্তার দাবি করছি। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। আরেক ইন্টার্ন চিকিৎসক ডা. মোহনা দেব তৃষা বলেন, দেখুন হাসপাতালে এতো ভিড়ের মধ্যে আমরা চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকি। কোয়ার্টারে থেকেও আমরা নারী চিকিৎসকরা নিরাপদ না। এ বিষয়ে নানা ধরনের হুমকি আসছে। আসামিরা ছাড়া পেয়ে গেলে ভুক্তভোগীসহ আমরা যারা আছি তাদের দেখে নেওয়ার কথাও শুনেছি। তারা যেন জামিন না পায় ও তাদের রিমান্ডে এনে আরও কারো কাছে ভিডিও রয়েছে কি না তা তদন্তের দাবি জানাই।

সন্দেহভাজন আরও ২ কেএনএফ সদস্য কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের থানচিতে ব্যাংক ডাকাতি ও হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন আরও ২ কেএনএফ সদস্যকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। গতকাল বুধবার দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে বান্দরবান চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইনের আদেশের প্রেক্ষিতে কারাগারে পাঠানো হয় তাদের। আদালতের এসআই পিয়েল পালিত বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন। কারাগারে পাঠানো আসামিরা হলেন বান্দরবান সদরের ৪নং সুয়ালক ইউপির ৬ নম্বর ওয়ার্ড ফারুক পাড়া এলাকার লাল টুয়ান বমের ছেলে টাইসন বম(২৩) ও সানকিম বমের ছেলে ভান খলিয়ান বম(৩৭)। আদালতের জিআরও বিশ্বজিত সিংহ জানান, বান্দরবানের থানচিতে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় দায়ের করা মামলায় দুই জন আসামিকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারকের আদেশের প্রেক্ষিতে কারাগারে পাঠানো হয় তাদের। এর আগে রুমা-থানচিতে ব্যাংক ডাকাতি মসজিদে হামলা, টাকা-অস্ত্র লুট ও ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণের ঘটনায় ৬৩ জনকে বান্দরবান কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ মুজিবনগর সরকার: খুবি উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য যে অস্তমিত গিয়েছিল, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলার মহান ব্যক্তিরা এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। বাঙালি জাতিগত স্বাধীনতার সংগ্রাম দীর্ঘ ২শ' বছরের। ব্রিটিশদের দেশভাগের পর স্বাধীনতার যে সংগ্রাম শুরু হয়, তার চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে মুজিবনগর সরকার। গতকাল বুধবার ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মাহমুদ হোসেন। সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য ড. মাহমুদ হোসেন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে এ সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিমণ্ডলেও এ সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা পালন করে এ সরকার। একটি মুক্তি সংগ্রামকে রাষ্ট্রে পরিণত করার মূল দিক ছিল এই সরকার। যাদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন এবং রাষ্ট্রের কাঠামো ভাগ করা হয়। তিনি বলেন, মুজিবনগর দিবসসহ এ জাতীয় বিভিন্ন দিবস সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজস্ব উদ্যোগে পালন করা উচিত। এর মাধ্যমে আমরা নিজেরা যেমনি সমৃদ্ধ হবো, তেমনি নতুন প্রজন্মও মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয় জানতে পারবে। পাশাপাশি তারা দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। উপাচার্য তার বক্তব্যে শুরুতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর অমিত রায় চৌধুরী। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্রুপদী আন্দোলনের মাধ্যমে পৃথিবীতে একটি জাতি রাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছে, এটা কিন্তু সহজ নয়। অনেক জাতি লড়াই করেছে কিন্তু তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। বাংলাদেশ যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা কিন্তু যেকোনো নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য মডেল। সঠিক নেতৃত্ব, সংগঠিত প্রয়াস, সর্বাত্মক ত্যাগ কীভাবে একটি জাতিকে স্বপ্নের পথে পৌঁছে দিতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের বাংলাদেশ। নতুন প্রজন্মকে জ্ঞানের ভুবনে বিচরণ করাতে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। দেশকে ভালোবাসতে শেখাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর খান গোলাম কুদ্দুসের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এস এম ফিরোজ ও অফিসার্স কল্যাণ পরিষদের সভাপতি দীপক চন্দ্র মণ্ডল। এর আগে সকাল ১০টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল কালজয়ী মুজিব প্রাঙ্গণে উপাচার্যের নেতৃত্বে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এ সব অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুলের ডিন, ডিসিপ্লিন প্রধানসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে বাদ জোহর দোয়া মাহফিল ও বিশ্ববিদ্যালয় মন্দিরে প্রার্থনা করা হয়।

মাদারীপুরে একাধিক মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুরে অভিযান চালিয়ে চুরি-ডাকাতিসহ একাধিক মামলার আসামি সুমন সরদারকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। গত মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে জেলা সদর উপজেলার পূর্বরাস্তি এলাকার একটি গ্যারেজ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র?্যাব। গতকাল বুধবার র?্যাবের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত ২টার দিকে মাদারীপুরের ডাসার থানার বালিগ্রাম ইউনিয়নের গুঙ্গিয়ারকুল এলাকার মোবাইলফোন নেটওয়ার্কের একটি টাওয়ারে যন্ত্রাংশ রাখার ঘরে সিদ কেটে প্রবেশ করে ৩ লাখ টাকা দামের দুটি ব্যাটারি চুরি করে চোরচক্র। এ ঘটনায় ডাসার থানায় মামলা দায়ের হলে র?্যাব-৮ ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং গত মঙ্গলবার রাতে আসামি সুমনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাদারীপুর র?্যাবের কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) তুহিন রেজা জানান, আসামির বিরুদ্ধে এর আগেও স্পর্শকাতর চুরি, ছিনতাই, ডাকাতিসহ একাধিক মামলা হয়েছে এবং কিছু মামলায় তিনি জেলও খেটেছেন।

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধা আহত, সড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধা গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে সড়কে দুর্ঘটনায় আহত হন নুরজাহান বেগম (৬৩)। তিনি পরৈকোড়া ইউনিয়নের খাসখামা এলাকার মো. শাহ আলমের স্ত্রী। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। জানা যায়, সড়ক পার হওয়ার সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় আহত হন নুরজাহান বেগম। এরপর উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ এসে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। আনোয়ারা থানার ওসি সোহেল আহমেদ বলেন, রাস্তা পার হওয়ার সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় এক নারী আহত হওয়ার ঘটনায় উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ করেছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মধুপুর বাসস্ট্যান্ডে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় বেশ কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাসাবাড়ি ও মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। স্থানীয়রা জানান, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলছে। এর জেরে কয়েক দফা সংঘর্ষ ও হামলা মামলার ঘটনা ঘটেছে আগে। এরই ধারাবাহিকতায় আসন্ন উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। দুপক্ষের শক্ত অবস্থানে যে কোনো সময় হামলা-পাল্টা হামলা থেকে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটার শঙ্কা রয়েছে। মধুপুর উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছারোয়ার আলম খান আবু বলেন, সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাকের লোকজন আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রচারণায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে ছয়জনকে আহত করে। পরে আমার সমর্থকরা সংগঠিত হয়ে তাদের ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এরপর তারা পুলিশ পাহারায় এসে আমাদের নির্বাচনী অফিস, বাসাবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালায়। আমার আহত সমর্থকরা এখন ঘাটাইলের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে।

এ বিষয়ে মন্ত্রী সমর্থক মধুপুর পৌরসভার মেয়র সিদ্দিক হোসেনের ফোনে কল দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি। মধুপুর থানার ওসি মোল্লা আজিজুর রহমান জানান, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন আবু ও মধুপুর পৌরসভার মেয়র সিদ্দিক হোসেন গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে চার রাউন্ড টিয়ারসেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সম্পাদকীয়

অবৈধ ইটভাটায় ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ

দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে ইটভাটা। আর এসব ইটভাটার বিষাক্ত ধোঁয়ায় ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ, মানুষ ভুগছে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে। যদিও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় দেখা যায় এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে, জরিমানা করা হচ্ছে ওইসব ইটভাটার মালিকদের এমনকি সিলগালাও করে দেওয়া হচ্ছে কিছুকিছু ইটভাটা। তারপরও দিন শেষে এসব অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েও খুব বেশি সুফল মিলছে না, বরং অবৈধ ইটভাটার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সিলগালা করা ইটভাটা গুলো কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবারও পুরোদমে চলছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে বিষাক্ত কালো ধোঁয়া। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় দেশের ইট ভাটার ৬০ শতাংশই অবৈধ এবং এসব ইট ভাটা পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ভাটায় ইট তৈরিতে পোড়ানো হচ্ছে দেশীয় গাছ-কাঠ। অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে ফসলি জমির মাটি। এতে ধ্বংস হচ্ছে বনায়ন, একইসঙ্গে ক্ষতির মুখে পড়েছে কৃষি। কাঠ পোড়ানোর কালো ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। এসব ইটভাটার কর্তৃপক্ষরা ইটভাটায় ফসলি জমি ব্যবহার, গাছ পোড়ানো অবৈধ জেনেও দেদারছে ব্যবহার করে যাচ্ছেন। অভিযোগ আছে প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই বছরের পর বছর চলছে এসব অবৈধ ভাটাগুলো। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ২০১০ ও ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩-এ বলা হয়েছে, বসতি এলাকা, পাহাড়, বন ও জলাভূমির এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনো ইটভাটা করা যাবে না। কৃষিজমিতেও ইটভাটা অবৈধ। অথচ দেশের প্রায় শতভাগ ইটভাটাগুলোই এসবের কোনটাই মানছেনা। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় দেশে মোট ৭ হাজার ৮৬টি ইটভাটা চালু আছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ৫০৫ ইটভাটার পরিবেশ ছাড়পত্র নেই। এসব ইটভাটায় বছরে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ ইট তৈরি হচ্ছে। এসব ইটভাটার বছরে ১৩ কোটি মেট্রিক টন মাটি লাগে। মূলত কৃষিজমির ওপরের উর্বর অংশ কেটে ইট তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি অধিকাংশ ইটভাটার কারণে কৃষিজমির ফসলের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি আশপাশের বাসিন্দাদের নানা স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এসব ইটভাটায় কাঠ পোড়ানোর কারণে প্রচুর পরিমাণে ছাই তৈরি হয়। অন্যদিকে ইটভাটা থেকে বায়ুমণ্ডলে দূষিত উপাদানও যোগ হচ্ছে। এসব দূষিত উপাদানের মধ্যে পার্টিকুলেট ম্যাটার, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডলে নির্গত হচ্ছে। ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে ইটখোলা থেকে ৫৩ হাজার ৩৩৩ টনের বেশি পার্টিকুলেট ম্যাটার-১০ বায়ুমণ্ডলে যোগ হয়েছে। অন্যদিকে ১৭ হাজার ৫৫৭ টন পার্টিকুলেট ম্যাটার-২.৫ এবং ৫৯ হাজার ২২১ টনেরও বেশি সালফার অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যোগ হয়েছে। যদি এই দূষিত উপাদানের নির্গমন বায়ুমণ্ডলে অব্যাহত থাকে, তাহলে স্বাস্থ্যঝুঁকির মাত্রা লাগামহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাকে নাকচ করে দেওয়া যায় না। তাই সরকারকে এখনি এসব অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোর ব্যবস্থা। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ইটভাটায় কৃষিজমির মাটির ব্যবহার, কৃষি জমি বিনষ্টকরণ বন্ধ করতে হবে। ইটভাটার জ্বালানি হিসাবে গাছপালা কেটে কাঠ পোড়ানো বন্ধ করাসহ অবৈধ ও পরিবেশ দূষণকারী ইটভাটাগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে ইটভাটার ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরে ব্যাপক ভাবে প্রচারণা চালাতে হবে।

আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে অগ্নি দুর্ঘটনা

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতিনিয়তই বহু ধরনের দুর্ঘটনায় মানুষের প্রাণহানিসহ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এরইমধ্যে অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা অন্যতম। গত কয়েক বছরে এ দুর্ঘটনায় প্রাণহানিসহ সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পুড়ে ছাই হয়েছে অগণিত মানুষের স্বপ্ন। বর্তমানে অগ্নিকাণ্ড নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি সম্প্রতি বেইলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজে আগুনে (যা কিনা বেইলি রোড ট্রাজেডি নামে পরিচিতি পায়) ৪৬ জনের মৃত্যু হয় যা পুরো দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। এই ট্রাজেডির পরও রাজধানীতে আরো বেশ কিছু অগ্নি দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছিলো। এ থেকে বোঝা যায় যে ঢাকা কতোটা ঝুঁকিপূর্ণ। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ২০১৮ সালে রাজধানী ঢাকা শহরেই ২,০৮৮টি অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০০৫ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৭ বছরে অগ্নি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৩ হাজার এবং আহত হয়েছে ১২ হাজার ৩৭৪ জন মানুষ। এ ছাড়া পৃথিবীতে অগ্নি দুর্ঘটনায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহর ঘোষণা করা হয়েছে ঢাকাকে। অন্য এক সমীক্ষায় দেখা যায় গত ১৫ বছর ধরে সারা দেশে দৈনিক ৫২টি আগুনের ঘটনা ঘটছে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ অর্থাৎ ফাল্গুনে এ সংখ্যা গড়ের চেয়ে বেশি হয়। গত বছর শুধু মার্চে আগুনের ঘটনা ঘটে তিন হাজার ৩৩৪টি। অগ্নি-দুর্ঘটনা এড়াতে জনসচেতনতা খুবই জরুরি বিষয়। বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ধরন ও তদন্ত প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বেশির ভাগ অগ্নিকাণ্ডের কারণই বৈদ্যুতিক গোলযোগ। অর্থাৎ নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের কারণে সহজেই শর্টসার্কিট হয়ে আগুনের ঘটনা ঘটছে। এর পাশাপাশি আবাসিক বিল্ডিংয়ের ভিতরে অনিরাপদ সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহারও অন্যতম কারণ এসব অগ্নি কান্ড সঙ্ঘটিত হওয়ার। যানবাহনে মেয়াদোত্তীর্ণ সিলিন্ডার নিয়ে ঘুরে বেড়ানোও খুব সাধারণ একটি ঘটনা। মেয়াদোত্তীর্ণ একটি সিলিন্ডার একটি বোমার মতো মারাত্মক হয়ে ওঠে। আগুন ধরে যখন ক্ষয়ক্ষতির পরিবেশ তৈরি হয় তখন ঘিঞ্জি পরিবেশ, দুর্বল ব্যবস্থাপনা, সরু রাস্তা দিয়ে উদ্ধারসামগ্রী পৌঁছাতে কষ্টসাধ্য হয়ে পরে, বিল্ডিং গুলোতে অগ্নিপ্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকায় ও ঢাকার আশপাশে ও মধ্যের নদী-খালের পানিশূন্যতা কারণে উদ্ধারকার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড থেকে প্রচুর পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই এখনি আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। প্রথমত আবাসিক ভবনের বাসিন্দা ও কর্মচারী এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের আগুন নির্বাপণে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এতে করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে রাস্তা বড় রাখার বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। সর্বোপরি অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা রোধে আপাতত নিয়মকানুন মেনে চলা এবং সতর্ক থাকার কোন বিকল্প নেই।

রেলক্রসিংয়ে প্রাণহানির দায় কার

ফেনীর মুহুরীগঞ্জ ব্রিজ ক্রসিংয়ে একটি ট্রাকে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় ছয়জন মারা গেছেন। গেটম্যান রেলক্রসিংয়ের ব্যারিয়ার না ফেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকে দায়িত্বরত গেটম্যান পলাতক রয়েছে। ফেনীর পুলিশ সুপার গণমাধ্যমকে বলেছেন, "ট্রেনটি রেলক্রসিং অতিক্রম করার সময় গেট ব্যারিয়ার দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। ঘটনার সময় গেটম্যান দায়িত্বরত ছিলেন না বলেও জানা গেছে।" এই ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রেলপথে যত দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে তার বড় একটি অংশই হয় রেলক্রসিংয়ে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, রেল দুর্ঘটনায় যত প্রাণহানি হয়, তার ৮৯ শতাংশই ঘটে অরক্ষিত ক্রসিংয়ে। এক হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশে ১৭৫ জন রেল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এর মধ্যে রেলক্রসিংয়ে সংঘটিত দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ১৪৫ জন।

> গটম্যানের দায়িত্বে অবহেলার কারণে অতীতেও অনেক রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে জনগণের জানমালের ক্ষতি হয়েছে। দেশের অনেক রেলক্রসিংয়ে না আছে কোনো গেইট না আছে কোনো গেইটম্যান। যেসব রেলক্রসিংয়ে গেটম্যান

দেশে যে কেবল অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ে দুর্ঘটনা ঘটে তা নয়। সুরক্ষিত হিসেবে বিবেচনা করা হয় এমন রেলক্রসিংয়েও দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর প্রশ্ন ওঠে যে, এর দায় কার। সংশ্লিষ্ট পরিবহনের ড্রাইভার-হেল্পারের দায় কতটা, আর রেলগেটে দায়িত্বরতদের ভূমিকা কী সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। গেটম্যানের দায়িত্বে অবহেলার কারণে অতীতেও অনেক রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে জনগণের জানমালের ক্ষতি হয়েছে। দেশের অনেক রেলক্রসিংয়ে না আছে কোনো গেইট না আছে কোনো গেইটম্যান। যেসব রেলক্রসিংয়ে গেটম্যান আছে তাদের কতজন যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে সেই প্রশ্ন রয়েছে। কখনো কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে জানা যায়, গেটে দায়িত্বরত গেটম্যান ঘুমাচ্ছিলেন বা যথাসময়ে ব্যারিয়ার ফেলেনি, এমনকি ডিউটির সময় তাদের অনেকে অনুপস্থিতও থাকে। তাদের দায়িত্বহীনতার খেসারত গুণতে হয় সাধারণ মানুষকে। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, রেলক্রসিংয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে রেল কর্তৃপক্ষ কখনো কোন দায়ভার নেয় না। এটি সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বহীন করে তুলছে কিনা সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে। জননিরাপত্তার বিষয়টিকে এভাবে বছরের পর বছর উপেক্ষা করা চলে কিনা সেটা আমরা জানতে চাই। ফেনীতে রেল দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে সেটা আমাদের আশা। অনেক সময় পরিবহন চালক-হেল্পারদের কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক চালকই ক্রসিংয়ের সামনে বসে ট্রেন চলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান না। সংকেত পাওয়ার পরও বা গেটম্যানকে ব্যারিয়ার নামাতে দেখেও অনেকে তড়িঘড়ি করে ক্রসিং পার হওয়ার চেষ্টা করেন। রেলক্রসিং অতিক্রমে পরিবহন চালকরা সতর্ক হলে অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। এ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করতে হবে।

এডিস মশার রাজত্বে ডেঙ্গুর বিস্তার

এস এম রাহমান জিকু

সারা দেশে সরকারি হিসাব মতে, ২০২৩ সালে ৩ লাখ ২১ হাজারেরও বেশি ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে রেকর্ড ১ হাজার ৭০৫ জনের। চলতি বছরের শুরু থেকে মার্চ পর্যন্ত এক জরিপে দেখা যায়, সারা দেশে হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ৬০০ জনের বেশি। আর মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২২ জনের। কীটতত্ত্ববিদদের তথ্য মতে, ২০২৩ সালের তুলনায় রাজধানীতে মশার ঘনত্ব বেড়েছে দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। এত এত হিসাবের সমীকরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আবারও চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু। ২০০০ সালে দেশে প্রথম ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা গিয়েছিল। সে বছর মারা যায় ৯৩ জন ডেঙ্গু রোগী। ২০১৮ সালে সারা দেশে ১০ হাজার ১৪৮ জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়। এরপর ২০১৯ সালে সবচেয়ে বেশি ১৭৯ জনের মৃত্যুর তথ্য সামনে আসে। সেবারে আক্রান্ত হয়েছিল ১ লাখ ১ হাজার ৩৫৪ জন মানুষ। করোনা মহামারি শুরুর বছরে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার কমেছিল অনেকটাই। যদিও বলা হয়, সে সময় তথ্য-উপাত্তের কমতির কারণেই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কম দেখা যায়। পরের বছর ২০২১ সালে ১০৫ জন এবং ২০২২ সালে মৃত্যু হয়েছিল ২৮১ জন ডেঙ্গু রোগীর। ২০২৩ সালে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন। আর মৃত্যু হয়েছিল ১ হাজার ৭০৫ জনের। যা অতীতের সব রেকর্ড অপেক্ষা সর্বোচ্চ মৃত্যু। সেবার অর্থাৎ ২০২৩ সালে সরকারি হিসাব মতে, ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় মৃত্যু হয় ৯৮০ জনের। আর সারা দেশের হিসাবে পা দাঁড়ায় ৭২৫ জনের। ২০২৩ সালে শুধু মশার কামড়ে এত মানুষের মৃত্যুর পর এ বছরে মশার আনাগোনা দেখতে চালানো হয় গবেষণা। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত রাজধানী এবং এর আশেপাশে ১২টি ফাঁদে মশা ধরে গবেষণা চালায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল। জরিপে দেখা যায়, প্রতিমাসের ব্যবধানে মশা বেড়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ফাঁদপ্রতি গড়ে যেখানে মশা ধরা পড়েছে ২০০টি, ডিসেম্বরে সেটি হয়েছে ২২৩টি। আর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ৩০০টি আর ফেব্রুয়ারিতে যেটি পৌঁছেছে ৩৮৮টিতে। আর মার্চের প্রথম ১১দিনে সেটি ছাড়িয়েছে ৪৮০টি। যেখানে দেখা যায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটির তুলনায় মশা বেড়েছে ঢাকা উত্তর সিটি এলাকায়। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তরে আর দক্ষিণখানে। যেখানে ফাঁদপ্রতি ধরা পড়েছে ৬০০টির বেশি মশা। আমরা জানুয়ারি মাসেই বলেছিলাম যে, মার্চ মাসে মশার ঘনত্ব বেশ চরমে পৌঁছাবে। যেখানে ডোবা, নালা, জলাশয় বেশি আছে, সেই জায়গাগুলোতেই বেশি। ১৭ নম্বর সেক্টরের আশপাশে যেগুলো আছে, মিরপুর ডিএসএসের পেছনে একটা খাল আছে, উত্তরাতে অনেকগুলো লেক আছে। যেগুলো এখন কচুরিপানায় পরিপূর্ণ এখন। এই জায়গাগুলোতে এখন প্রচুর মশার ঘনত্ব দেখছি আমরা। দক্ষিণখানের দিকেও ডোবা-নালা আছে। শ্যামপুরেও কিছু ডোবা-নালা আছে। এই ডোবা-নালা যেখানে আছে, যেখানে কচুরিপানা পরিপূর্ণ ডোবা-নালা আছে বা ময়লাযুক্ত ডোবা-নালা আছে সেখানেই মশার ঘনত্ব বেশি। ফাঁদে পড়া মশার বেশির ভাগ গোদ রোগের বাহক তাদের গবেষণায় ওঠে আসে এবং ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশার তথ্যও। কীটপতঙ্গ নিয়ে কাজ করা এই গবেষক জানান, রাজধানীসহ দেশের বেশ কিছু জায়গায় এডিস মশার যে ঘনত্ব তারা পেয়েছে তা গত বছরের হিসাবে এই বছরের জন্য বেশ উদ্বেগের। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এ বছর কিছু কিছু জেলাতে অনেক বেশি ডেঙ্গু হবে। অন্যান্য বছরের তুলনায় আমরা দেশের কয়েকটি জায়গাকে মশার ঘনত্ব নির্ণয়ে চিহ্নিত করি। মশার ঘনত্বের গবেষণায় ওঠে আসে- চট্টগ্রাম, বরিশাল, বরগুনা, চাঁদপুর, মানিকগঞ্জ ও নরসিংদী জেলা। এসব জেলাতে এখন যেখানে বৃষ্টিপাত নেই, সেখানে এখনই বেশ ভালো মাত্রায় এডিস মশার উপদ্রব দেখছি। যখনই বৃষ্টিপাত হবে এসব জায়গাতে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পাত্রে পানি জমা হবে। এডিস মশার প্রজনন আরও বেড়ে যাবে। বৃষ্টি মৌসুমে বা বর্ষা মৌসুমে এসব জেলায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ডেঙ্গু বেড়ে যাবে। ড. কবিরুল বাশারের গবেষণা এবং তার সতর্কতা কতটুকু আমলে নিয়েছিল সংশ্লিষ্ট মশক নিধন কর্তৃপক্ষ? ঢাকার দক্ষিণখান এলাকা অনুসন্ধানের চিত্রে ওঠে আসে প্রতিটি সড়কেই বেহাল অবস্থা। রাস্তার পাশেই ড্রেন আর মূল সড়কেই জমে আছে পানি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, কয়েক সপ্তাহ আগের বৃষ্টির পানি এখনো নামেনি মূল সড়ক থেকে। সড়কের কোথাও কোথাও হাঁটু সমান ঝোপঝাড় আর ছোট নালায় জমে আছে পানি। কাছ থেকে দেখা যায়, প্রতিটি জমাট বাঁধা পানি যেন মশার আশ্রয়স্থল। বাসাবাড়ি, ঝোপঝাড় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে চায়ের দোকান সর্বত্র যেন মশার আনাগোনা। বিকাল হলেই ঘিরে ধরে মশা। দিনেও নাকি মশারি টাঙিয়ে থাকতে হয় এসব এলাকার বাসিন্দাদের। তাদের অভিযোগ- কয়েক মাসের মধ্যেও মশা মারার কোনো উদ্যোগ তাদের চোখে পড়েনি। রাজধানীর উত্তরা দিকের অনুসন্ধানের চিত্রে উঠে আসে দক্ষিণখানের চেয়েও ভয়াবহ চিত্র উত্তরাজুড়ে। খোদ বিআরটিএ ভবনের সামনে পিচঢালা সড়কের পাশে জমে আছে পানি। সেখানেও আবাসস্থল গড়েছে মশা। আর ড্রেনের কথা না বললেই নয়। প্রতিটি ড্রেনের অবস্থা দেখেই বুঝা যায়, অন্তত কয়েক মাস পরিষ্কার করা হয় না ড্রেনগুলো। জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞদের মতে- নিয়মিত আচরণ পরিবর্তন করছে ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশা। এদিকে এখন ময়লা, ডোবা-নালা, নোংরা জলাবদ্ধ পানিতেও ডিম পাড়ছে এডিস মশা। সেই সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে ডেঙ্গু রোগের ধরনও। একবার আক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার ফের ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে বাড়ে রোগের তীব্রতা। এতে রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে বাড়তে পারে মৃত্যুর ঝুঁকি। এছাড়া বর্তমানে মশা মারতে যে ওষুধ ছিটানো হয়, তা যথেষ্ট কার্যকর নয়। এছাড়া একই কীটনাশক বারবার ব্যবহারের ফলে মশা এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বাড়ে তাদের বেঁচে থাকার সামর্থ্য। যেহেতু ডেঙ্গু মৌসুমি রোগের মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া পরিবর্তন হয়েছে ডেঙ্গু রোগের লক্ষণও। তাই ভাইরাস, মশা আর চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার বলে মত প্রকাশ করেন এই চিকিৎসক। সেই সঙ্গে দরকার বছরব্যাপী গবেষণা। আর চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ। দেশের অন্যতম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের এক সাক্ষাৎকারে ডা. লেনিন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে ডেঙ্গু মৌসুমি রোগ থেকে কিন্তু বার্ষিক রোগে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে এটির আগে যে লক্ষণগুলো ছিল তাতেও বেশ পরিবর্তন এসেছে এবং এডিস মশার জন্ম ও উৎপন্ন হওয়ার জায়গাও কিন্তু পরিবর্তন এসেছে। ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি, ময়লা পানিতে, ড্রেনের পানিতেও এডিস মশা জন্মাচ্ছে। শুধু তাই নয়, দিনে-রাতে সারাক্ষণই কামড়াচ্ছে। সব মিলে একদিকে যেমন রোগের কারণে পরিবর্তন এসেছে, অন্যদিকে মশার আচরণেও পরিবর্তন এসেছে। প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত ডেঙ্গু রোগীর অবস্থা হচ্ছে, রোগের তীব্রতা বাড়ে, তৃতীয়বার আরও বেড়ে যায়। ফলে এবার যাদের ডেঙ্গু হবে, তারা প্রধানত তৃতীয়বার অন্তত দ্বিতীয়বার। ফলে মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যাবে। ভাইরাসের পরিবর্তন, এডিস মশার পরিবর্তন এবং রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসায় পরিবর্তন। এই তিনটি জায়গায় গবেষণা নিরন্তর চালানো দরকার। তা না হলে কিন্তু ডেঙ্গুর আগত যে ভেরিয়েন্টের কথা আমরা বলছি তাকে মোকাবিলা করা বা তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কঠিন হবে। গত বছর ১ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি মৃত্যু ঘটিয়ে ডেঙ্গু এখন আতঙ্কের নাম। গতবারের আক্রান্ত এবং মৃত্যুর গতি সংখ্যা দেখে বুঝা যায়, সারা বছরই বহু মানুষ এডিস মশার কামড়ে আক্রান্ত হচ্ছে ডেঙ্গুজ্বরে। তবে সামনে বর্ষা মৌসুম, ডেঙ্গুর বিগ সিজনকে সামনে রেখে মশা প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে বৈঠক বসেন নতুন দায়িত্ব পাওয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বৈঠকে সবচেয়ে বেশি যেখানে মশার রাজত্ব, সেই উত্তর সিটির মেয়র জানালেন, বিভিন্ন সংস্থার অসহযোগিতায় গতি আসছে না মশা নিধনে। তিনি আরও জানান, সচেতনতা বৃদ্ধিসহ তার নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা। ২০২৩ সালে ডেঙ্গুর ভয়াবহ প্রাণহানির তথ্যের পর আবারও আসছে ডেঙ্গুর মৌসুম। তাই বাড়তি সতর্কতার কথা জানান মন্ত্রী।

রোগী বাড়তে থাকায় সব হাসপাতালকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ২০২৩ সালে যে সাতটি দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ তীব্রতর হয়েছিল তালিকার শুরুতে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। এডিস মশা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, মশার বসবাসের উপযোগী পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ডেঙ্গুর উপযোগী আবহাওয়া, ভঙ্গুর স্বাস্থ্যব্যবস্থা, একই সঙ্গে ডেঙ্গুর একাধিক ধরনের বিস্তার এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষণ না থাকায় ডেঙ্গু শনাক্তকরণ সমস্যাসহ ডেঙ্গু বাড়ার যে ১৩টি কারণ উলেস্নখ করা হয়েছে, তার মধ্যে সবগুলোই বাংলাদেশে বর্তমান। পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে কাজ করা গবেষক গওহার নঈম ওয়ারা বলেন, মশা তৈরির আগেই যেখানে নির্মূল করা সম্ভব, সেখানেই উল্টোটা করা হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঘাটতি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং দেশীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে বাড়ছে ডেঙ্গু।

সরকারি-বেসরকারি সব সংস্থার উদ্যোগ এবং জনগণকে যুক্ত করতে পারলেই কমবে এডিস মশা। এছাড়া সেই সঙ্গে কমবে ডেঙ্গুতে প্রাণহানি। যেহেতু বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা আর বাস্তবতা বলছে, সারা বছর এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু হচ্ছে। শীতকালেও তাপমাত্রা বাড়ায়, জমে থাকা পানিতে এডিস মশার লার্ভা দেখতে পাওয়া যায়। তাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নয়, সচেতনতা চালাতে হবে বছরব্যাপী। মশা মারা আর চিকিৎসার যে প্রতিরোধ এবং তা নির্মূলের তাগিদ দেন গবেষকরা। ডেঙ্গুর লার্ভা দুই বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। আবার পানি ফেলে সেটা আরও সক্রিয় হবে। বৃষ্টি হবে, পানি জমে থাকবে কিন্তু সেই সঙ্গে এটার ব্যবস্থাপনাটাকেও মানুষকে সম্পৃক্ত করে করতে হবে। যেমন ধরুন, ওয়ার্ড কমিশনাররা তাদের লোকজন দিয়ে কাজটা খুব সহজে করতে পারেন। তাদের তো চাঁদা তোলার জন্য লোক আছে, তাদের মারামারি করার জন্য লোক আছে এবং হেলমেট বাহিনী আছে। তাদেরকে কেন আমরা মশক নিধনে ব্যবহার করি না? ডেঙ্গু অল্প অল্প যে জায়গাগুলোতে আছে, সেই বাড়িগুলোকে কেন্দ্র করে স্ট্রে করে ডেঙ্গুর যে বাহক এডিস মশাটাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দিতে হবে ওই বাড়িকে। কারণ ওই মশাটি ভাইরাস ইনফেক্টেড। ভাইরাস ইনফেক্টেড মশাকে এই মুহূর্তে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। যদি ভাইরাস ইনফেক্টেড মশাকে আমরা নির্মূল করে দিতে পারি, তাহলে মশা অনেক বেড়ে গেলেও ডেঙ্গুটি কিন্তু বাড়বে না। যেহেতু সারা বছরই ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু আর হাসপাতালে ভর্তির খবর সামনে আসে, তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মশক নিধনসহ ডেঙ্গু নির্মূলে কাজ করতে হবে বছরব্যাপী। এছাড়া যেহেতু ডেঙ্গু বারবার ধরন পরিবর্তন করছে, তাই চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও আনতে হবে বড় ধরনের পরিবর্তন। এমতাবস্থায় সরকারের পাশাপাশি, জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার উদ্যোগই পারে ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে। (লেখক: এস এম রাহমান জিকু শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম কলেজ)

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আতুড়ঘর

শঙ্কর প্রসাদ দে

২১ ডিসেম্বর ২০২৩, রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে অনুপম গাড়ি স্টার্ট দিল। অনুপম থাকে ক্যামব্রিজ রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার ২০৪নং বাড়ির নিচতলায়। শুধু বোস্টন নয় গোটা আমেরিকাতে রেসিডেন্সিয়াল এলাকার বাড়িগুলো ৩ তলার বেশি হয় না। বোস্টনের বহুতল ভবনগুলোর মালিক সিটি গভর্মেন্ট। বেশির ভাগ ফ্ল্যাটই স্টুডিও ডিজাইনের। মাত্র দুই রুমের ফ্ল্যাটে নাগরিক সুবিধার সবকিছুর ব্যবস্থা করা আছে। সিটি করপোরেশন ভাড়ার টাকা বেতন থেকে কেটে নেয়। এমনিতে বোস্টন ছিমছাম কোলাহলমুক্ত স্বল্প জনসংখ্যার একটি শহর। এটিকে এডুকেশন হাব বলার যুক্তি আছে। ১৪৫টি মাধ্যমিক স্কুল। ৫০টি কলেজ ও ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো শহরটির প্রাণ। আমেরিকায় যে কয়টি এলাকা দিয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশ শুরু হয় তার অন্যতম হলো বন্দর নগরী নিউ ইংল্যান্ড অর্থাৎ এই বন্দর নগরী দিয়ে অভিবাসন শুরু হয়েছিল বলে এটিকে নিউ ইংল্যান্ড ডাকা হতো। রাজ্যটির নাম ম্যাচাচুয়েটস। কিছু ক্যামব্রিজ গ্র্যাজুয়েট ইংল্যান্ড থেকে গিয়ে শহরের যে অংশে বসবাস শুরু করে সেটির নাম রাখা হয় ক্যামব্রিজ। পরবর্তীতে নিউ ইংল্যান্ড আর ক্যামব্রিজ অর্থাৎ চার্লস নদীর উভয় তীরকে একত্রে নামকরণ করা হয় বোস্টন। এটি ম্যাচাচুয়েটস রাজ্যের রাজধানী। মূল শহরের জনসংখ্যা মোটামুটি ৭ লাখ এবং বৃহত্তর বোস্টনের জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। ২১ ডিসেম্বর রাতে আমাদের সর্বশেষ রোমাঞ্চকর ভিজিট হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ল্যাব। ঢুকার আগে কল্পনাও করতে পারিনি এতকিছু দেখব। এত বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রার সাক্ষী হব। তপন কান্তি সিনহা (বড়ুয়া) হার্ভার্ড সাইয়েন্টেফিক ল্যাবের একজন টেকনিশিয়ান। দীর্ঘদিন ধরে হার্ভার্ডে চাকরি করছেন সস্ত্রীক। একটি বিরল সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য চিরদিন স্মরণ করব। রাত তখন প্রায় ১০টা। ১টি রিসার্চ রুমে ঢুকতেই পরিচয় হলো মার্কিন এক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পিএইচডির মাঝবয়সী ছাত্রীর সঙ্গে। পরিচয়ের শুরুতেই বললেন তার পিএইচডি শেষ পর্যায়ে। প্রতিটি রুমের প্রতিটি টেবিলে ডিএনএ ও আরএনএ স্লাইটগুলো সারি সারি বসানো আছে। ভদ্র মহিলা সংক্ষেপে জানালেন ডিএনএ ও আরএনএ প্রোফাইল সেটিংয়ের পর এগুলো ফলাফলের জন্য ল্যাবের নির্দিষ্ট কক্ষ, ফ্রিজ ও লকড ফ্রিজে চলে যাবে। মানবিক বিভাগের ছাত্র হওয়ায় বিজ্ঞানে আমার জ্ঞান নেই বললে চলে। আক্কেল দিয়ে ইতিহাস, সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব। বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ে সম্ভব নয়। তপন দা বললেন, ন্যাচারাল সায়েন্স অর্থাৎ জীববিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক গবেষণার জন্য হার্ভার্ড পৃথিবীখ্যাত। বিশ্ববিদ্যালয়টির সর্বশেষ চৌকস গবেষণা পর্বটির নাম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। আমেরিকান বায়োকেমিস্ট স্টানলি এন কোহেন এবং বায়োটেকনোলজিস্ট হার্বাট ডব্লিউ বোয়ার যৌথভাবে ডিএনএও ধারণার প্রস্তাবনা ১৯৭৩ সালে উপস্থাপন করেন। কোহেন স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর ছিলেন। জেনেটিকস বিভাজন, বিভাজিত খ-কে ভিন্ন ডিএনএর সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে বা বিভাজিত ডিএনএ ও আরএনএ থেকে প্রয়োজনে কোনো কোনো খ- বা অংশকে বাদ দেয়া যায় বা সংযুক্ত করা যায় মর্মে কোহেনের বক্তব্য তাত্ত্বিক ন্যাচারাল সায়েন্সে আলোড়ন সৃষ্টি করে। জেনেটিক্সের ক্ষুদ্রতম একক হলো ডিএনএ এবং আরএনএ। খুব দ্রুত পৃথিবীব্যাপী ডিএনএ ও আরএনএ বিভাজন বা জেনেটিক তত্ত্ব নিয়ে প্রচুর যুগান্তকারী প্রযুক্তি আসতে শুরু করে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজির অধ্যাপক হার্বার্ট বোয়ার বাইরে থেকে ডিএনএ ও আরএনএ ঢুকিয়ে ব্যাকটেরিয়ার চরিত্র বদলের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে কৃষি উৎপাদন এবং চিকিৎসা জগতে ব্যাপক গবেষণার দ্বার উম্মুক্ত করে দেন। কৃষি খামারে কত বিচিত্র রকমের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন হচ্ছে। কত নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা এসব উন্নত প্রযুক্তির ফসল, উদ্ভিদ, মৎস্যকে হাইব্রিড বলে থাকি।

হাইব্রিডের এই সাফল্য মূলত ডিএনএ ও আরএনএ এর চরিত্র পরিবর্তন। এ প্রযুক্তি মানবজাতির খাদ্য নিরাপত্তাকে অনেক উন্নত করেছে। এসব কিছুর কৃতিত্ব কোহেন এবং বোয়ারের। তপন দা বিশেষ কিছু ফ্রিজ দেখিয়ে বললেন, ডিএনএসহ অন্যান্য হাইব্রিড সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের ফলাফলের জন্য দীর্ঘ বছর অপেক্ষা করা হয়। প্রশ্ন করেছিলাম মানব শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অন্য উপাদানের ডিএনএ নিয়ে কি এখানে গবেষণা হয় না? বংশানুক্রমে জীন স্থানান্তরিত হয় ডিএনএর মাধ্যমে। তপন দার জবাবে যা শুনলাম তাতে স্তম্ভিত হওয়ার শেষ নেই। বায়োকেমিস্ট ল্যাব দেখিয়ে বললেন, হার্ভার্ডের ল্যাবের যন্ত্রপাতির সব ব্যয়ভার ওষুধ কোম্পানিগুলো বহন করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে, কৃষি প্রযুক্তিবিদদের, রসায়নবিদদের পিএইচডির ব্যয়ভার এবং স্কলারশিপ ওষুধ কোম্পানিগুলো স্পন্সর করে থাকে। এতদিন মনে করতাম ওষুধ কোম্পানিগুলোর বড় বড় ল্যাবে ওষুধ আবিষ্কৃত হয় বা পরীক্ষা চালানো হয়। ভুল ভাঙল। আসলে পৃথিবীতে নতুন নতুন ওষুধ, ভেকসিন আবিষ্কার হয় হার্ভার্ডসহ বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সর্বশেষ রোমাঞ্চকর তথ্যটি তপন’দা জানিয়ে বললেন, মানব শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মধ্যে কিডনি, লিভার ও হার্ট নিয়ে হার্ভার্ডে মৌলিক গবেষণা হচ্ছে। মাইনাস ১০০ মাইনাস ১৫০ মাইনাস ২০০ ডিগ্রির অনেকগুলো ফ্রিজ দেখিয়ে বললেন, এসব ফ্রিজে প্রস্তাবিত কৃত্রিম কিডনি, লিভার, হার্টের ফর্মূলা ঢুকানো আছে ৪০-৫০ বছরের জন্য। ধারণা করা হচ্ছে এসব প্রকল্পগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটার ফলাফল ভালো আসবে এবং এরপর আরো কিছু সময় চলে যাবে সরাসরি পশুদেহে ও মানবদেহে ট্রায়ালে। ফ্রিজে কৃত্রিম কিডনি, হার্ট ও লিভার পরীক্ষাধীন আছে গত ত্রিশ বছর ধরে। সম্ভবত আরও ২০ বছর পর এসব ফ্রিজ খোলা হবে। ধারণা করা হয় একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে মানবজাতি কৃত্রিম হার্ট, কিডনি ও লিভার প্রতিস্থাপনে সক্ষম হবে। আসলে ১৯৮৬ সালে নোবেলজয়ী কোহেনের ডিএনএ ও আরএনএ বিভাজন তত্ত্ব এবং বোয়ারের ডিএনএ ও আরএনএ বিভাজন পরবর্তী সংযোজন বিয়োজন নিশ্চিতভাবে মানুষের গড় আয়ুকে নিয়ে যেতে পারে অদূর ভবিষ্যতে শতবর্ষের উপরে। গোটা বিশ্ব তাকিয়ে আছে হার্ভার্ডসহ পৃথিবীর নামকরা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। অনেকে বলে থাকেন মানুষ একদিন মৃত্যুকেও জয় করতে সমর্থ হবে। ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যু হয়েছিল। শতাব্দীর ব্যবধানে ইচ্ছামৃত্যুই হবে মানব জীবনের শেষ মুহূর্ত।

কার্বন নিঃসরণে দায়ী শিল্পোন্নত দেশ

আলম শাইন

উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উন্নয়নের বলি হচ্ছে বাংলাদেশ তথা এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে তারা ব্যাপকহারে শিল্পড়কারখানা গড়ে তুলছে পাল্লা দিয়ে। যেকোনো মিষ্টি খাবারের রেসিপিতে থাক, প্রাকৃতিক ও নিরাপদ জিরোক্যাল-এর মিষ্টি স্বাদ তাতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা বেড়ে গেছে যেমন, তেমনি আবার নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছে। এক কথায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর খামখেয়ালিপনার কারণে সিএফসি গ্যাস, কার্বনড়ডাইড়অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের নির্গমন বেড়ে গেছে। যে গ্যাস নিঃসরণের কারণে পৃথিবীর ফিল্টার নামে খ্যাত ওজোনস্তর ক্রমশ পাতলা হয়ে ভূপৃষ্ঠ তপ্ত হচ্ছে। যার ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে বছর-বছর। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে যেমন, তেমনি শীতে তাপমাত্রা মাইনাসের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে কোথাও কোথাও। শীতপ্রধান দেশগুলোর কথা ভিন্ন। তবে শীতপ্রধান দেশ মাইনাসের কারণে নয়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার প্রভাবে হিমবাহের চাঁই গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন, তেমনি সমুদ্রের জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে জলস্ফীতি হয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো। এছাড়াও ওয়ার্ল্ড রিস্ক রিপোর্ট ড়২০১৮ অনুযায়ী বিশ্বের আরো ১৫টি দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে ২০১৬ সালে এন্টার্কটিকার ৯৬৫ বর্গ কিলোমিটারের হিমবাহের চাঁইয়ে চিড় ধরতে দেখেছেন গবেষকরা। ২০২০ সালের এক রিপোর্টে জানা যায়, এক বছরে প্রায় ৫৩২ বিলিয়ন টন বরফ গলেছে গ্রিনল্যান্ড থেকে। ২০১৯ সালে গ্রিনল্যান্ডে তিন কিলোমিটারের বরফের চাঁই ভেঙে পড়েছে। তাতে স্বাভাবিকের চেয়ে ৪০ শতাংশ জল বৃদ্ধি পেয়েছিল। বরফের চাঁই গলতে শুরু করায় সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহতার দিকে মোড় নিয়েছে। সমুদ্রে প্রতি সেকেন্ডে ছয়টি অলিম্পিক সুইমিং পুলের সমপরিমাণ জল পড়ছে। তাতে দেখা গেছে প্রতিদিন প্রায় ৩০ লাখ টন জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রিনল্যান্ডের বরফের চাঁই গলার পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করে ব্রিটেনের ‘ইউনিভার্সিটি অব লিনকন’ এক গবেষণায় জানিয়েছে, ‘গ্রিনল্যান্ডের বরফ গলার কারণেই ২১০০ সাল নাগাদ বিশ্বের সমুদ্রস্তরের উচ্চতা ১০ড়১২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে।’ অপরদিকে ‘নেচার ম্যাগাজিন’ড়এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেছে, আর্কটিক মহাসাগরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বরফ যুগেও দেখা গিয়েছিল। উল্লেখ্য, সমুদ্র জলের তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিগত ৪০ড়১০০ বছরের মধ্যে দেখা গেছে গ্রিনল্যান্ডের তাপমাত্রা ১০ড়১২ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটি দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতেই উত্তর মেরুর পূর্বাঞ্চলের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল, সেখানকার তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে গিয়ে ঠেকেছিল। অপরদিকে ২০২৩ সাল বিশ্ববাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অস্বাভাবিকভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে। বর্তমানে যে হারে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে, তাতে ২০৩০ সালের মধ্যে গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাবে। আর সেটি হলেই পৃথিবী মহাদুর্যোগের মুখোমুখি পড়বে। জর্জিয়া ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এভাবে বরফগলা অব্যাহত থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে দ্রুত। ফলে বিশ্বের নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হবে ব্যাপকভাবে। সেই তালিকার মধ্যে রয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের নামও। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং শৈত্যপ্রবাহের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিনই কোনো না কোনো ধরনের দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে। সেটি হতে পারে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো, ভূমিকম্প ও নদী ভাঙনসহ নানান দুর্যোগ। তার মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে পৃথিবীকে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, লবণাক্ততার কারণে। যার প্রমাণ আমরা বার কয়েক পেয়েছিও। সিডর, আইলা, বুলবুল, আমফান ও ইয়াসের তাণ্ডবলীলায় মারাত্মক দুর্যোগের শিকার হয়েছিল বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। তবে পশ্চিমবঙ্গে ইয়াস ভয়ঙ্করভাবে আঘাত হানলেও সামান্য দিক পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সেই যাত্রায় কিছুটা রক্ষা পেয়েছিল। তথাপিও উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির খবর আমরা জানতে পেরেছি। এসব প্রাকৃতিক তাণ্ডব ঘটছে শুধু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলেই, যার মূল কারণই হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য বিজ্ঞানীরা মানুষকেই দায়ী করেছেন। যার জন্যই মূলত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন অব্যাহত রয়েছে আর পরিবর্তন ঘটছে জলবায়ুর। যা আমাদের কাছে জলবায়ু সংকট হিসেবে পরিচিত।জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও উন্নত দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। শুধু কাগজড়কলমের মধ্যেই তাদের উদ্যোগ সীমাবদ্ধ রয়েছে। উন্নত দেশের কর্মকাণ্ডে সমগ্র পৃথিবী আজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সূত্রমতে জানা যায়, বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে কার্বনড়ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব প্রান্তিসীমা ৩৫০ পিপিএম ছাড়িয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক ৩৯৮.৫৮ পিপিএম ঘনমাত্রায় পৌঁছে গেছে, যা পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকিই বলা যায়। জাতিসংঘ কর্তৃক জলবায়ুবিষয়ক এবং বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনেরোতে কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। সেখানে গঠিত হয় ‘জলবায়ুবিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন’ (ইউএনএফসিসিসি)। ওই কনভেনশনে, ১৫০ দেশকে এই নতুন বিধান মেনে চলতে রাজি করানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কার্বনড়ডাইড়অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ প্রশমনে বাধ্যতামূলক করতে প্রটোকল ঘোষণা করা হয়। মূলত ওই সময় থেকেই সদস্য দেশগুলো প্রতি বছর মিলিত হওয়ার জন্য সম্মত হয় এবং প্রতি বছর মিলিত হচ্ছেও। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছু হচ্ছে না। গাছের গোড়া কেটে জল ঢালার মতো দরিদ্র দেশকে কিছু অনুদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে শুধু। অথচ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের কারণে মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হচ্ছে। জানা গেছে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ইতোমধ্যেই লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবন ও জীবিকায় মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলেছে। যার কারণে বাধ্য হয়ে বাস্তুহারা হতে হচ্ছে বিশাল জনগোষ্ঠীকে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতোমধ্যে প্রায় ৬০ লাখ বাংলাদেশি বাস্তুহারা হয়েছেন, আর তাদের অধিকাংশই এখন শহরমুখী হচ্ছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের অভিমত আর মাত্র ৪৫ সেন্টিমিটার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলেই উপকূলীয় অঞ্চলের ১০ শতাংশ ভূমি জলে তলিয়ে যাবে। তবে এই অভিমত অপ্রতিষ্ঠিত হিসেবে ধরে নিচ্ছেন অন্য গবেষকদল। কারণ ইতোমধ্যে জানা গেছে, ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জায়গাগুলোতে ভারসাম্য বজায় থাকবে সমুদ্রে উচ্চমাত্রার পলির আগমনে। ইতোমধ্যে তার কিছুটা প্রমাণও মিলেছে। যেমন হাতিয়া অঞ্চলসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশাল আয়তনের চর জেগেছেও। অন্যদিকে ২০০৫ সালে ‘আইপিসিসি’ জানিয়েছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ২১ শতাংশ লবণাক্ত জলে সয়লাব হয়ে যাবে। নানা ধরনের তর্ক বিতর্কের ফলে সর্বশেষ যা আমরা অবগত হয়েছি তা হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ মহাদুর্যোগের মুখোমুখি হবে, যা অবধারিত সত্যকথা। আর এ মহাদুর্যোগের জন্য দায়ী হচ্ছে শুধু শিল্পোন্নত দেশের খামখেয়ালিপনা। শিল্পোন্নত দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস অধিকহারে নিঃসরণ করে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাড়িয়ে হিমবাহের চাঁই গলতে ত্বরান্বিত করছে। ফলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার আরও কিছু দেশ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। সেই বিপর্যয় থেকে আদৌ উত্তরণ মিলবে কিনা তাতে সন্দিহান আমরা। যদি বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয় তবে আমরা এই মহাদুর্যোগ থেকে উত্তরণ পাব হয়তোবা। তাই বিশ্ববিবেকের কাছে আমাদের আর্জি, সময় থাকতে দ্রুত পদক্ষেপ নিন; কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোটায় নামিয়ে জলবায়ু যুদ্ধে বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে বিজয়ী করতে সাহায্য করুন।

> গেছে, ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জায়গাগুলোতে ভারসাম্য বজায় থাকবে সমুদ্রে উচ্চমাত্রার পলির আগমনে। ইতোমধ্যে তার কিছুটা প্রমাণও মিলেছে। যেমন হাতিয়া অঞ্চলসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশাল আয়তনের চর জেগেছেও। অন্যদিকে ২০০৫ সালে ‘আইপিসিসি’ জানিয়েছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ২১ শতাংশ লবণাক্ত জলে সয়লাব হয়ে যাবে। নানা ধরনের তর্ক বিতর্কের ফলে সর্বশেষ যা আমরা অবগত হয়েছি তা হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ মহাদুর্যোগের মুখোমুখি হবে, যা অবধারিত সত্যকথা। আর এ মহাদুর্যোগের জন্য দায়ী হচ্ছে শুধু শিল্পোন্নত দেশের খামখেয়ালিপনা। শিল্পোন্নত দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস অধিকহারে নিঃসরণ করে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাড়িয়ে হিমবাহের চাঁই গলতে ত্বরান্বিত করছে। ফলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার আরও কিছু দেশ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ

লেখক: কথাসাহিত্যিক, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট

বিধ্বস্ত খান ইউনিসে ফিরতে শুরু করেছে ফিলিস্তিনিরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা জানিয়েছে ইসরায়েল। আর এই সুযোগে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া খান ইউনিস নগরীতে ফিরে যেতে শুরু করেছে ফিলিস্তিনিরা। কিন্তু কয়েকমাস ধরে ইসরায়েলের বোমা হামলার কারণে খান ইউনিস ও এর আশেপাশের এলাকায় এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ফিলিস্তিনিরা চারিদিকে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে তাদের বাড়িঘরও খুঁজে পাচ্ছে না। গত রোববার থেকেই খান ইউনিস থেকে সেনা সরাতে শুরু করে ইসরায়েল। খবর পেয়ে সেদিনই নগরীর নিজ বসতভিটায় ফিরতে শুরু করেন ফিলিস্তিনিরা। কিন্তু অনেকেই বলেছেন, তারা বাড়িঘর কিছু খুঁজে পাননি। গাজার যুদ্ধ শুরুর ছয়মাস পর দক্ষিণাঞ্চল থেকে একটি ব্রিগেড বাদে সব স্থল সেনা প্রত্যাহার করেছে ইসরায়েল। তবে এই সেনা সরানোর মানেই যুদ্ধ শেষ হতে চলার লক্ষণ নয়। বরং যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নতুন করে সংগঠিত হতে দক্ষিণ গাজায় সেনা সংখ্যা কমানো হয়েছে বলেই জানিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। তবে দক্ষিণ থেকে সেনা প্রত্যাহারের ফলে গাজার রাফাহ নগরীতে ইসরায়েলের সামরিক অভিযান বিলম্বিত হবে কি না তা স্পষ্ট জানা যায়নি। রাফাহে অভিযান চালানোর বিষয়ে ইসরায়েল এখনও বদ্ধপরিকর। তবে কবে নাগাদ এই অভিযান পরিচালনা করা হবে সে বিষয়ে কিছু জানাননি ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। গাজার বিভিন্ন এলাকা থেকে রাফাহ নগরীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে আছে বহু ফিলিস্তিনি। দক্ষিণের খান ইউনিস থেকে ইসরায়েলি সেনা চলে যাওয়ার কথা শুনে রাফাহে বাস করা এক ফিলিস্তিনি বিবিসি-কে বলেন, খান ইউনিসের আশ্রয় শিবিরে থাকা তার এক প্রতিবেশির বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে তিনি আশান্বিত। খান ইউনিসে বাড়িঘরে ফিরতে থাকা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে কথা বলেছে বিবিসি সাংবাদিকরা। বিবিসি-আরবি সার্ভিস কে এমনই এক ফিলিস্তিনি হামেদ ইয়াসির পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, এলাকা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তিনি জানান, ৭ মাস ধরে কাপড় পাল্টাতে পারেননি।

রোহিঙ্গাদের হত্যা করে এখন তাদেরই সহায়তা চায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। জাতিসংঘ একে 'জাতিগত নির্মূলের অকাট্য উদাহরণ' বলে আখ্যা দিয়েছে। নির্ম হত্যাকাণ্ডের প্রায় সাত বছর পর সেই রোহিঙ্গাদেরই সহায়তা চাইছে সেনাবাহিনী। রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে বিবিসি। সেখান থেকে জানা গেছে, তাদের মধ্যে অন্তত ১০০ জনকে সাম্প্রতিক সপ্তাহে যুদ্ধরত জান্তার পক্ষে লড়াই করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য সকলের নামও পরিবর্তন করা হয়েছে। মোহাম্মদ (৩১) নামের এক রোহিঙ্গা বলেন, 'আমি ভীত ছিলাম, কিন্তু আমাকে যেতে হয়েছিল।' তার তিনটি ছোট বাচ্চা রয়েছে? তিনি রাখাইনের রাজধানী সিতওয়ের কাছে বাও দু ফা ক্যাম্পে থাকেন। গত এক দশক ধরে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত অন্তত দেড় লাখ রোহিঙ্গা আইডিপি ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য হয়েছে। মোহাম্মদ বলেন, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শিবির নেতা গভীর রাতে তার কাছে আসেন। ওই নেতা তাকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে বলে জানায়। মোহাম্মদ মনে করেছেন এই হলো সেনাবাহিনীর আদেশ। না মানলে তারা পরিবারের ক্ষতি করারও হুমকি দিয়েছে। বিবিসি বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গার সঙ্গে কথা বলেছে যারা নিশ্চিত করেছে যে সেনা কর্মকর্তারা ক্যাম্পের চারপাশে ঘুরছেন এবং তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য রিপোর্ট করার নির্দেশ দিচ্ছেন। মোহাম্মদের মতো পুরুষদের জন্য ভয়ানক পরিহাস হল মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা এখনো নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত। তাদের সম্প্রদায়ের বাইরে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার মতো বৈষম্যমূলক বিধিনিষেধের শিকার। ২০১২ সালে রাখাইন রাজ্যের মিশ্র সম্প্রদায় থেকে কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে বিতাড়িত করা হয় এবং তাদের শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়। পাঁচ বছর পর ২০১৭ সালের আগস্টে সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নৃশংস ক্লিয়ারেন্স অপারেশন শুরু করে। এতে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা, ধর্ষণ এবং তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে প্রায় ৭ লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয় বাংলাদেশে। এখনো প্রায় ৬ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশেই বাস করছে। রোহিঙ্গাদের প্রতি তাদের আচরণের জন্য মিয়ানমার এখন হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার বিচারের মুখোমুখি হচ্ছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের আশঙ্কা জেলেনস্কির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন সামরিক সহায়তার অভাবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রাশিয়ার জয়ের আশঙ্কা দেখছেন। তার মতে, মার্কিন কংগ্রেস সেই সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন না করলে রাশিয়া আরও জমি দখল করতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ ও অস্ত্রের অভাবে ইউক্রেন পরাজয়ের মুখ দেখতে পারে বলে মনে করছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি। গত রোববার তিনি বলেন, মার্কিন কংগ্রেসে সামরিক সহায়তার প্যাকেজ আটকে থাকায় রাশিয়ার পক্ষে আরো জমি দখল সহজ হয়ে উঠছে বলে তিনি সতর্ক করে দেন। এক ভিডিও বার্তায় তিনি নির্দিষ্টভাবে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেবার আর্জি জানান। তার মতে, সেই সহায়তা ছাড়া ইউক্রেনের পক্ষে টিকে থাকা সহজ হবে না। গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে রাশিয়ার হামলা সত্ত্বেও ইউক্রেন প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রায় এক পঞ্চমাংশ দখল করতে সক্ষম হলেও রাশিয়া সম্প্রতি নতুন করে বেশি জমি দখল করতে পারেনি।

কিন্তু এবার নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চারসিভ ইয়ার নামের এলাকা সে দেশের হাতে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা বাড়ছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ শহর ক্রামাতর্স্ক নামের শহরের ৩০ কিলোমিটারের কম দূরে অবস্থিত সেই এলাকা হাতছাড়া হলে ইউক্রেন কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়বে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। রাশিয়া সেই এলাকার ওপর ক্রমাগত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। চারসিভ ইয়ারের বাইরে দুটি ছোট শহরের উপর সরাসরি হামলা চলছে। উত্তর পূর্বে খারকিভ শহরের ওপরেও রাশিয়ার হামলা বাড়ছে। আকাশপথে হামলা প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট এয়ার ডিফেন্স সরঞ্জামের অভাবের কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে বলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট দাবি করেন। রাশিয়ার ভূখণ্ডের ওপর ইউক্রেনের ড্রোন হামলা বেড়ে গেছে। রাশিয়া অবশ্য বেলগোরোদ ও ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে ১৫টি ড্রোন হামলা বানচাল করেছে বলে দাবি করেছে। বিচ্ছিন্ন হামলার মাধ্যমে ইউক্রেন কিছু সাফল্য পেলেও সার্বিকভাবে রাশিয়ার হামলার মাত্রা কমাতে সক্ষম হচ্ছে না। ইস্টারের বিরতির পর চলতি সপ্তাহে মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশন আবার শুরু হচ্ছে। সেনেটের অনুমোদন সত্ত্বেও নিম্ন কক্ষে এখনো ইউক্রেন, ইসরায়েল ও তাইওয়ানের জন্য সামরিক প্যাকেজ এখনো পেশ করা হয়নি। চলতি সপ্তাহে সে ক্ষেত্রে অগ্রগতিরও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জটিলতার কারণে রিপাবলিকান দলের একাংশ ইউক্রেনের জন্য সহায়তার তুমুল বিরোধিতা করছে। তবে দলের বাকি অংশ এমন প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে স্পিকার মাইক জনসন নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

ইসরায়েলের কারাগারে ফিলিস্তিনি লেখক ওয়ালিদ দাক্কার মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলে কারাগারে বন্দী অবস্থায় ফিলিস্তিনি লেখক ও অধিকারকর্মী ওয়ালিদ দাক্কার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর আগে তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন। ইসরায়েলের শামির মেডিকেল সেন্টারে তাঁর মৃত্যু হয়। দাক্কার মৃত্যুর খবর জানিয়েছে প্যালেস্টিনিয়ান কমিশন অব ডিটেইনিস অ্যান্ড এক্স-ডিটেইনিস অ্যাফেয়ার্স। খবর আল জাজিরা। ইসরায়েলে ফিলিস্তিনুঅধ্যুষিত বাকা আল গারবিয়ে শহরে দাক্কার বাড়ি। ৩৮ বছর ধরে ইসরায়েলি কারাগারে আটক রয়েছেন তিনি। ১৯৮৬ সালে একজন ইসরায়েলি সৈন্যকে হত্যার দায়ে দাক্কাকে গ্রেপ্তার করেছিল ইসরায়েল এবং তখন থেকেই তিনি ইসরায়েলি কারাগারে রয়েছেন। প্যালেস্টিনিয়ান কমিশনের অভিযোগ, 'ধীরে ধীরে হত্যা' করার নীতি প্রয়োগ করার কারণে দাক্কা মারা গেছেন। ইসরায়েলে কারা কর্তৃপক্ষ বন্দীদের বিরুদ্ধে 'ধীরে ধীরে হত্যা' করার নীতি প্রয়োগ করে থাকে। ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফার প্রতিবেদনে দাক্কাকে 'মুক্তিযোদ্ধা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় দাক্কার মৃত্যু কীভাবে হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস।

কঙ্গোতে মিলিশিয়াদের হামলায় ২৫ বেসামরিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের (ডিআরসি) পূর্বাঞ্চলীয় ইতুরি প্রদেশের একটি গ্রামে এক হামলায় ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৫ জনে দাঁড়িয়েছে। শনিবার ইতুরির বুনিয়া শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে গালায়ি গ্রামে হামলার ঘটনাটি ঘটে বলে সরকারি এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন। জাতিসংঘের এক নথিও হামলার ঘটনাটি নিশ্চিত করেছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে। স্থানীয় এক গ্রাম প্রধান ও সুশীল সমাজের এক নেতা গত রোববার জানিয়েছেন, মিলিশিয়া গোষ্ঠী কোঅপারেটিভ ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য কঙ্গো (সিওডিইসিও) এসব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কঙ্গোর সংঘাতপূর্ণ পূর্বাঞ্চলে অনেকগুলো মিলিশিয়া গোষ্ঠী তৎপর রয়েছে, তাদের মধ্যে সিওডিইসিও অন্যতম। স্থানীয় গ্রাম প্রধান বানজালা ড্যানি ও সুশীল

সমাজের নেতা ভিতাল টুংগুলো রয়টার্সকে জানান, শনিবার ১০ জনের মৃতদেহ পাওয়ার পর গত রোববার আরও ১৫ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। রয়টার্স জাতিসংঘের একটি অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন দেখেছে, সেখানে এ হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ইতুরি প্রদেশের গভর্নরের মুখপাত্র জুলেস নগোনগোও হামলার ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। উভয়েই ওই হামলার ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ১০ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছিল।

"বিচারের মাধ্যমে হত্যাকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে," বলেছেন নগোনগো। চলতি বছরের শুরু থেকেই সিওডিইসিও তাদের হামলার সংখ্যা বাড়িয়েছে। এতে ইতুরিতে মানবাধিকার পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়েছে বলে জাতিসংঘের যৌথ মানবাধিকার দপ্তর (ইউএনজেএইচআরও) মার্চে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। মার্চে প্রকাশিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে অধিকাংশ বেসামরিক হত্যার জন্য দায়ী সিওডিইসিও ও তাদের মিত্র আরেক মিলিশিয়া গোষ্ঠী অ্যালাইড ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস (এডিএফ)।

গাজাতে এক কোটি লিটার জ্বালানি পাঠাচ্ছে ইরাক

আন্তর্জাতিক ডেস্কক : ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে এক কোটি লিটার জ্বালানি পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে ইরাক সরকার। এছাড়া গাজার আহত ফিলিস্তিনিদের গ্রহণ এবং তাদের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। গত রোববার ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি এ ঘোষণা দেন। এক বিবৃতিতে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী জানান, তার দেশ গাজার বাসিন্দাদের জন্য ১ কোটি লিটার জ্বালানি পাঠাবে। গতকাল সোমবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। ছয় মাসের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে জ্বালানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

কলেরা থেকে বাঁচতে গিয়ে সাগরে ডুবে নিহত ৯১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকের উত্তর উপকূলে নৌকা ডুবে ৯০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। নিহতদের মধ্যে অনেক শিশু রয়েছে বলেও জানা গেছে। নিহতরা সবাই কলেরা মহামারী থেকে বাঁচতে মাছ ধরার ছোট নৌকায় করে লুঙ্গা থেকে মোজাম্বিক দ্বীপে যাচ্ছিল। সে সময়ই এই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। গতকাল সোমবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি।

নামপুলা প্রদেশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মাছ ধরার নৌকাটিতে ১৩০ জন যাত্রী ছিল। তারা নাম্পুলা প্রদেশের একটি দ্বীপে যাওয়ার জন্য নৌকাটিতে উঠেছিল। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। নামপুলা প্রদেশের সেক্রেটারি অফ স্টেট জেইম নেটো জানান, 'নৌকাতে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়া হয়েছিল এবং এটি যাত্রী বহনের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই এক পর্যায়ে নৌকাটি ডুবে যায়। গত বছরের জানুয়ারি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাবের কারণে নামপুলা প্রদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাতিসংঘের সংস্থা ইউনিসেফ জানিয়েছে, কলেরার বর্তমান প্রাদুর্ভাব গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপভাবে ছড়াচ্ছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে, সরকারি হিসেবে শুধুমাত্র মোজাম্বিকেই ১৩ হাজার ৭০০ জন আক্রান্ত এবং ৩০ জনের মৃত্যুর খবর জানা গেছে।

বিনোদন

যে কারণে ভক্তের গায়ে হাত তুললেন জ্যাকি

বিনোদন ডেস্ক : জ্যাকি শ্রফ নব্বইয়ের দশকে বলিউডে অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক ছিলেন। 'হিরো', 'দুশমনি', 'আল্লা রাখা', 'পরিন্দা' 'শপথ', 'কুদরত কা কানুন'সহ অনেক সিনেমায় তিনি নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। জ্যাকি ইদানীং অবশ্য কাজ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি 'জগ্গু দাদা' নামেই বেশি পরিচিত। এ মুহূর্তে তার ছেলে টাইগার শ্রফ বলিউডের অন্যতম সফল নায়ক। তার মেয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক পরিচিত। জ্যাকি এমনিতে খোশমেজাজেই থাকেন। নতুন প্রজন্মের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উৎসাহিতও করেন। তবে এবার এক অনুরাগীর গায়ে হাত তুললেন অভিনেতা! সম্প্রতি মুম্বাইয়ে এক অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের হচ্ছিলেন জ্যাকি। সেই সময় আলোকচিত্রীসহ অনুষ্ঠান কক্ষের নিরাপত্তারক্ষী এবং অনুরাগীরা তাকে ঘিরে ধরেন। অভিনেতার সঙ্গে ছবি তুলবেন, এটুকুই আবদার ছিল। এক অনুরাগী সেলফি তুলতে গিয়ে তার কোমরে হাতে দিয়ে ফেলায় রেগে যান জ্যাকি। তিনি এক ভক্তের মাথায় থাপ্পড় মারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কি মেয়ে যে, কোমরে হাত দিচ্ছ।

ফিলিস্তিনিদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন পরিচালক জোনাথন গ্লেজার

বিনোদন ডেস্ক : এ বছর অস্কারের মঞ্চে গাজায় চলমান সহিংসতা নিয়ে কথা বলেছেন যে কয়জন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অস্কার বিজয়ী পরিচালক জোনাথন গ্লেজার। গত ১০ মার্চ সেরা আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অস্কার জিতেছে গ্লেজারের চলচ্চিত্র 'দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট'। পুরস্কার পাওয়ার পর নিজের ভাষণে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অস্কার মঞ্চে গ্লেজার গাজায় অসহায়দের প্রতি নিজের সহমর্মিতা জানান এবং এই চলমান আগ্রাসন বন্ধের আহ্বান জানান। তবে গ্লেজার শুধু মুখেই বুলি আওড়াননি, বাস্তবেই তিনি মাঠে নেমেছেন গাজাবাসীর পক্ষে। ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য নিজের সিনেমার পোস্টার নিলামে তুলেছেন অস্কার বিজয়ী পরিচালক জোনাথন গ্লেজার। গত ২ এপ্রিল এ নিলাম শুরুর পর থেকে এরই মধ্যে ৫২ হাজার ৮০০ ডলারের (৫৭ লাখ ৫৫ হাজার টাকা) অনুদান সংগ্রহ হয়েছে। 'জোন অব ইন্টারেস্ট' প্রযোজক জেমস উইলসনের সঙ্গে নিজের ছবির সাতটি পোস্টার নিলামে তোলেন জোনাথন গ্লেজার। যেখানে ২০১৪ সালে নিজের সিনেমা 'আন্ডার দ্য স্কিন'-এর পোস্টারও নিলামে তোলেন তিনি। এসব পোস্টারে গ্লাজার, উইলসন এবং সুরকার মাইকা লেভির অটোগ্রাফ রয়েছে। ফলে অনেকেই সেটি লুফে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এরই মধ্যে নিলামে তিন হাজর ৪৫০ ডলার দাম উঠেছে এসব পোস্টারের। এ ছাড়া সহযোগিতাও করছেন অনেকেই। ছয় মাস ধরে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলমান রয়েছে।

ঢাকায় আসার তারিখ জানালেন আতিফ আসলাম

বিনোদন ডেস্ক : অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হলো। চলতি বছরের ১৯ এপ্রিল ঢাকায় কনসার্ট মাতাবেন বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী

আতিফ আসলাম। গত রোববার বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে বিষয়টি জানিয়েছেন এই তারকা নিজেই। আতিফ জানান, আগামী ১৯ এপ্রিল রাজধানীর বসুন্ধরার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে লেট'স ভাইবের আয়োজনে অনুষ্ঠিত কনসার্টে পারফর্ম করবেন তিনি। এর আগেই পা রাখবেন ঢাকার মাটিতে। এর আগে গত মার্চের শেষের দিকে ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে আতিফ জানান, শিগগিরই বাংলাদেশে আসতে যাচ্ছেন তিনি। তবে সে সময় দিনক্ষণ জানাননি। গত রোববারই কনসার্টের সময় ঘোষণা করলেন এই তারকা।আতিফ আসলাম বাংলাদেশে আসার তারিখ ঘোষণার পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ভক্তরা। পছন্দের তারকাকে কাছ থেকে দেখার আগ্রহ, উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন তারা। এর আগে ২০১৩ সালে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে ঢাকায় এসেছিলেন আতিফ আসলাম। দীর্ঘ ১১ বছর পর আবারও ঢাকায় পা রাখতে পারেন জনপ্রিয় এই তারকা। ২০০২ সালে পাকিস্তানে বন্ধুদের নিয়ে ''জাল'' নামে একটি ব্যান্ড করেছিলেন আতিফ, সেই ব্যান্ডের প্রথম অ্যালবাম 'জাল পরি' প্রকাশের পর রাতারাতি পরিচিতি পান তিনি। অ্যালবামের ''ভিগি ইয়াদিন'', ''মাহি ভে'', ''আখন সে'' ও ''জাল পরি'' গানগুলো পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে ভারতেও আলোচিত হয়। ২০০৫ সালে বলিউডের পরিচালক ও প্রযোজক মহেশ ভাটের হাত ধরে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন আতিফ আসলাম। ''জেহের'' সিনেমায় ''ও লামহে ও বাতে'' গানে কণ্ঠ দিয়ে সাড়া ফেলেছিলেন তিনি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, একের পর এক হিট গান উপহার দিয়েছেন আতিফ। ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ গানই বলিউডের করেছেন তিনি, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে তাকেসহ একাধিক পাকিস্তানি শিল্পীকে কয়েকবার বলিউড থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে। গানের বাইরে ২০১১ সালে পাকিস্তানি ''বোল'' সিনেমায় অভিনয়ও করেছেন তিনি, এর বাইরে কয়েকটি মিউজিক ভিডিওতে পাওয়া গেছে তাকে।

বাংলাদেশে হিন্দি ছবি আসুক এটা চাই না: ঝন্টু

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের চেয়েও বাংলাদেশে বেশি জনপ্রিয় দেলোয়ার জাহান ঝন্টু। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে এমনটাই জানিয়েছেন এই নির্মাতা। সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাক্ষাতকারে দেলোয়ার জাহান ঝন্টু বলেন, শাহরুখ খান ওখানে যে পরিমাণ জনপ্রিয়, তারচেয়ে আমার দেশে আমি বেশি জনপ্রিয়। কে আমার নাম না জানে? আমি বলি না যে ওর থেকে আমি বেটার। আমার নাম ওর থেকে বেশি জানে আমার দেশে। ঝন্টু আরও বলেন, চলচ্চিত্র আমাকে সুনাম দিয়েছে। ২০ কোটি লোকের মধ্যে ১৮ কোটি লোক আমার নাম জানে। আপনি রাস্তায় যান, যে কোনো রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেন। রিকশাওয়ালাকে যদি বলেন, শাহরুখ খানরে চেনোস, তখন ওই রিকশাওয়ালা কয় ওর বাপের নাম কী, বাড়ি কই? তাকে যদি বলেন, দেলোয়ার জাহান ঝন্টুরে চেনোস? হ, ওই যে সিনেমা বানায়।নির্মাতা বলেন, আমি সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না। সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাবো কেন? তবে আমার কোনো শত্রু নেই। সবাই জানে আমি স্পষ্ট কথা বলি। তবে যেখানে সত্য কথা বললে আমাকে গুলি করে দেবে, সেখানে সত্য কথা বলবো না। দর্শক বেড়েছে কিন্তু মানুষ হলে কম যায়-এমনটাই অভিমত তার। বললেন, চলচ্চিত্রের দর্শক বেশি হয়েছে। কারণ এখন ইউটিউব বা ইন্টারনেট আসায় মানুষ এক টিপ দিলেই পৃথিবীর সব ছবি দেখতে পায়। সিএনজি ভাড়া করে কিংবা রিকশা ভাড়া করে সিনেমা হলে গিয়ে ৩০০ টাকা দিয়ে সিনেমা দেখার লোক কমে গেছে। চাইলেই ঘরে বসে অর্ধেক ছবি দেখে পরে যখন সময় হবে তখন সেখান থেকে আবার শুরু করতে পারবে। হিন্দি ছবির বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বললেন, হিন্দি ছবি আছে শুধু অল্প কয়টা ছাড়া প্রচুর ছবি আছে সেগুলোর ব্যবসা হয় না। সেসব আসে না তাই আমরা জানি না। আর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি ছবি গেলে সেখানে লাভের একটা অংশ দিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তো হয় না। এই যে কয়দিন আগে শাহরুখের ছবি আসলো। তবে আমি বাংলাদেশে হিন্দি ছবি আসুক এটা চাই না, ভালো হলেও চাই না; মন্দ হলেও চাই না। বর্তমানে অপারেশন জ্যাকপট সিনেমা নির্মাণ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তিনি।

বিলাসবহুল মার্সিডিজ কিনলেন কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক : রাজনীতিতে যোগদানের পরই নতুন গাড়ি কিনলেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। গত রোববার সকালে মুম্বাইয়ে নতুন গাড়িতে চড়ে পাপারাৎজিদের সামনে হাজির হন বলিউড 'কুইন'। কঙ্গনার এই গাড়িটি মার্সিডিজ মেব্যাক জিএলএস। কঙ্গনার আরও একটি মার্সিডিজ গাড়ি রয়েছে, মার্সিডিজ মেব্যাক এস ৬৮০। ভারতীয় বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে, কঙ্গনার কেনা নতুন মার্সিডিজ মেব্যাক জিএলএস গাড়ির দাম ২.৪৩ কোটি টাকা। বেশ কয়েকজন বলিউড তারকা যেমন- অর্জুন কাপুর, আয়ুষ্মান খুরানা, নীতু কাপুর এবং রণবীর সিংয়ের মতো তারকাদের গ্যারেজে রয়েছে এই গাড়ির কালেকশন।

এটি কঙ্গনার দ্বিতীয় মার্সিডিজ গাড়ি। কঙ্গনার কাছে ছিল মার্সিডিজ মেব্যাক এস ৬৮০, যার দাম ৩.৬ কোটি টাকা। মেনস এক্সপি'র রিপোর্ট অনুসারে, একটি বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজের ৭৩০ এলডি, একটি মার্সিডিজ জিএলই ৩৫০ডি সাভ এবং একটি অডি কিউ-৩ রয়েছে কঙ্গনার গাড়ির কালেকশনের মধ্যে। মুম্বাইয়ে তাঁর দুটি সম্পত্তি রয়েছে, যার একটি অফিস এবং একটি বাড়ি। ২০২৪ সালের ভারতের লোকসভা নির্বাচনের হাত ধরেই রাজনীতির ময়দানে পা রাখলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। বিজেপির পক্ষ তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। পদ্ম শিবিরের হয়ে তিনি এবার হিমাচল প্রদেশের মান্ডি কেন্দ্র থেকে লড়বেন। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পরই প্রচার শুরু করে দিলেন হিমাচলের মান্ডির ঘরের মেয়ে কঙ্গনা। এরই মাঝে তাঁর নতুন গাড়ি কেনার খবর এসেছে। সামনে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে কঙ্গনা রানাওয়াতের 'এমার্জেন্সি।' ভারতের জরুরি অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি এই সিনেমাতে কঙ্গনাকে দেখা যাবে ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে। এতে আরও অভিনয় করেছেন অনুপম খের , শ্রেয়াস তালপাড়ে , মহিমা চৌধুরী এবং মিলিন্দ সোমান। সিনেমাটি পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন কঙ্গনা নিজেই।

ছেলেকে ঘিরেই এখন আমার প্রেম: পরী

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমণি। বিরতি কাটিয়ে মন দিয়েছেন অভিনয়ে। বর্তমানে টলিউডে অভিষেক সিনেমা 'ফেলুবক্সী'র শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। আর সেকারণে অভিনেত্রী রয়েছেন কলকাতায়। কাজের ফাঁকে কলকাতার স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোতে সাক্ষাৎকারও দিচ্ছেন পরীমণি। সম্প্রতি এই চিত্রনায়িকা দীর্ঘ আড্ডায় মেতেছিলেন ভারতীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে। কথা বলেছেন ব্যক্তিজীবন, ক্যারিয়ার ও ছেলে পূর্ণকে নিয়ে। এখনও প্রেমে বিশ্বাস আছে কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে পরী বলেন, 'না, আমার প্রেম এখন লকড হয়ে গেছে। ছেলে পূর্ণকে ঘিরেই এখন আমার প্রেম। তার ডায়াপার থেকে সবকিছুর সঙ্গে আমি প্রেমে জড়িয়ে আছি।' সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে পরীর জেলজীবনের প্রসঙ্গও। এ বিষয়ে নায়িকা বলেন, '২৭ দিন জেলে ছিলাম। অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছি, ছেলে বড় হলে পড়বে। পরী জেলে গেল, এটা সবাই জানেন, আর মামলাটা যে খারিজ হয়ে গেল, সেটা অনেকেই জানেন না। মানে এ বিষয় কোথাও প্রচার হতে দেখলাম না।' এছাড়া প্রথমদিকে সন্তানের নাম রাজ্য রেখেছিলেন পরীমণি। পরে সেই নামটি পাল্টে রেখেছেন তিনি। সত্যিকার অর্থে ছেলের নাম কী- এমন প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বসুন্দরী'খ্যাত এই অভিনেত্রী বলেন, 'রাজ আর আমার ডিভোর্সের কথা হচ্ছিল যখন, তখন থেকেই বাসায় ছেলেকে আর রাজ্য বলে কেউ ডাকে না। নানাভাইয়ের দেওয়া পূর্ণ নামেই ডাকে। কাগজে কলমে ওর নাম শাহীন মুহম্মদ পূর্ণ। আর আমি ডাকি পদ্মফুল।' পরীমণি কথা বলেছেন প্রয়াত নানাভাইকে নিয়েও। তার কথায়, 'এখনও ভুলে যাই যে নানাভাই

নেই। ঈদের শপিংয়ের কথা উঠতেই সবার প্রথমে নানাভাইয়ের কথা ভাবি, কল দিতে যাই। কিন্তু পরে মনে হয়, নানাভাই তো নেই।' এদিকে টলিউডে আরও কোনো সিনেমায় কাজের কথাবার্তা হচ্ছে কি-না জানতে চাইলে পরী বলেন, 'আমি তো চাই কাজ পুরোদমে করতে। কিন্তু পদ্মকে সময় দিতে চাই আরেকটু। ও এখন কথা বলার চেষ্টা করছে। ছেলের এই সময়ে তার কাছে থাকতে চাই।' উল্লেখ্য, 'ফেলুবক্সী' সিনেমাটি পরিচালনা করছেন দেবরাজ সিনহা। এতে পরীমণির সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন সোহম ও মধুমিতা সরকার। এদিকে দেশে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে তার শেষ করা সিনেমা 'ডোডোর গল্প'। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এই সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রেজা ঘটক।

নাঙ্গলকোটে ১লাখ ৭০ হাজারে ১০লাখ সুদ দিয়ে মিলছে না মুক্তি

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা প্রতিনিধি : কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে ভাতা দেয়ার কথা বলে ও মায়ের ভাতা আবেদনে পুত্রের স্বাক্ষর লাগবে বলে একই পরিবারের ৩জনের কাছ থেকে সাদা কাগজ ও স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে এখন ৪২লাখ টাকা দিতে হুমকি ধমকি ও হামলার অভিযোগ উঠেছে বাচ্চু মিয়া নামে এক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত বাচ্চু মিয়া উপজেলার পেরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ সাবেক সদস্য ও কাকৈরতলা গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে। এ ঘটনায় রবিবার দুপুর ১টার দিকে স্থানীয় কাকৈরতলা বাজারে একই গ্রামের বৃদ্ধ রিকশা চালক আব্দুল খালেকের উপর হামলার ঘটনায় ভূক্তভোগী পরিবার জীবন বাঁচাতে জাতীয় জরুরী সেবায় ৯৯৯ নাম্বারে ফোন করে। এছাড়াও সুদের টাকার জন্য কাকৈরতলা গ্রামের আব্দুল ওহাবের টিন সেড ঘর খুলে নেয়া, একই গ্রামের মানসিক প্রতিবন্ধী নুর মিয়ার স্ত্রীর জমি লিখে নেয়া, ওমর ফারুকের কাকৈরতলা বাজারে দোকান ঘর দখল, পাশ্ববর্তী বড় স্বাঙ্গীশ্বর গ্রামের আবুল কালাম মজুমদারের গরু নিয়ে যাওয়া, একই গ্রামের মোজ্জামেল হোসেনের জমি লিখে নেয়া, কাদবা গ্রামের রিকশা চালক আব্দুল মালেকের বসত বাড়ি লিখে নেয়া ও কাকৈরতলা গ্রামের খন্দকার বাড়ির আবুল হোসেনকে সুদের টাকা পাওয়ার দাবি করে কাকৈরতলা বাজারে গাছের সাথে বেঁধে রাখার অভিযোগ রয়েছে মেম্বার বাচ্চু মিয়ার বিরুদ্ধে। ভূক্তভোগী আব্দুল খালেক বলেন, আমার বসত ঘরটি ভেঙ্গে যাওয়ায় আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার বাচ্চু মিয়ার কাছ থেকে ২০১৪ সালে ৭০হাজার টাকা সুদে নিয়ে ঘর মেরামত করি এবং ২০১৬ সালে পারিবারিক একটি সমস্যায় পড়ে আরো ১লাখ টাকা মেম্বারের কাছ থেকে সুদে ঋণ নেই। পরে ২০১৭ সালে বসত বাড়ি বিক্রি করে ওই টাকা সুদে আসলে ৪লাখ টাকা মেম্বারকে পরিশোধ করি। পরে মেম্বার সুদের আরো টাকা দাবি করলেও আমি টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করি। মেম্বারকে টাকা দেয়ার কিছু দিন পর তিনি আমাকে বলেন ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে বয়স্ক ভাতার তালিকা হচ্ছে আমি ও আমার স্ত্রীর আইডি কার্ড দিতে হবে। আমরা মেম্বারকে আমাদের আইডি কার্ড দিলে পরে তিনি ভাতার আবেদনের কথা বলে ২টি সাদা কাগজে আমাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর নেয়। এর কয়েক দিন পর আমার ওমান প্রবাসী ছেলে মহিন উদ্দিন পলাশ দেশে আসলে একই কায়দায় কাকৈরতলা বাজারে একটি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেয় মেম্বার বাচ্চু। সম্প্রতি মেম্বার বাচ্চু মিয়া আমাদের কাছে ৪২লাখ টাকা দাবি করে আসছে। আমার ছেলে তার কাছ থেকে আমাদের পরিবারটিকে মুক্ত করতে ঋণ করে আরো ৬লাখ টাকা দিতে রাজি হয়েছে কিন্তু সে কোন ভাবেই মানছে না। এ ব্যাপারে আমরা স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করি। সর্বশেষ রবিবার রিকশা চালক আব্দুল খালেকের উপর কাকৈরতলা বাজারে হামলা চালায় মেম্বার বাচ্চু মিয়া। এসময় মেম্বারের হাত থেকে নিজের স্বামীর জীবন বাঁচাতে ৯৯৯ নাম্বারে কল করে বৃদ্ধা মুর্শিদা বেগম। অপর ভূক্তভোগী কাকৈরতলা গ্রামের খন্দকার আবুল হোসেন বলেন, আমি মেম্বার বাচ্চু মিয়ার সুদের কারবারের বিষয়ে প্রতিবাদ করায় সে একটি ভুয়া ডকুমেন্ট তৈরি করে আমাকে বাজারে বেঁধে রাখে।

রোদ আর গরমে হাঁপিয়ে উঠেছেন রিকশাচালক। সড়কের পাশে রিকশা থামিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছেন। চৌহাট্টা এলাকা, সিলেট।

কুলিয়ারচরে ছিনতাই ও জুয়াখেলায় গ্রেফতার ৫

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি: কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার থানার অফিসার ইনচার্জ সারোয়ার জাহানের নির্দেশে গতকাল সোমবার সকালের দিকে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২ জন ও জুয়াখেলায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছেন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন বেলাব উপজেলার তানা লক্ষীপুর গ্রামের শহীদুল্লার ছেলে মো: রুবেল মিয়া (৩৫), পূর্ব রায়পুরা গ্রামের কাসেম মিয়ার ছেলে রাসেল উরফে রবিন (২০), মৃত আইনচান মিয়ার ছেলে হারুন মিয়া (৪৫), মৃত গোলাপ মিয়ার ছেলে শাহআলম (৩৭), হাশেম মিয়ার ছেলে রুবেল মিয়া (৩০), তাদের সবার বাড়ি কুলিয়ারচর উপজেলার ধোপাখালি বলে পুলিশ নিশ্চিত করেন।

বরিশালে অবৈধ জাল-জাটকা জব্দ

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার হিজলা ও মুলাদী উপজেলায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ জাল ও জাটকা জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি জাটকা বিক্রির অপরাধে একজনকে জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার সকালে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন হিজলা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম জানান, মৎস্য অধিদপ্তর, উপজেলা প্রশাসন, র‍্যাব-৮, হিজলা নৌপুলিশ ও মুলাদী থানা পুলিশ সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে দুই লাখ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও একটি মশারি জাল পাশাপাশি ২ হাজার ২০০ কেজি জাটকা মাছ জব্দ করেছে। পরবর্তীতে মুলাদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ নিজাম উদ্দিনের পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের নির্দেশে জব্দ করা প্রায় ৪৫ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। এছাড়া জব্দ করা জাটকা বিভিন্ন এতিমখানা, মাদরাসা ও দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। একইসাথে জাটকা বিক্রির অপরাধে মুলাদীর চর লক্ষীপুর গ্রামের ইউসুফ খানকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এশিয়ার তৃতীয় সর্বোচ্চ মিনার সৌন্দর্যে মুগ্ধ দর্শনার্থীরা

বরিশাল প্রতিবেদক : ভৌগলিক দিক থেকে চন্দ্রদ্বীপ, বাকলা পরবর্তীতে বরিশালে পরিণত হওয়া ৫০ হাজার বছর বয়সের এই জনপদের নবপরিচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মাত্র ১৭ বছর বয়সের অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপনা। প্রতিবছর দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভ্রমণপিপাসুরা বরিশালে ছুটে আসেন এই স্থাপনার গোধূলী আর সন্ধ্যা পরবর্তী সৌন্দর্য উপভোগ করতে। আগত দর্শনার্থীরা এখানে এসে প্রকৃতি ও নয়নাভিরাম এই স্থাপনার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছেন। ধারনা করা হচ্ছে- আসন্ন ঈদ-উল ফিতরের সময় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও হাজার-হাজার দর্শনার্থীদের পদচারনায় মুখরিত হয়ে উঠবে বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া ইউনিয়নের চাংগুরিয়া গ্রামে অবস্থিত সৌন্দর্যে ঘেরা বায়তুল আমান জামে মসজিদ কমপ্লেক্স এলাকা। গুঠিয়া ইউনিয়নে স্থাপিত হওয়ায় এটি গুঠিয়া মসজিদ নামে সবার কাছে ব্যাপক পরিচিত। বরিশাল শহর থেকে নয়নাভিরাম মসজিদের দূরত্ব মাত্র ২১ কিলোমিটার। চাংগুরিয়া গ্রামের ব্যবসায়ী এস সরফুদ্দিন আহম্মেদ সান্টু ব্যক্তি উদ্যোগে ২০০৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪ একর জমির ওপরে মসজিদ ও ঈদগাহ কমপ্লেক্সের কাজ শেষ হয় ২০০৬ সালে। নির্মাণকাজে ২ লাখ ১০ হাজার নির্মাণ শ্রমিক কাজ করেছেন। মসজিদ এলাকায় রয়েছে ছোট-বড় ১৩টি গম্বুজ। মসজিদের মূল মিনারের উচ্চতা ১৯৩ ফুট। বিবেচনা করা হয় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ মিনার। বায়তুল আমান জামে মসজিদের মূল ভবনে একসাথে জামায়াতে প্রায় দেড় হাজার মুসল্লী নামাজ আদায় করতে পারেন। আর ঈদগাহ ময়দানে একসাথে ২০ হাজারেরও বেশি মুসুল্লী অংশগ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশপথের বামে নির্মিত হয়েছে একটি স্তম্ভ। মসজিদের স্তম্ভটি বিশ্বের ২১টি পবিত্র স্থানের মাটি ও জমজমের পানি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। মাটি সংগ্রহ করা স্থানগুলো হলো-পবিত্র কাবা শরিফ, আরাফার ময়দান, মুজদালিফা, ময়দানে মিনা, জাবালে নূর, জাবালে সূর, জাবালে রহমত, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মস্থান, হযরত হাওয়ার (আ.) কবরস্থান, মসজিদে রহমত, মসজিদে কু'বা, অহুদের যুদ্ধের ময়দান, হযরত হামজা (রা.) মাজার, মসজিদে আল কিবলাতাইন, মসজিদে হজরত আবু বকর (রা.), জান্নাতুল বাকি, মসজিদে নববী, জুলহুলাইফা-মিকাত, বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) হাতের লেখা তাবিজ ও মাজারে পাওয়া দুটি পয়সা এবং হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এর মাজারের মাটি।

সেচ সংকট নেই, চাঁদপুরে ৬৩ হাজার হেক্টরে বোরো আবাদ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : জেলায় এ বছর ৬৩ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। ইতোমধ্যে ধান পাকতে শুরু করেছে। কয়েকবার বৃষ্টি হওয়ার কারণে সেচের কোনো ধরনের সংকট দেখা দেয়নি। বিদ্যুতের লোডশেডিং থাকলেও স্কিম ম্যানেজারদের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আসেনি। কৃষি বিভাগ বলছে, এখন পর্যন্ত জেলায় সেচের কোনো সংকট নেই। যেকোনো মিষ্টি খাবারের রেসিপিতে থাক, প্রাকৃতিক ও নিরাপদ জিরোক্যাল-এর মিষ্টি স্বাদ সোমবার (০৮ এপ্রিল) সকালে সদর উপজেলার বাগাদী, বালিয়া, লক্ষ্মীপুর ও চান্দ্রা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মাঠগুলো ঘুরে দেখা গেছে, বোরে ধানের জমির প্রত্যেকটিতে পানি আছে। ধানের রং খুবই ভালো। সেচ প্রকল্পের ধান এখনও কাঁচা এবং বাইরের জমিতে পাকা শুরু হয়েছে। বাগাদী ইউনিয়নের ব্রাক্ষণ সাখুয়া গ্রামের কৃষক সোলাইমান খান বলেন, লোডশেডিং ও গরম পড়েছে কয়েকদিন। তবে বৃষ্টি হওয়ার কারণে জমিতে পানির সংকট দেখা দেয়নি। অনেকের জমির ধান পাকতে শুরু করেছে। একই ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং সেচ প্রকল্পের বাহিরের নিজ গাছতলা গ্রামের কৃষক জাকির হোসেন বলেন, সেচ প্রকল্পের বাইরে নদীর তীরবর্তী জমিগুলোর ধান এক সপ্তাহের মধ্যে কাটা শুরু হবে। এই সময় জমিতে পানি না থাকলে ভালো হয়। লোডশেডিং হলে আমাদের কোনো সমস্যা কিংবা প্রভাব পড়েনি। চাঁদপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. সাফায়েত আহম্মদ সিদ্দিকী বলেন, জেলার আট উপজেলায় ৬৩ হাজার ৪৭৫ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। বিদ্যুতের লোডশেডিং হয়েছে, কিন্তু সেচের ওপর এখন পর্যন্ত কোনো প্রভাব পড়েনি। জেলার বড় দুটি সেচ প্রকল্প ছাড়াও বাইরের স্কিম ম্যানেজারদের মধ্যে কেউ বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে অভিযোগ করেননি।

মান্দায় পুকুরে বিষ দিয়ে লাখ টাকার মাছ নিধন

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় রাতের আঁধারে পুকুরে বিষ দিয়ে অন্তত লাখ টাকার মাছ নিধন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার গভীর রাতে উপজেলার পরানপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ পরানপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনায় পুকুর মালিক আব্দুল মতিন বাদি হয়ে গতকাল সোমবার মান্দা থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। অভিযুক্তরা হলেন একই গ্রামের সোলাইমান হোসেন, হুমায়ন কবীর ও রায়হান হোসেন। ভুক্তভোগী আব্দুল মতিন বলেন, 'প্রতিবেশি সোলাইমান হোসেনের বাড়ি সংলগ্ন আমার এক বিঘা আয়তনের একটি পুকুর আছে। প্রতিপক্ষরা বিভিন্ন সময় পুকুরে ময়লা আবর্জনা ফেলে মাছের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে।

চিরিরবন্দরে মাদকসহ কারবারি আটক

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : পড়নে লুঙ্গি সাদা পোশাকে ইজিবাইকে যাত্রী সেজে বস্তায় ভরে মাদক সরবরাহের চেষ্টাকালে সাদ্দাম হোসেন (৩৬) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। গত ৫ এপ্রিল শুক্রবার দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার কুতুবডাঙ্গা বাজারের দূর্গাপুর নতুনপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার নিকট থেকে ৬০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। আটক সাদ্দাম হোসেন (৩৬) দিনাজপুর সদর উপজেলার কমলপুর ইউনিয়নের দানিহারী গ্রামের মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে। ধৃত সাদ্দাম হোসেন সীমান্ত থেকে মাদক সংগ্রহ করে পাইকারি দরে স্থানীয় মাদক কারবারিদের সরবরাহ করে আসছিল। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) দিনাজপুরের উপ-পরিচালক মো. শহিদুল মান্নাফ কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আসন্ন ঈদকে কেন্দ্র করে মাদক কারবারিরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) টিমও সে লক্ষ্যে অভিযান জোরদার রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাদক কারবারি সাদ্দাম হোসেনকে ফেন্সিডিলসহ আটক করা হয়। এসময় তিনি মাদকের চোরাচালান ও বিস্তার রোধে তথ্য দিয়ে সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

কয়রার ৩ হরিণ শিকারী আটক

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : সুন্দরবন খুলনা রেঞ্জের কাশিয়াবাদ স্টেশনের অধিনস্থ রাজিয়ার ভারানী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩ জন হরিণ শিকারীকে আটক করেছে বন বিভাগ। এ সময় তাদের নিকট থেকে ৩শ মিটার হরিণ ধরার ফাঁদ, ১ টি নৌকা সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদী উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে গত রবিবার রাত ২ টার দিকে কাশিয়াবাদ স্টেশন কর্মকর্তা নির্মল কুমার মন্ডলের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়। আটক হরিণ শিকারীরা হলেন উপজেলার জোড়শিং গ্রামের রাসেল গাজী (২৫), রায়হান ইসলাম (২৪) ও বিন-াপানী গ্রামের ওবাইদুল্যাহ ফকির (২২)। খুলনা রেঞ্জের সহকারি বন সংরক্ষক (এসিএফ) এজেডএম হাছানুর রহমান বলেন, এ ব্যাপারে বন্যপ্রানী নিধন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক ৩ হরিণ শিকারীকে কয়রা উপজেলা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

কাশে মেঘের আনাগোনা। তাই তড়িঘড়ি করে ইট পোড়াতে চুল্লিতে নিচ্ছেন শ্রমিকেরা। সাহবাজপুর এলাকা, রংপুর।

জামালপুরে হাসপাতালকে জরিমানা, অপারেশন থিয়েটার ও প্যাথলজি সীলগালা

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরে চিকিৎসা অবহেলা ও লাইসেন্স নবায়ন না থাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অপরারেশন থিয়েটার ও প্যাথলজি সীলগালা করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে শহরের শহীদ হারুণ সড়কের মানব সেবা হসপিটাল ও ডায়াগোনস্টিক সেন্টারে চিকিৎসা অবহেলার কারণে পরবর্তীতে এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। জানা গেছে, গত ২৬ মার্চ মেলান্দহ উপজেলার বাদুলিপাড়া গ্রামের শহিদুল ইসলাম(৬০) নামে এক রোগী পিত্ত পাথর সমস্যা নিয়ে মানব সেবা হসপিটাল ও ডায়াগোনস্টিক সেন্টারে ভর্তি হন। ভর্তি থাকা অবস্থায় ওই রোগীকে কোন চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা না দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একজন উপ সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের মাধ্যমে চিকিৎসা দেন। এতে রোগীর অবস্থা গুরুত্বর হওয়ায় গত ২৮ মার্চ শহিদুল ইসলামকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে রেফার্ড করা হয় এবং গতকাল তার মৃত্যু হয়। সিভিল সার্জন ডা. ফজলুল হক জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানব সেবা হসপিটাল ও ডায়াগোনস্টিক সেন্টারে চিকিৎসা অবহেলায় এক রোগী মৃত্যুর অভিযোগের বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। অভিযানে এসে আমরা অভিযোগের বিষয়ে সত্যতা পাই, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভূক্তুভোগী ওই রোগীর চিকিৎসার বিষয়ে তেমন কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। তারা কোন চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা না দিয়ে একজন উপ সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের মাধ্যমে চিকিৎসা দিয়েছেন। এছাড়াও তিন বছর ধরে হাসপাতালের লাইসেন্স নবায়ন না থাকা, কর্তব্যরত কোন চিকিৎসক না থাকা ও চিকিৎসা অবহেলার অভিযোগে মানব সেবা হসপিটাল ও ডায়াগোনস্টিক সেন্টার কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অপারেশন থিয়েটার ও প্যাথলজি সীলগালা করা হয়েছে। পরবর্তীতে যথাযথভাবে অনুমতি নিয়ে তারা অপারেশন থিয়েটার ও প্যাথলজি পরিচালনা করতে পারবে। অভিযানে সিভিল সার্জন ডা. ফজলুল হক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. উত্তম কুমার, জামালপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো: আরিফুল ইসলাম ও মেডিকেল অফিসার ডা. সানজিয়া হোসেন প্রাপ্তিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দিঘলিয়ায় বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা কৃষকের

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় চলতি মৌসুমে কৃষকেরা ব্যাস্ত সময় পার করছেন তাদের রোপা ধানের পরিচর্যায়। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে মাঠে পানি সেচ, জমির আগাছা পরিস্কার ও বালাই নাশক ঔষধ প্রয়োগে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা। তবে মাঝ পথে বিদ্যুতের ও জ্বালানি তেল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কৃষকদের কিছুটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিকমতো থাকলে সুষ্ঠুভাবে ধান ঘরে তুলতে পারবে। তবে লোকসান ঠেকাতে আগামী বোরো ধান ক্রয় মৌসুমে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার দাবি জানান তারা। কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে দিঘলিয়া উপজেলায় এবার ৪ হাজার ৯০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু আবাদ হয়েছে ৪ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমিতে। যা গত বছরের চেয়ে ২৫০ হেক্টর জমিতে বোরো চাষের উৎপাদন কম হচ্ছে। বোরো আবাদ না বেড়ে কমে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে দিঘলিয়া উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ কিশোর আহমেদ এ প্রতিবেদককে জানান, গত বছরের তুলনায় এ বছর বোরো চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মিশন ও ভিষণ বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার শীলা এর পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনায় খুলনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় অনেক পতিত জমিতে বোরো চাষ করা হয়েছে। কিন্তু দিঘলিয়ায় অনেক মাছের ঘেরে বোরো মৌসুমে বোরো ধান রোপন করা হতো। কিন্তু অনেক মাছের ঘের মালিক মাছের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় ঘেরে মাছ রেখে দিয়েছে। পাশাপাশি অনেক চাষের জমি আবাসস্থল গড়ে তোলার জন্য বালি ভরাট করার কারণে আবাদী জমি ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। তাই ফসলী জমি ঠেকাতে এ জনপদের ভূমি ব্যবসায়ীদের জন্য কঠোর নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ প্রয়োজন। দিঘলিয়ায় চাষ হওয়া ধানের মধ্যে ব্রি-ধান ২৮, ব্রি-ধান ৫০, ব্রি-ধান ৬৭, ব্রি-ধান ৭৪, ব্রি-ধান ৮৯, ব্রি ধান-৯২, বঙ্গবন্ধুসহ হাইব্রিড ধান চাষ হয়েছে।

দেবহাটায় মেরিন ফিসারিজ প্রকল্পের আওতায় খাল খননের উদ্বোধন

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্পের আওতায় খাল খনন কার্যক্রম এর উদ্বোধন করা হয়েছে। দেবহাটা উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার কার্য্যালয়ের আয়োজনে সোমবার ৮ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১০টায় ঢেপুখালী এলাকায় আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দেবহাটা উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন দেবহাটা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুজিবর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য অফিসার আনিসুর রহমান।

ফুলবাড়ীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দি-কাশির প্রদুর্ভাব

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ঘরে ঘরে বাড়ছে সর্দি, জ্বর ও কাশির প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন সব বয়সী মানুষ। অধিকাংশ মানুষই পাড়া-মহল্লার দোকান থেকে ওষুধ কিনে সেবন করছেন। কেউ কেউ হাসপাতালে যাচ্ছে। উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের পাঠকপাড়া গ্রামের আলতাফ হোসেন বলেন, চারদিন ধরে তিনি সর্দি, জ্বর ও কাশিতে ভুগছেন। এলাকার গ্রাম্য চিকিৎসের দেওয়া ওষুধ সেবন করছেন। উপজেলার খয়েরবাড়ী ইউনিয়নের পূর্ব নারায়ণপুর গ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কলেজ শিক্ষার্থী অমলী হেম্ব্রম বলেন, হঠাৎ করে গত দুইদিন থেকে সর্দি, জ্বরের সাথে কাশি ও গলা ব্যাথা শুরু হয়েছে। এজন্য তিনি ফুলবাড়ী পৌরশহরে কম্পিউটার শিখতে যেতে পারছেন না। পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মীপুর বাজার থেকে স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে খাচ্ছেন। আলাদিপুর ইউনিয়নে গোকুল গ্রামের গৃহবধূ শ্যামলী রানী বলেন, তার চার বছরের শিশু সন্তান এক সপ্তাহ ধরে জ্বর ও সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ওষুদ এনে খাওয়াচ্ছেন। এখন একটু সুস্থ হওয়ার দিকে। এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক চিকিৎসক বলেন, এক ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণে লোকজন জ্বর, সর্দি ও কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। তবে জ্বর, সর্দি ও কাশি বেশি দিন স্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খেতে হবে। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে।

মান্দায় প্রণোদনার সার-বীজ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় খরিপ-১ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে পাট, আউশ ধান ও গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজের বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে পরিষদের হলরুমে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এসএম ব্রহানী সুলতান মামুদ গামা। এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান এমদাদুল হক মোল্লা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজিম উদ্দিন মণ্ডল, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সীমা কর্মকার, কাঁশোপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো. শহিদুল্লাহ, উপসহকারী নাজমুল হক টুটুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সরাইলে ২৩ রোগী পেল ১৮৪০০০ টাকা

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দরিদ্র অসহায় ২৩ রোগী পেল ১৮৪০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ প্রত্যেক রোগীর জন্য ৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলা মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের হাতে নগদ টাকা তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মেজবা উল আলম ভূঁইয়া।

সরাইলের কুখ্যাত ডাকাত শফিকুল গ্রেপ্তার

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের কুখ্যাত ডাকাত শফিকুল ইসলামকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছেন সরাইল থানা পুলিশ। গত রোববার রাত ১০টার দিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই আঞ্চলিক সড়কের ধর্মতীর্থ এলাকার আজম ব্রিকসের সামনের সড়ক থেকে শফিকুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তল্লাশি চালিয়ে তার কোমর থেকে সুইচ গিয়ারযুক্ত একটি ষ্টীলের চায়না শফিকুল ধর্মতীর্থ ধারালো চাকু উদ্ধার করা হয়েছে। শফিকুল ধর্মতীর্থ বিলের পাড় এলাকার আ: রশিদ মিয়ার ছেলে। পুলিশ জানায়, গত ৫ এপ্রিল শুক্ররাতে ওই সড়কে প্রতিবন্ধকতা তৈরীর মাধ্যমে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে টহল পুলিশের উপস্থিতি টের পের পালিয়ে ডাকাত দল।

ফুলবাড়ীতে কাঁচা মরিচ চাষে সফলতার মুখ দেখছেন কলেজ পড়ুয়া নির্মল

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : ইউটিউব দেখে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলায় মালচিং পদ্ধতি ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে কাঁচা মরিচ চাষাবাদ করছেন কলেজ পড়ুয়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী নির্মল মার্ডী। তিনি উপজেলার ৯নং শিবনগর ইউনিয়নের আমডুঙ্গি গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামের মৃত বিরাম মার্ডীর এবং সুখি টুডুর ছেলে। এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা করছেন মা সুখি টুডু। জমিকে উত্তমরূপে তৈরি করে প্রয়োজনীয় জৈব ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে বেড তৈরি করে মালচিং পেপার বিছিয়ে সেখানে নির্দিষ্ট দূরত্বে পরপর ছিদ্র করে চারা রোপণ করে কাঁচামরিচ চাষ করছেন। এ পদ্ধতিতে কাঁচা মরিচ চাষ করে ভালো ফলন ও দাম পাওয়ার আসা করেন তিনি। ইউটিউব দেখে গত বছর পরিক্ষামূলকভাবে মালচিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ৩০০ কাঁচা মরিচ চারা রোপণ করে কাঙ্খিত সফলতা পেয়েছেন। এবছর দেড় লাখ টাকায় ২৫ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে নামধারী-১৭০১, মধুমতি ও বিজলী ২০২০ জাতের মরিচ বাণিজ্যিকভাবে চাষ করছেন। সদস্য স্নাতক পাস করা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী নির্মল মার্ডী বলেন, মালচিং পেপার ব্যবহার করে কাঁচা মরিচ চাষ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। প্রথমত একবার সার দিয়ে গাছ লাগালে পরে আর সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া মালচিং পেপারের কারণে পোকামাকড়ের আক্রমণও কম হয়। গাছের গোড়ায় ছাড়া পুরো বেড মালচিং পেপার দিয়ে ঢেকে দেওয়ায় কোনো ধরণের আগাছা জন্মাতে পারে না। আগাছা দমনে বাড়তি খরচ করতে হয় না। ফলে উৎপাদন যেমন বাড়ছে; তেমনই ফলনও অনেক বেশি হচ্ছে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষ করায় ২৫ শতক জমিতে খরচ হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার টাকা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ও কাঙ্খিত ফলন হলে সোয়া এক লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা আয় হবে। তবে তার মরিচ চাষাবাদে কৃষি বিভাগ থেকে কোনো প্রকার সহায়তা কিংবা পরামর্শ কোনটিই পাননি। এমন কি তার এলাকায় কৃষি বিভাগের কেউ দায়িত্বে আছেন কি না, তাও জানেন না এবং দেখেনও নি।

সমুদ্রপথে রাশিয়া থেকে এসেছে খাদ্য অধিদপ্তরের গম। কার্গো জাহাজ থেকে গম সরকারি গোডাউনে নিতে ট্রাকে ওঠাচ্ছেন শ্রমিকেরা। ৫ নম্বর ঘাট, খুলনা।

গম চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন সালথার কৃষক

ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরের সালথা উপজেলার কৃষকদের একসময় গম চাষে আগ্রহ থাকলেও দিনদিন গম চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন এ উপজেলার চাষিরা। তুলনামূলক কম দাম পাওয়ায় আর বেশি লাভবান হওয়ার আশায় কৃষকরা গম চাষ থেকে ঝুঁকছেন পেঁয়াজ আবাদে। যেকোনো মিষ্টি খাবারের রেসিপিতে থাক, প্রাকৃতিক ও নিরাপদ জিরোক্যাল-এর মিষ্টি স্বাদ তবে উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য বলছে, লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ বছরে সালথা উপজেলায় গম চাষ বেশি হয়েছে। তাদের দেওয়া তথ্যমতে দেখা যায়, উপজেলাটিতে গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল- ৮৫০ হেক্টর। তবে, আবাদ হয়েছে ৮৮০ হেক্টর জমিতে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩০ হেক্টর জমিতে বেশি চাষ করা হয়েছে গম।

প্রিমিয়ার লিগের ত্রিমুখী লড়াই, কে এগিয়ে?

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে একটা ধন্যবাদ দিতেই পারে আর্সেনাল এবং ম্যানচেস্টার সিটি। শিরোপা দৌড়ে লিভারপুল যেভাবে ছুটছিল, রেড ডেভিলরাই তো আটকে দিয়েছে তাদের। গতকাল রাতে ওল্ড ট্রাফোর্ডে মোহাম্মদ সালাহ শেষদিকে পেনাল্টিতে গোল না পেলে আরও বেকায়দায় পড়তো লিভারপুল। তাদের ড্র-তে এখন সম্ভাবনা বেড়েছে বাকি দুই দলেরও। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ৩১ রাউন্ডের ম্যাচ শেষ হয়েছে। তাতে এখন এক নম্বর পজিশনে আছে আর্সেনাল। আর্তেতার শিষ্যদের পয়েন্ট ৭১। দুইয়ে আছে লিভারপুল। তাদের পয়েন্টও ৭১। তবে গোলব্যবধানের কারণে পিছিয়ে আছে তারা। আর তিনে আছে ম্যানসিটি। তাদের পয়েন্ট ৭০। গত কয়েক মৌসুমের মতো এবারেও যে ইপিএলের দৌড় মৌসুমের শেষদিন পর্যন্ত যাবে, তা অনেকটাই নিশ্চিত। শীর্ষ তিন দলের সামনে বাকি আর সাত ম্যাচ। এই ম্যাচগুলো অবশ্য কিছুটা হলেও সহজ ম্যানচেস্টার সিটির জন্য। ম্যান সিটি চারটি ম্যাচ খেলবে ব্রাইটন, নটিংহাম ফরেস্ট, ফুলহাম ও টটেনহামের মাঠে। ঘরের মাঠে লুটন টাউন, উলভারহ্যাম্পটন এবং ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেড প্রতিপক্ষ বিবেচনায় টটেনহ্যামই এখানে বড় প্রতিপক্ষ। আর্সেনাল পরের সাত ম্যাচের তিনটি খেলবে প্রতিপক্ষের মাঠে। এ সময় দলটি উলভারহ্যাম্পটন, টটেনহাম, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে খেলবে তাদের মাঠে। ঘরের মাঠে আতিথ্য দেবে অ্যাস্টন ভিলা, চেলসি, বর্নমাথ ও এভারটনকে। আর্সেনালকে এই পর্যায়ে টটেনহ্যাম, ম্যান ইউনাইটেড এবং চেলসির পাশাপাশি অ্যাস্টন ভিলাকে নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে। লিভারপুলের চারটি ম্যাচ প্রতিপক্ষের মাঠে। ফুলহাম, এভারটন, ওয়েস্ট হ্যাম ও অ্যাস্টন ভিলার মধ্যে ভিলাই বড় প্রতিপক্ষ। আর ঘরের মাঠে উলভারহ্যাম্পটন, টটেনহ্যাম, ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচ আছে। যেখানে টটেনহ্যাম অবধারিতভাবে বড় নাম। সুপার কম্পিউটার বিশ্লেষক অপ্টা অ্যানালিস্টের বক্তব্য, এই মুহূর্তে তিনে থাকা ম্যানচেস্টার সিটিই শিরোপার সবচেয়ে বড় দাবীদার। লিভারপুলের ড্রয়ের পরই শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ৬.১ শতাংশ বেড়েছে ম্যানসিটির। এই মুহূর্তে তাদের সম্ভাবনা ৩৯.৭ শতাংশ। আবার এক ড্রয়ের পরেই লিভারপুলের শিরোপা সম্ভাবনা ৪৫ শতাংশ থেকে নেমে গিয়েছে ৩১.৩ শতাংশে। আর আর্সেনালের ইপিএল জয়ের সম্ভাবনা ৭.৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ শতাংশে।

“বাবরের জন্য অধিনায়কত্বের চাপ চ্যালেঞ্জিং”

স্পোর্টস ডেস্ক : যেই ব্যর্থতার কারণে গেল বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর বাবর আজমের কাছ থেকে অধিনায়কত্ব কেড়ে নিয়ে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছিল শাহিন আফ্রিদিকে। তবে প্রথম সিরিজে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এই পেসারের ওপর আর আস্থা রাখেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। মূলত আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিয়ে চাচ্ছেন না পিসিবির বর্তমান চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। তাই নতুন করে আবারও এই সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই বাবর আজমকে। যদিও এই বিষয় নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। এবার এই তালিকায় যুক্তি হলেন সাবেক পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ। সম্প্রতি তিনি জানালেন বাবরকে নেতৃত্ব সরানোর পেছনের ঘটনা। গেল পরশু লাহরের একটি ইফতার পার্টি অনুষ্ঠানে যোগ দেন জাকা আশরাফসহ পাকিস্তানদের দলের অনেক পরিচালকরা। সেখানে বাবরকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর পেছনে কারণ জানিয়ে পিসিবি চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমি লাল বলে বাবরকে নেতৃত্বে থাকতে প্রস্তাব দেই, তবে সাদা বলে নতুন কাউকে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলাম। সে বলেছিল, যদি তাকে এক সংস্করণ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সব সংস্করণ থেকেই সে পদত্যাগ করবে। আমি ওকে দলের একজন সাধারণ সদস্য হয়ে খেলতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। যেহেতু এটা স্পষ্ট হয়েছে যে অধিনায়কত্বের চাপ ওর জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল।’ এদিকে বাবরকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর পর টেস্টে শান মাসুদ ও টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। আফ্রিদির অধীনে গেল জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে পাকিস্তান। সেই সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে হারে পাকিস্তান। এখন আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে তিনি বলেন, ‘শাহিনকে আরো সময় দেওয়া দরকার ছিল, অন্তত ১ বছর। তাহলে এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ওর পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করা যেত।’

‘পাকিস্তানে ঘুরে ফিরে সেই দেশি কোচ’

স্পোর্টস ডেস্ক : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে কোচের খোঁজে আছে পাকিস্তান। সেই আলোচনায় শেন ওয়াটসন থেকে জেসন গিলেস্পি হয়ে গ্যারি কারস্টেনের নামও শোনা গেছে। কিন্তু ঘুরে আবার সেই দেশি কোচের দিকে হাত বাড়াচ্ছে পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের জন্য মোহাম্মদ ইউসুফকে অর্ন্তর্বতীকালীন প্রধান কোচের দায়িত্ব দিতে যাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের একাধিক সংবাদমাধ্যম এবং

পিটিআইয়ের খবর অনুযায়ী, নিউজিল্যান্ড সিরিজে পাকিস্তানের অর্ন্তর্বতীকালীন প্রধান কোচের দায়িত্বে থাকবেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার ইউসুফ। তাঁর সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন আরেক সাবেক ক্রিকেটার আবদুল রাজ্জাক। দুজনই বর্তমানে পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটির সদস্য। ইউসুফ অবশ্য পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রধান কোচের দায়িত্বেও আছেন। সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকেই পাকিস্তানের প্রধান কোচের পদ খালি রয়েছে। বিদেশি কোচ হিসেবে অনেকের নাম আলোচনায় এলেও শেষ পর্যন্ত কাউকেই চূড়ান্ত করতে পারেনি পিসিবি। বাধ্য হয়ে দেশিদের দিয়েই আপাতত কাজ চালাতে হচ্ছে। সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন টিম ডিরেক্টর মোহাম্মদ হাফিজ। যদিও মহসিন নাকভি পিসিবির চেয়ারম্যান হওয়ার পর হাফিজকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখন পেস বোলিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন উমর গুল এবং স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেন সাঈদ আজমল। ঘরের মাঠের নিউজিল্যান্ড সিরিজেও দুজনকে রেখে দেওয়া হতে পারে। নিউজিল্যান্ড সিরিজ দিয়ে আবার সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের অধিনায়কের দায়িত্বে ফিরছেন বাবর আজম।

দিল্লিতে যোগ দিলেন লিজাড উইলিয়ামস

স্পোর্টস ডেস্ক : দাদীর মৃত্যুতে আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন হ্যারি ব্রুক। তার শূন্যস্থান পূরণে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার লিজাড উইলিয়ামসকে দলে ভিড়িয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। উইলিয়ামসকে তার ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ রুপিতে দলে নিয়েছে দিল্লি। তাতে এবারই প্রথম আইপিএলে খেলতে যাচ্ছেন তিনি। উইলিয়ামসের আসায় দিল্লির পেস বিভাগ আরও শক্তিশালী হবে। দলটিতে আগে থেকেই আছেন আরেক প্রোটিয়া তারকা আইনরিখ নর্কিয়া। তাছাড়া রয়েছেন ইশান্ত শর্মা, খলিল আহমেদ, ঝাই রিচার্ডসন ও মুকেশ কুমার। পাশাপাশি দুজন পেস বোলিং অলরাউন্ডারও রয়েছেন- মিচেল মার্শ ও সুমিত কুমার। ক্যাপিটালসে লুঙ্গি এনগিদি থাকলেও পিঠের ইনজুরিতে আগেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। সব মিলে টি-টোয়েন্টিতে উইলিয়ামস ৮৩ ম্যাচে ১০৬ উইকেট নিয়েছেন। গড় ১৯.৭৬। প্রোটিয়াদের হয়ে তিনি অভিষেক করেছেন ২০২২ সালের এপ্রিলে। জাতীয় দলের হয়ে দুটি টেস্টের পাশাপাশি চারটি ওয়ানডে ও ১১টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ২০২৩ বিশ্বকাপেও দলটির সদস্য ছিলেন।

মালয়েশিয়ার সারির জোড়ায় মোহামেডানের বড় জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিমিয়ার হকি লিগের সুপার সিক্স পর্বে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে শিরোপা প্রত্যাশী মোহামেডান স্পোর্টিং। মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে সাদা-কালোরা ৬-৩ গোলে বাংলাদেশ পুলিশ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। মোহামেডানের মালয়েশিয়ান রিক্রুট ফয়জাল বিন সারি জোড়া গোল করেছেন। এছাড়া রাসেল মাহমুদ জিমি, শিমুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম এবং আরেক মালয়েশিয়ান ফিতরি বিন সারি একটি করে গোল করেছেন। অপরদিকে, বাংলাদেশ পুলিশ এসসির আহসান হাবিব এবং পাকিস্তানের ইহতিসাম আসলাম ও ভারতের দীপক প্যাটেল একটি করে গোল করেছেন। এ জয়ে মোহামেডানের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ন থাকলো। খেলার ১৪ মিনিটে জিমির ফিল্ড গোলে এগিয়ে যায় তারা। ১৬ মিনিটে শিমুলের ফিল্ড গোলে ব্যবধান হয় দ্বিগুণ। ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে আমিরুল গোল করলে পুলিশের সঙ্গে মোহামেডানের গোল পার্থক্য দাঁড়ায় ৩-০। ৩৯ মিনিটে আসলামের ফিল্ড গোলে ব্যবধান কমায় পুলিশ। ৪৮ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে হাবিব গোল করলে ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বীতার আভাস মেলে। কিন্তু শেষ ১০ মিনিটে আরও তিন গোল করে মোহামেডান ম্যাচটা নিজেদের আয়ত্তে নিয়েছে। ৫২ মিনিটে ফায়জাল সারির ফিল্ড গোলে ব্যবধানে ৪-২ করে তারা। ৫৫ মিনিটে ফায়জাল সারি পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল পেলে ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সাদা-কালো শিবির। ৫৬ মিনিটে দীপক পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ব্যবধান ৫-৩ করেছেন। ম্যাচের একবারে অন্তিম মুহূর্তে মোহামেডান পেনাল্টি স্ট্রোক পায়। গোল করেন ফিতরি বিন সারি। তাতেই ৬-৩ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি।

৮ গোলের ম্যাচে ভারতের ইশরাত পেলেন হ্যাটট্রিক

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিমিয়ার হকি লিগের সুপার সিক্স পর্বে দারুণ জয় পেয়েছে মেরিনার ইয়াংস ক্লাব। শনিবার মওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে ঊষা ক্রীড়া চক্রকে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে তারা। এ জয়ে উষার বিরুদ্ধে লিগের প্রথম লেগের হারের বদলা নিলো সবুজ, মিলন, কৌশিকরা। জয়ী দলের অধিনায়ক ফজলে হোসেন রাব্বি, মাঈনুল ইসলাম কৌশিক, সোহানুর রহমান সবুজ এবং দুই ভারতীয় রাজিন্দর সিং ও দীপক একটি করে গোল করেছেন। উষার ভারতীয় রিক্রুট ইশরাত ইকতিদার হ্যাটট্রিক করেও দলের হার ঠেকাতে পারেননি। খেলার তৃতীয় মিনিটে রাজিন্দর সিংয়ের ফিল্ড গোলে এগিয়ে যায় মেরিনার্স।

১২৫ বছর ধরে কেন বিদেশি খেলোয়াড় কেনে না বিলবাও

স্পোর্টস ডেস্ক : আধুনিক যুগে এসে কোনো বিদেশি খেলোয়াড় ছাড়াই একটা ফুটবল ক্লাব পরিচালিত হচ্ছে, এমন কিছু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এমনকি বাংলাদেশের লিগেও সব দলেরই প্রচেষ্টা থাকে বিদেশি খেলোয়াড় এনে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা। কিন্তু এরমাঝেও ব্যতিক্রমী এক ক্লাব অ্যাতলেটিকো বিলবাও। স্পেনের ইতিহাসে অন্যতম সফল এই ক্লাব গত ১২৫ বছর ধরে নিজেদের ক্লাবে নেয়নি কোনো বিদেশী ফুটবলারকে। অ্যাতলেটিক ক্লাব বা অ্যাতলেটিক বিলবাও, স্পেনের ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম সফল এক ক্লাব। ৮ বারের দেশটির ঘরোয়া লা লিগা চ্যাম্পিয়ন তারা। আরেক ঘরোয়া প্রতিযোগিতা কোপা দেল রের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ বার শিরোপা জিতেছে ক্লাবটি। কদিন আগেই রিয়াল মায়োর্কাকে হারিয়ে পেয়েছে এই প্রতিযোগিতার ২৪তম শিরোপা। এছাড়া ৪ বারের স্প্যানিশ সুপার কাপজয়ী দল এটি। কিন্তু ক্লাবের এত সাফল্যের মূলে নেই কোনো বিদেশি তারকা। লিগে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা কিংবা অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ যখন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করছে বিদেশি ফুটবলার আনতে, তখন বিলবাও ভরসা রেখেছে নিজেদের অঞ্চলের খেলোয়াড়দের ওপরেই। শুধু বিদেশিই না, বরং নিজ অঞ্চলের বাইরের কোনো খেলোয়াড়কেই দলে নেয়না ক্লাবটি।

স্বাস্থ্য

প্রচণ্ড গরমে সুস্থ থাকতে ডাক্তারের পরামর্শ জেনে নিন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গ্রীষ্মের শুরু থেকেই বাংলাদেশে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। বুধবার দুপুর দুইটায় ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যদিও আর্দ্রতার কারণে বাস্তবে গরম ছিল আরও বেশি। মঙ্গলবার ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, ১৮ থেকে ২০ এপ্রিলের মধ্যে তাপপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কী করতে হবে? স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসক ডা. বেনজীর আহমেদ বলছেন, গরমের সময় শুধুমাত্র সতর্ক থেকে অনেক বিপদ এড়ানোর যেতে পারে। তিনি এজন্য বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন: সূর্যের আলো এড়িয়ে চলা সকাল ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত রোদের তীব্রতা বেশি থাকে। এ সময় জরুরি কাজ না থাকলে বাইরে বের না হওয়াটাই ভালো। ছাতা ব্যবহার বাইরে বের হলে অবশ্যই ছাতা ব্যবহার করা, যাতে সরাসরি রোদের মধ্যে থাকতে না হয়। এ সময় চওড়া কিনারাযুক্ত টুপি, ক্যাপও ব্যবহার করা যেতে পারে। ডা. বেনজীর আহমেদ বলছেন, যারা মাঠেঘাটে কাজ করেন, তারা মাথাল্ক মাথাল্ক জাতীয় টুপি ব্যবহার করতে পারবেন, যা তাদের রোদ থেকে রক্ষা করবে। বেশি করে পানি পান করা গরমে ঘাম হয়ে শরীর থেকে প্রচুর পরিষ্কার পানি বের হয়ে যায়, তখন ইলেট্রোলাইট ইমব্যালান্স তৈরি হতে পারে। এ কারণে এই সময়টাতে প্রচুর পানি পান করতে হবে। লবণ মিশিয়ে পানি পান করতে পারলে আরও ভালো। ফলের জুস খাওয়া শরীরের জন্য ভালো, তবে এ জাতীয় জুস খাওয়ার সময় দেখে নিতে হবে সেটি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি দিয়ে তৈরি কিনা। খোলা, পথের পাশের দুষিত পানি বা সরবত এড়িয়ে চলতে হবে। সূতির কাপড় পরতে হবে গরমের এই সময়টায় জিন্স বা মোটা কাপড় না পরে সুতির নরম কাপড় ব্যবহার করতে হবে। এ ধরণের কাপড়ে অতিরিক্ত ঘাম হবে না এবং শরীর ঠাণ্ডা রাখতে সহায়তা করবে। গরমের সময় কালো বা গাঢ়? রঙের কাপড় এগিয়ে সাদা বা হালকা রঙের কাপর পরিধান করা ভালো, কারণ হালকা কাপড় তাপ শোষণ করে কম। সঠিক জুতা নির্বাচন গরমের সময় খোলামেলা জুতা পরা উচিত, যাতে পায়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। কাপড় বা সিনথেটিকে বাদ দিয়ে চামড়ার জুতা হলে ভালো, কারণ এতে গরম কম লাগে। সম্ভব হলে মোজা এড়িয়ে চলা যেতে পারে। ভারী ও ফাস্টফুড এড়িয়ে চলুন এ জাতীয় খাবার হজম করতে সময় বেশি লাগে। ফলে সেটি শরীরের ওপর বাড়তি চাপ ফেলে এবং শরীরের উষ্ণতা বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সেটি আরো বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। খাবারের মেন্যু থেকে গরমের সময় তেলযুক্ত খাবার, মাংস, বিরিয়ানি, ফাস্টফুড ইত্যাদি বাদ দেয়া যেতে পারে। বরং শাকসবজি ও ফলমূল বেশি করে খাওয়া যেতে পারে। পুরনো বা বাসী খাবার না খাওয়াগরমে খাবার-দাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

ফলে বাসী খাবার বা আগের দিন রান্না করা খাবার খাওয়ার আগে দেখে নিতে হবে যে, সেটি নষ্ট কিনা। এ জাতীয় খাবার খেলে ডায়রিয়া, পাতলা পায়খানাসহ পেটের অসুখ হতে পারে। ঘরে পানি ভর্তি বালতি রাখা এসি না থাকলেও সমস্যা নেই। ঘরের ভেতর ফ্যানের নীচে একটি পানি ভর্তি বালতি রাখুন, যা ঘরকে খানিকটা ঠাণ্ডা করে তুলবে। প্রতিদিন অবশ্যই গোসল করা গরমের সময় প্রতিদিন অবশ্যই গোসল করতে হবে, যা শরীর ঠাণ্ডা রাখবে। দিনে একাধিকবার হাত, মুখ, পায়ে পানি দিয়ে ধুতে পারলে ভালো। বাইরে বের হলে একটি রুমাল ভিজিয়ে সঙ্গে রাখতে হবে, যা দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর মুখ মুছে নেয়া যাবে। হিট স্ট্রোকের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা প্রচণ্ড গরমে শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হতে পারে। ফলে মাংসপেশি ব্যথা, দুর্বল লাগা ও প্রচণ্ড পিপাসা হওয়া, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, মাথাব্যথা, ঝিমঝিম করা, বমিভাব ইত্যাদি লক্ষণ দেখা গেলে প্রেশার পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা

প্লাস্টিক বোতলে পানি কতটা নিরাপদ?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া মানুষ তো দূরে থাক, অন্য কোনো উদ্ভিদ এবং প্রাণীও বাঁচতে পারে না। বাংলাদেশের মতো রোদ ঝলসানো দেশে তো পানি ছাড়া কয়েক ঘণ্টাও থাকা দায়! তাই তীব্র তাপদাহে বাড়ির বাইরে পা ফেলার সময় অনেকেই সঙ্গে রাখেন পানির বোতল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই বোতল হয় প্লাস্টিকের। কিন্তু মুশকিল হলো, এই বোতলে পানিপান যে শরীরের জন্য ভীষণই ক্ষতিকর, তা ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন গবেষণা। আসলে প্লাস্টিক হলো সহজলভ্য। এর থেকে তৈরি বোতলের দামও যেমন কম, টেকসইও বেশি। তাই কম সময়ে প্লাস্টিক এত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিশেষত, আমাদের মতো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশে সস্তার জিনিস যে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার মতো সত্যিই কিছু নেই। তবে স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপোস করা উচিত নয়। আপনি যখনই সস্তার প্লাস্টিকের বোতল কিনছেন, ঠিক তখনই নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি করছেন অবিচার। এটা কোনো কথার কথা নয়। বরং বারবার গবেষণায় প্লাস্টিকের নেতিবাচক দিকগুলো প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে তো আবার একবার ব্যবহারযোগ্য কোল্ড ড্রিংকসের বোতলেও দিনের পর দিন পানি রেখে খাচ্ছেন। এতে আরও গুরুতর সমস্যা দানা বাঁধছে। ফলে বাড়িতে হোক বা রাস্তায়, প্লাস্টিকের বোতল এড়িয়ে চলুন। নইলে এই সমস্যাগুলো চেপে ধরবে। ধাক্কা খায় ইমিউনিটি প্লাস্টিকের বোতলে পানিপান করলে কমতে পারে ইমিউনিটি। এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ছোট ছোট কণা পানির সঙ্গে শরীরে পৌঁছে যায়। এই কণা দেহের অন্দরে বিভিন্ন উৎপাত চালায়। এমনকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কয়েকগুণ কমিয়ে দিতে পারে। ইমিউনিটি একবার কমে গেলে বিভিন্ন সংক্রামক অসুখ ঘাড়ে চেপে বসে। তাই নিজেকে সুস্থ রাখতে চাইলে এবং ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে আজই প্লাস্টিকের বোতলে পানিপান ছাড়ুন। লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় প্লাস্টিকের মধ্যে প্যাথেলেটস নামক একটি উপাদান মেলে। এই উপাদান দেহের ক্ষতি করে। এই উপাদানটি লিভার ক্যানসারের কারণ হতে পারে। লিভার ক্যানসার ঠিক কতটা জটিল অসুখ, তা সবারই কমবেশি জানা। এছাড়া এই প্যাথেলেটস নামক উপাদানটি পুরুষের শরীরে স্পার্ম কাউন্টও কমিয়ে দিতে পারে। তাই নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে আজই প্লাস্টিকের বোতল বর্জন করুন ভয়ংকর ‘বিপিএ’ তৈরি হয় শরীরে প্লাস্টিকে থাকে বিফিনাইল এ বা ছোট করে বিপিএ নামক একটি রাসায়নিক। এই রাসায়নিক শরীরে ইস্ট্রোজেনের মতো ব্যবহার করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই রাসায়নিক ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, বন্ধ্যাত্ব, ব্যবহারগত সমস্যার কারণ হতে পারে। এমনকি বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করে। তাই সময় থাকতেই প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে সাবধান হন। বিপদের অপর নাম ডায়াক্সিন সূর্যরশ্মির সঙ্গে প্লাস্টিকের বিক্রিয় হয়। এর ফলে নানা ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক তৈরি হয়।

ডায়াবেটিস রোগীদের দাঁতের যত্ন নেবেন যেভাবে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গবেষণায় ডায়াবেটিসের সঙ্গে মুখ ও দাঁতের বিভিন্ন রোগের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। ডায়াবেটিসের কারণে শরীরের কোষে রক্তপ্রবাহ কমে যায় বলে মাড়ির প্রদাহ ও দন্তমজ্জার রোগ বেড়ে যায়। ফলে মাড়ি ফুলে যায় এবং সামান্য আঘাত লাগলে প্রদাহ দেখা দেয়। মাড়িতে আগে সমস্যা থাকলে প্রদাহ আরো বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ডায়াবেটিক রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে অতি সহজেই ডেন্টাল প্লাক দাঁত ও মাড়ির মাঝে জমা হয়ে মাড়ির প্রদাহের সৃষ্টি করে। ডায়াবেটিক রোগীদের রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ রাখা হচ্ছে দাঁত ও মাড়ির রোগ প্রতিরোধের অন্যতম শর্ত। গবেষণায় দেখা গেছে, মাড়ির রোগ বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত হয়। ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত হলে মাড়ির রোগও বেড়ে যায়। এতে অল্প বয়সে দাঁত হারানোর শঙ্কা থাকে। করণীয় * প্রতিদিন দুই বেলা সকালে ও রাতে খাবারের পর নরম শলাকার ব্রাশ দিয়ে দুই মিনিট ধরে ব্রাশ করতে হবে। ব্রাশের শলাকা বাঁকা হয়ে গেলে অথবা তিন মাস পর পর ব্রাশ পরিবর্তন করতে হবে। * প্রতি ছয় মাস থেকে এক বছর পর পর দাঁতের ডাক্তার দেখাতে হবে। * দুই দাঁতের মাঝখানে পরিষ্কার রাখার জন্য প্রতি রাতে অন্তত একবার ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করতে হবে। * যদি সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখে রক্ত দেখা যায় অথবা ব্রাশ করলে রক্ত পড়ে অথবা শক্ত খাবার খেলে খাবারে রক্ত দেখা যায় তবে দ্রুত ডেন্টিস্ট দেখাতে হবে। * মুখ রোগাক্রান্ত থাকলে ডাক্তারের পরামর্শে মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করতে হবে। তবে মাউথ ওয়াশ একটানা ১৫ থেকে ২১ দিনের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। এর পরিবর্তে লবণ ও গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

যন্ত্রণাদায়ক মাইগ্রেনের সমস্যা দূর করবে দুধ-জিলাপি!

স্বাস্থ্য ডেস্ক : মাইগ্রেনের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। অনেকে এর জন্য নিয়মিত ওষুধও খান। কিন্তু জানেন কি, এমন এক মিষ্টি আছে, যা খেলেই জাদুর মতো ভ্যানিশ হবে মাইগ্রেনের সমস্যা। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এমন ঘরোয়া সহজ পদ্ধতির কথাই জানাচ্ছে, যা এক নিমেষে অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান করে। মাইগ্রেন হলো এমনই একটি জটিল নার্ভের সমস্যা। যার ওষুধ তেমন বিশেষ নেই, তবে থাকলেও তা বেশি দিন কাজ দেয় না। এই যন্ত্রণা একটানা হয় না। মাঝে মাঝে ফিরে আসে। এই সমস্যায় ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যাও কম নয়। মাঝবয়সি, বিশেষ করে ১৪- ২৫ বয়সীদের মধ্যেই এর প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। সেই সঙ্গে মানসিক অবসাদ, চাপ, জাঙ্কফুট খাবারের দরুণ মাইগ্রেন যন্ত্রণা বেড়েই চলে। এর সঙ্গে বংশগত কারণও যে অনেকাংশে দায়ী, তা অস্বীকার করা যায় না।

রোগ প্রতিরোধে কেওড়ার উপকার

স্বাস্থ্য ডেস্ক : কেওড়া (Screw pine) দ্রুত বর্ধনশীল গাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Pandanus Fascicularis। এটি pandanaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর গড় উচ্চতা ২০ মিটার। এ গাছের পাতা চিকন, ফল আকারে ছোট ও গোলাকার , এই ফল টক বা অম্ল স্বাদের। এই ফলের বহিঃত্বক সাধারণত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কেওড়া ফলে রয়েছে প্রায় ১২% শর্করা, ৪% আমিষ, ১.৫% ফ্যাট, প্রচুর ভিটামিন বিশেষত, ভিটামিন সি এবং এর ডেরিভেটিভগুলো। কেওড়া ফল পলিফেনল, ফ্লাভানয়েড, অ্যান্থোসায়ানিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও আনস্যাচুরেটেড ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড বিশেষ করে লিনোলিক অ্যাসিডে পরিপূর্ণ। লবণাক্ত মাটিতে জন্ম নেয়া এই উদ্ভিদে শ্বাসমূল দেখা যায়। জোয়ার ভাটার পানিতে পুষ্ট সুন্দরবনে শ্বাসমূল এই গাছের বায়ুতে থাকা উপাদানগুলো গ্রহণ করতে সাহায্য করে। মিষ্টি পানিতে এলাকাতে এই গাছ জন্মে না বললেই চলে। কেওড়া গাছের পাতা ও ফল হরিণ ও বানরের প্রিয় খাবার। এই গাছের নিচে হরিণ ও বানরের দল বেশি দেখা যায়। এ গাছের কাঠ ঘরের বেড়া, দরজা-জানালা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ফাগুনে ফুল ফোটে ও চৈত্র- বৈশাখে ফল ধরে এবং আষাঢ়-শ্রাবণ ও ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। কেওড়া কিছুটা আমলকীর মতো দেখতে এবং খেতে টক। কেওড়াতে আছে প্রচুর ভিটামিন ‘সি’। কেওড়া ফল রক্তে কোলেস্টেরল কমায়। কেওড়া ফলের রান্না খাট্টা (কেওড়া ফলের স্যুপ) চিংড়ি মাছ দিয়ে করলে খুব সুস্বাদু হয়। কেওড়া ফল বাংলাদেশে জন্মায়। কেওড়া ফল শরীর ও মনকে সতেজ রাখার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে খুবই কার্যকরী। উপকারিতা: ১. নিয়মিত কেওড়া ফল খেলে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি (ফ্যাট) কমে। ২. কেওড়ায় রয়েছে কিছু এনজাইম। যা শরীরের হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। ৩. কেওড়া ফল খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ৪. কেওড়া গাছের ফল ও পাতা একসাথে পিষে লাগালে চুলকানি দ্রুত ভালো হয়। ৫. কেওড়া গাছের ফল ও পাতা একসাথে পিষে লাগালে ঘা- পাঁচড়া ভালো হয়। ৬. কেওড়া ফল খেলে পাকস্থলীর অ্যাসিডিটি কমে।